আবদুস শহীদ নাসিম

কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?

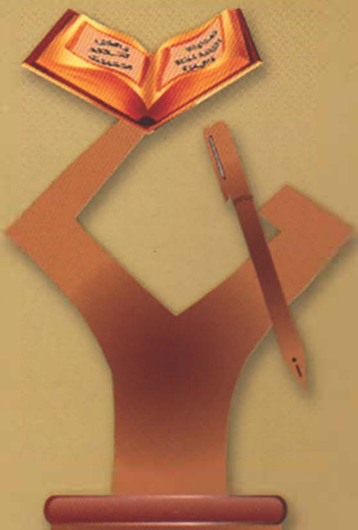

কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?

আবদুস শহীদ নাসিম

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
BORNALI BOOK CENTER-BBC

www.nagorikpathagar.org

কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে

আবদুস শহীদ নাসিম

©Author

ISBN: 984-645-003-2
BBCP: 22

প্রকাশক
ড. সাজেদা হোমায়রা
বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
বাংলাবাজার ঢাকা, বাংলাদেশ
যোগাযোগ: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল
৬ষ্ঠ মুদ্রণ: মার্চ ২০২২
১ম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০১

Quran Porben Keno? Kivabe?

Author
Abdus Shaheed Naseem

Published by
Dr. Sajeda Homaira
Bornali Book Center-BBC
Mobile: 01745282386, 01753422296.

Print
6th Print: March 2022
First Print: November 2001

দাম: ২৭০.০০ টাকা মাত্র
Price: Tk. 270.00 Only

www.nagorikpathagar.org

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (اَلْفُرْقَان: ٣٠)

অর্থ: (বিচারের দিন) আল্লাহর রসুল (অভিযোগ করে) বলবেন: হে প্রভু! আমার লোকেরা এই কুরআনকে পরিত্যক্ত করে রেখেছিল।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৩০)

And the Messenger (Muhammad SAW) will say: "O my Lord! Verily, my people deserted this Quran (neither listened to it, nor acted on its laws and orders). (Al-Quran 25: 30)

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ (ق: ٤٥)

অর্থ: অতএব এই কুরআন দ্বারা সেইসব লোকদের উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে থাকো, যারা আমার ধমককে ভয় করে।" (সূরা ৫০ কাফ : আয়াত : ৪৫)

So admonish and worn him by the Qur'an, who fears My Threat (Al-Quran 50 : 45)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (السجدة: ٢٢)

অর্থ: ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে - যাকে তার প্রভুর আয়াত পেশ করে সতর্ক করা হলো, তারপরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো? এই ধরনের অপরাধীদের থেকে অবশ্যি আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। (সূরা ৩২ আস সাজদা: আয়াত ২২)

And who does more wrong than one to who are recited the Signs of his Lord, and who then turns away therefrom? Verily from those who transgress we shall exact (due) Retribution. (Al-Quran 32: 22)

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. কুরআনে আঁকা কুরআনের ছবি	**১৩**
● কে আছে তার মালিকের পথ ধরবে?	১৩
● কুরআন সর্বজয়ী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কিতাব	১৭
● অভিযোগ, জবাব ও যুক্তি	১৯
● কুরআন শান্তি মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শক	২৪
● মেনে চলা ও অনুসরণ করার জন্যে কুরআন	২৬
● কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্যে	২৮
● আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মতো হুকুম-শাসন করো	৩২
● কুরআন বক্র নয়, সহজ ও হৃদয়স্পর্শী	৩৩
● কুরআন কারো সৌভাগ্য আর কারো দুর্ভাগ্যের কারণ	৩৩
● কুরআন অমান্যকারী ও বিরোধিতাকারীদের করুণ পরিণতি	৩৪
● কুরআন কিছু কিছু করে নাযিল করার কারণ	৩৬
● কুরআন পাঠ ও শুনার সময় করণীয়	৩৬
● কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহর	৩৮
● মানুষ ক্রমেই কুরআন সত্য হবার অকাট্য প্রমাণ দেখতে পাবে	৩৮
২. হাদিসে আঁকা কুরআনের ছবি	**৩৯**
● কুরআন উত্থান পতন ঘটায়	৩৯
● কুরআনের বিধান মেনে চলো	৪০
● কুরআন আঁকড়ে ধরো	৪১
● কুরআন নিয়ে দাঁড়াও	৪২
● কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও শিক্ষাদান করার কল্যাণ	৪৩
● কুরআনের বাহকরা শ্রেষ্ঠ মানুষ	৪৪
● কুরআন মুক্তির দিশারি	৪৫
● বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্ত করুন	৪৬
৩. কুরআন পড়ার মানে কী	**৪৮**
● কুরআন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ	৪৮
● কুরআন পাঠ করা মানে কি?	৪৯
● কেস্ স্টাডি: সিদ্দীক আলীর ছেলের টেলিগ্রাম	৫২
● টেলিগ্রামের ঘটনা পর্যালোচনা	৫৫
● ছেলের টেলিগ্রাম ও আল্লাহর টেলিগ্রাম	৫৭
● আসুন সিদ্দীক আলী থেকে শিক্ষা নিই	৫৮

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪. কিরাআত ও তিলাওয়াত মানে কি?	**৬১**
● কুরআন পাঠ বুঝানোর জন্যে আল্লাহ্ কি শব্দ ব্যবহার করেছেন?	৬১
● কিরাআত শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?	৬২
● কুরআনকে কিরাআত করার নির্দেশ	৬৪
● কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ	৬৭
● তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী?	৬৮
● কুরআনে তিলাওয়াত শব্দের ব্যবহার	৬৯
● কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে হক আদায় করে	৭১
● হক আদায় করে তিলাওয়াত করার মানে কি?	৭৩
● মুফাসসিরগণের দৃষ্টিতে হক আদায় করে তিলাওয়াত করার অর্থ	৭৪
● হক আদায় করে কুরআন পাঠ করার তাৎপর্য	৭৭
● তিলাওয়াত করুন যেভাবে চাঁদ সূর্যকে তিলাওয়াত করে	৭৯
৫. কুরআন বুঝা ফরয এবং সহজ	**৮১**
● না বুঝলে অনুসরণ করা যায়না	৮১
● কুরআন না বুঝলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা যায় না	৮২
● বুঝার জন্যেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে	৮৩
● কুরআন গোপন করা মহাপাপ	৮৭
● কুরআন বুঝা সহজ	৯১
৬. আল কুরআনের প্রচণ্ড ক্রিয়া শক্তি	**৯৬**
● কুরআন গভীর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী	৯৬
● কুরআন মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি করে	৯৭
● কুরআন শিহরণ সৃষ্টি করে এবং দেহ ও মনকে বিগলিত করে	৯৯
● কুরআন মুমিনদের জন্যে নিরাময় ও রহমত	১০০
● কুরআন জিনদের উপরও ক্রিয়া করে	১০০
● কুরআন আসমান জমিন এবং পাহাড়ের উপরও ক্রিয়া করে	১০১
● কুরআন এক ভারী কালাম	১০২
● কুরআন রসুল সা.-কে জীবনের প্রতি বেপরোয়া বানিয়ে দেয়	১০৩
● কুরআন উমরের পাষাণ হৃদয়কে গলিয়ে দেয়	১০৪
● কুরআন সম্রাট নাজ্জাশীকেও ভীষণ কাঁদিয়েছিল	১০৫
● কুরআন প্রতিপক্ষের নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে	১০৭
● প্রতিপক্ষ কুরআন উৎখাত করতে চায়	১০৮
● কুরআন প্রতিপক্ষের মানসিক যাতনার কারণ	১০৯
● আল্লাহর কিতাব যাদের মধ্যে ক্রিয়া করেনা তাদের উপমা হচ্ছে গাধা	১১০
● কুরআন কাঁপিয়ে তুলুক মুমিনের হৃদয়	১১১

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭. জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন	**১১৩**
• কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি	১১৩
• মানবতার মুক্তির পথ আল-কুরআন	১১৪
• আল-কুরআন জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান	১১৫
• মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি	১১৬
• শিখা অনির্বাণ	১১৬
• আসুন কুরআন পড়ুন	১১৭
• কুরআন বুঝুন এবং মেনে চলুন	১১৮
• কুরআন বুঝার উপায় কি?	১১৯
• তফসির পড়ে কুরআন বুঝুন	১২০
• আরো কয়েকটি বইয়ের সাহায্য নিন	১২২
• শুনে কুরআন বুঝুন	১২৪
• কুরআন ক্লাশ চালু করুন	১২৫
• দরসুল কুরআনের ব্যবস্থা করুন	১২৬
• তফসিরুল কুরআনের অনুষ্ঠান করুন	১২৭
• কুরআন তিলাওয়াত শিখুন	১২৮
• লেখার অভ্যাস থাকলে লিখুন	১২৮
• আসুন অংগীকার করি	১২৯
৮. কুরআন পড়বেন কিভাবে?	**১৩২**
• কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পঠিত	১৩২
• কুরআন বিশেষ রীতিতে পাঠ করা জরুরি	১৩৪
• কুরআনের নির্দেশ- কুরআন পড়তে হবে তারতীলের সাথে	১৩৫
• তারতীল শব্দের অর্থ কী?	১৩৬
• বিভিন্ন তফসিরে তারতিলুল কুরআনের ব্যাখ্যা	১৩৭
১. তফসীরে খাযেন	১৩৭
২. তফসীরে ইবনে কাসির	১৩৮
৩. তফসীরে কুরতবি	১৩৯
৪. তাফহীমুল কুরআন	১৩৯
৫. তাদাব্বুরে কুরআন	১৪১
৬. আল মীযান	১৪২
৭. The Holy Quran	১৪৩
৮. তাফসীরে উসমানি	১৪৪
৯. সফওয়াতুত তাফাসীর	১৪৪

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
৯. কুরআন পাঠ পদ্ধতি: হাদিসের আলোকে	**১৪৫**
১০. আল কুরআনের পাঠরীতি: আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের বিশ্লেষণ	**১৫৫**
● রসুল সা. মনোজ্ঞ রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন	১৫৫
● গানের সুরে কুরআন পাঠের তাৎপর্য ও মতভেদ	১৫৬
● কুরআন পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে আরো কিছু মতামত	১৬০
১১. পবিত্রতা ও অযু ছাড়া কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা যাবে কি?	**১৬৪**
● জাগ্রত বিবেকের উম্মুক্ত প্রশ্নমালা	১৬৪
● জবাবের ভিত্তি	১৬৮
● প্রশ্নমালা ও জবাব	১৬৯
০১. কুরআন কাদের জন্যে নাযিল হয়েছে?	১৬৯
০২. অমুসলিমরা কুরআন থেকে হিদায়াত সন্ধান করতে পারবে কি?	১৭২
০৩. অমুসলিমরা কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে কি?	১৭৬
০৪. কাফির-মুশরিক গোসল বা অযু করলে পবিত্র হয় কি?	১৮০
০৫. মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন পাঠ করতে পারবে কি?	১৮০
০৬. কোনো মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে কি?	১৮০
০৭. ঋতুবতী ও জুনুবি কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে কি?	১৮১
০৮. 'লা ইয়ামাস্‌সুহু ইল্লালমুতাহ্‌হারূন'-এ আয়াতটির তাৎপর্য কি?	১৮৬
০৯. বিনা অযুতে কুরআন মজীদ দেখা, শুনা, পড়া ও স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?	১৯৮
১০. অপবিত্র অবস্থায় কুরআনের কিছু অংশ আর বেশি অংশ পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?	১৯৮
১১. শিখা, হিদায়াত লাভ এবং সওয়াবের উদ্দেশ্য কুরআন পাঠের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?	২০০
১২. ফিকহ্ ও তফসীর গ্রন্থ আর কুরআন শরীফ স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?	২০১
১৩. তিলাওয়াতের সাজদার জন্যে কি অযু শর্ত?	২০৩
১৪. কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সঠিক পন্থা কি?	২০৬
১২. অপবিত্র ও বে-অযু অবস্থায় কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা প্রসংগে আল্লামা ইবনে হাযমের বলিষ্ঠ বক্তব্য	**২১১**
ক. কুরআন পাঠ	২১২
খ. তিলাওয়াতের সাজদা	২১৬
গ. কুরআন স্পর্শ করা	২১৭
১৩. গ্রন্থপঞ্জি	**২২৩**

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় মুদ্রণে লেখকের আরয

এ গ্রন্থটি প্রকাশ হবার পর, যাঁরা গ্রন্থটি এক নজর দেখেছেন, পড়েছেন, তাঁদের অনেকেই গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখককে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। পজিটিভ নেগেটিভ দু'ধরণের প্রতিক্রিয়াই পেয়েছি।

নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া দু'চারজন সম্মানিত পাঠক জানিয়েছেন। অমুসলিম কর্তৃক এবং অযুহীন ও অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মজিদ পাঠ ও স্পর্শ করা প্রসংগে গ্রন্থে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছুটা আপত্তি তুলেছেন। তবে নিজেদের আপত্তির পক্ষে তাঁরা স্পষ্ট ও অকাট্য দলিল প্রমাণ পেশ করেননি।

অপরদিকে পজিটিভ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিপুলসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা। তাঁরা বলেছেন, এ গ্রন্থে যেসব দলিল প্রমাণ ও যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে, তাতে প্রমাণ হয়েছে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা, বুঝা, অনুসরণ করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি বিষয়ে এতোদিন তাঁরা যে ধারণা পোষণ করতেন, তা ছিলো ভিত্তিহীন ও অন্ধ বিশ্বাসজনিত। তাঁরা জানতে পেরেছেন, কুরআন মজিদের উপর মানুষের আরোপিত বিধিনিষেধ থেকে কুরআন মজিদ একেবারেই মুক্ত-মহান। তাছাড়া, ধরা-পড়া-বুঝা-মানার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব আল্লাহর দেয়া আলো-বাতাস-পানির মতোই সার্বজনীন এবং সব সময় সকলের জন্যে উন্মুক্ত।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআন মজিদ সম্পর্কে প্রমাণিত সত্য জানতে পেরে তাঁরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের বইটি পড়ে যাঁরা কুরআনের পক্ষে ভালোবাসার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর কালামের প্রতি তাঁদের সকলের আকর্ষণ ও মহব্বত আরো বাড়িয়ে দিন। বিচারের দিন কুরআন মজিদকে তাঁদের সাথি ও সুপারিশকারী বানিয়ে দিন।

এখানে একটি কথা বলবো, তাহলো কুরআন মজিদ স্পর্শের জন্যে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি যদিও সহিহ দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয় এবং সে কারণে তা শর্তও নয়, তবু পবিত্রতার সাথে কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা অবশ্যই মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। কারণ, 'আল্লাহ পাক তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।'

এ গ্রন্থে যদি কোনো ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য থেকে থাকে, তবে দলিলসহ তা লেখককে অবহিত করার জন্যে বিশেষজ্ঞ আলিমগণকে পুনরায় অনুরোধ করছি।

ধারণা অনুমান এবং অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে মুমিনদের হৃদয়-মন প্রকৃত সত্যের আলোতে আলোকিত হোক - সে মহান প্রত্যাশা নিয়েই লেখা হয়েছে এ গ্রন্থটি। আল্লাহ পাক আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করুন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
১০.০৮.২০০৪ ঈসায়ী

www.nagorikpathagar.org

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
গ্রন্থকারের অন্তরগত কথা

আজ এ গ্রন্থটি লেখার কাজ সমাপন করে আমার সমস্ত দৈহিক-মানসিক শক্তি-চেতনা দিয়ে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করছি আমার একমাত্র প্রভু-প্রতিপালক, মালিক ও মনিব মহান আল্লাহর প্রতি, যাঁর সন্তুষ্টির জন্যে সমর্পিত আমার জীবন ও মৃত্যু, যাঁর সাহায্য ছাড়া চলতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, যাঁর রহমত জারি রয়েছে আমার প্রতি অণুতে, আমার প্রতি বিন্দুতে, প্রতি নিঃশ্বাসে। অসীম করুণাময়-রহমান তিনি। আল কুরআন নাযিল করে আমার সামনে খুলে দিয়েছেন তিনি দীপ্ত আলোর মুক্তির পথ।

কুরআনকে আমার ও বিশ্বমানবের মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হিসেবে জানার ও মেনে নেয়ার পর কুরআনকে আমার সমস্ত চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিই। কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি মানুষের জন্যে মানুষের মালিকের প্রেরিত 'জীবন যাপনের ম্যানুয়েল' হিসেবে। একেবারে উন্মুক্ত বিশ্বজনীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি কুরআনের প্রতি।

ফলে দূর হয়ে যায় কুরআনের ব্যাপারে আমার মনমগজে জমে থাকা, জমাট বাঁধা অনেক অন্ধকার। কুরআনের জ্যোতির্ময় আলোতে আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে যায় বিশ্বময়।

এতে করে একদিকে আমার আত্মা আলোকময় হয়ে উঠে কুরআনের আলোতে। অপরদিকে হৃদয় আমার ব্যাকুল হয়ে উঠে এ আলো ছড়িয়ে দিতে বিশ্বময়।

এ গ্রন্থটি আমার আত্মার সেই আলো, বৈশ্বিক দৃষ্টিভংগির সেই খোলা জানালা আর আল কুরআনের সেই শাশ্বত আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষার এক উন্মুক্ত আর্তি।

www.nagorikpathagar.org

আমার ধারণা, এ গ্রন্থ ক্ষুব্ধ করবে দুইদল লোককে। তাদেরকে – যারা ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আলোকে। আর তাদেরকে-

- যারা অজ্ঞতার ভক্তি পোষণ করে কুরআনের প্রতি এবং সংকীর্ণ লাভের আশা পোষণ করে আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে।

হোক এরা ক্ষুব্ধ। এদের প্রভু তিনজন- অন্ধতা, গোঁড়ামি আর বিদ্বেষ। আমাদের প্রভু একজন- সর্বশক্তিমান আল্লাহ রহমান।

এ গ্রন্থ পড়ে যারা ক্ষুব্ধ হবে, তাদের ক্ষুব্ধ হবার কতিপয় কারণ এতে আছে। তাদের ক্ষুব্ধ করার সে কারণগুলো হলো-

- এ গ্রন্থে কুরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে দেয়া হয়েছে।
- এতে কুরআন কেন পড়া উচিত, তা বলে দেয়া হয়েছে।
- এতে কুরআন পড়ার ও তিলাওয়াত করার আসল মানে বলে দেয়া হয়েছে।
- যাতে বলা হয়েছে কুরআন জানার জন্যে ও মানার জন্যে নাযিল করা হয়েছে।
- যাতে বলা হয়েছে কুরআন শুধু মুসলিমদের নয়, গোটা মানবজাতির গ্রন্থ।
- এতে বলা হয়েছে যে কোনো অবস্থায় যে কেউ কুরআন ধরতে ও পড়তে পারবে।
- এতে বলা আরো অনেক কথাই ভুলে যাওয়া মুসলমানদের কাছে নতুন বলে মনে হবে।
- এসব কারণেই এ বই পড়ে ক্ষুব্ধ হবেন অনেকে। তবে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে চাই।

আমরা আশা করি এ গ্রন্থটি পড়ে খুশিও হবেন অনেকে। বিবেকের আওয়ায যাদেরকে তাড়া করে – এ গ্রন্থ তাদের জন্যে। তারা খুশি হবেন এ বইটি পড়ে। এ বই ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার এক দু:সাহসী পদক্ষেপ। আশা করি এ বই বিবেকের দুয়ার খুলে দেবে।

www.nagorikpathagar.org

আশা করি এ বই বিবেকবানদের চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভংগিতে বিপ্লব ঘটাবে। তাঁরা কুরআন সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করার চেতনা অনুভব করবেন। রাব্বুল আলামীন যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন, আশা করি তাঁরা নিজেদের চেতনাকে সে উদ্দেশ্যের সাথে একাকার করতে সক্ষম হবেন। আশা করি তাঁরা বিশ্বজনীন চেতনা লাভ করবেন, নিজেদেরকে এবং বিশ্ববাসীকে কুরআনের আলোতে আলোকময় করার জন্যে ব্যাকুলতা অনুভব করবেন।

এই গ্রন্থটি যদি আপনাকে সত্যের ব্যাপারে সামান্যতম উদ্বুদ্ধ করে তবে প্রভুর কাছে নিজের শুভকামনা প্রার্থনার সময় আল্লাহর অনুকম্পার কাঙাল এই লেখকের এর জন্যে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করছি।

এ গ্রন্থটি পড়ে যদি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে অথবা খটকা লাগে, তবে সরাসরি লেখককে তা জানান। আল্লাহ চাইলে আমরা আপনার প্রশ্ন বা খটকার জবাব দেবার চেষ্টা করবো। আর যদি লেখকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয় তবে মনোযোগ সহকারে বুঝে বুঝে কুরআন পড়ুন ইনশাআল্লাহ আপনার সব সংশয় দূর হয়ে যাবে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ গ্রন্থে প্রতিফলিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো ভুল প্রমাণিত হলে তা শুধরে নিতে লেখক সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

হে আল্লাহ তুমি এই লেখক এবং এ গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকা সবাইকে কুরআন বুঝার কুরআন মেনে চলার এবং সর্বত্র কুরআনের আলো জ্বালাতে সচেষ্ট হবার তৌফিক দান করো আমিন।

আবদুস শহীদ নাসিম
২২ রবিউল আওয়াল' ১৪৩৪
১৫ জুন' ২০০১
জুমাবার

www.nagorikpathagar.org

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআনে আঁকা কুরআনের ছবি

• কে আছে তার মালিকের পথ ধরবে?

মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সম্রাট ও মালিক মহান আল্লাহ। নিখুঁতভাবে তিনি পরিচালনা করছেন নিখিল বিশ্বজগত। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম থেকে অতিকায় পর্যন্ত সকল বস্তুর তিনি প্রভু প্রতিপালক। প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে তিনি তার জন্যে অন্তর্গত করে দিয়েছেন তার নির্দিষ্ট প্রকৃতি, গতি ও চলার পথ। মিশরের শাসক ফারাউ (ফেরাউন) আল্লাহর রসুল মূসা আ.-কে তার প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা তার সে অনুপম জবাবটি উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হলো:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى •

"(মূসা) বললো: আমাদের প্রভু হলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি (খাল্ক) নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতপর নির্দেশ করেছেন তার চলার পথ। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ৫০)

English Translation: "(Musa Said: Our Lord is He Who gave to each thing its form and nature, then guided it aright." (Translation: The Noble Quran)

এই পৃথিবী আল্লাহর সৃষ্টি মহাবিশ্বের একটি অংশ। আর এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষও তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ। মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিও তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তবে মানুষের চলার পথ অন্যান্য সৃষ্টির মতো করে নির্ধারণ করেননি। অন্যান্য সৃষ্টির চলার পথ তাদের প্রকৃতিগত করে দিয়ে তাদেরকে সে নিয়মে চলতে বাধ্য করে দিয়েছেন।

মানুষের অবস্থা সেরকম নয়। মানুষকে তিনি মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্যে তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন:

- জ্ঞান (জ্ঞানার্জনের প্রকৃতি) ও মেধাশক্তি,

- বিবেক-বুদ্ধি,
- উদ্ভাবনী ক্ষমতা (চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্যতা),
- যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনের প্রবণতা ও সামর্থ্য,
- ইচ্ছা শক্তি,
- ইচ্ছার স্বাধীনতা বা গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা (Freedom of choice)।

আল্লাহ তায়ালা এই জিনিসগুলোর প্রবণতা মানুষের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। তারপর সকল যুগের মানুষের জন্যে তিনি ইহ ও পারলৌকিক চিরন্তন জীবনে মুক্তি, অফুরন্ত কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের পথ-নির্দেশ পাঠিয়েছেন। জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি পাঠিয়েছেন। তার জীবনের সকল গতিপথের বিধিবিধান ও সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সঠিক দৃষ্টিভংগি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আচার-আচরণের মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ভুল দৃষ্টিভংগি কী -তা জানিয়ে দিয়েছেন। নৈতিকতা ও আচরণের ক্ষেত্রে সীমালংঘন ও বিচ্যুতির স্তরও জানিয়ে দিয়েছেন।

এজন্যে তিনি নবি-রসুল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে কিতাবও পাঠিয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ রসুল মুহাম্মদ সা. এবং সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন।

কুরআনে তিনি মানুষের জন্যে তাঁর মনোনীত জীবন-যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা. আল্লাহর মনোনীত জীবন-পদ্ধতি নিজের পূর্ণাংগ জীবনে বাস্তবে রূপদান করে নমুনা (Model) উপস্থাপন করে গেছেন। সুন্নাহ এবং হাদিস আকারে সেই নমুনাও বর্তমান রয়েছে আমাদের কাছে।

আল কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-পদ্ধতির মূলনীতি ও মাপকাঠি।

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সা.-এর জীবনচরিত (সীরাত) হলো আল্লাহ প্রদত্ত সেই জীবন-পদ্ধতির বাস্তব নমুনা। সুন্নাহ হিসেবে তা আমাদের কাছে বর্তমান রয়েছে।

মানুষ যদি তার ইহ ও পারলৌকিক চিরন্তন জীবনের সাফল্য চায়, তবে তাকে অবশ্যি রসুল সা.-এর নমুনা অনুযায়ী কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে হবে। এছাড়া তার মুক্তি ও সাফল্যের বিকল্প কোনো পথ নেই।

এই কুরআন! এই কুরআনই এখন কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবের মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র উপায় ও ভিত্তি।

www.nagorikpathagar.org

তবে নিজের মুক্তি ও সাফল্যের এই একমাত্র মাধ্যমটি গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি নির্ভর করে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর।

এখানেই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তাকে তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে বিরাট পরীক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহ দেখতে চান, সে তার এই জিনিসগুলোকে প্রয়োগ করে কি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-পদ্ধতি গ্রহণ করে, নাকি স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিভ্রান্তের মতো ভ্রান্ত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করে?

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ن • الَّذِىْ خَلَقَ

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ •

"মহাকল্যাণময় তিনি, নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব যার মুষ্টিবদ্ধে, আর তিনি সর্বশক্তিমান। (আল্লাহর দেয়া জীবন-পদ্ধতি অনুযায়ী) তোমাদের মধ্যে কাজের দিক থেকে কারা উত্তম -তা পরীক্ষা করার জন্যে তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বজয়ী, ক্ষমাশীল।" (সূরা ৬৭ আল মুলক: আয়াত ১-২)

যেহেতু পৃথিবীর জীবনই মানুষের জীবনের শেষ নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আখিরাতের চিরন্তন জীবনও দান করবেন, তাই তিনি মানুষের জন্যে পৃথিবীর জীবনকে বানিয়েছেন কর্মের আর পরকালের জীবনকে বানিয়েছেন কর্মফল লাভের ও ভোগের। পরকালে কর্মফল হিসেবে কেউ লাভ করবে কঠিন শাস্তির জাহান্নাম আর কেউ লাভ করবে পরম সুখের জান্নাত।

এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষের জন্যে জীবন যাপনের দুটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন-

একটি হলো তাঁর আনুগত্যের পথ, তাঁর মনোনীত পথ।

আরেকটি হলো তাঁর প্রতি বিদ্রোহের পথ, স্বেচ্ছাচারিতার পথ।

- প্রথমটি হলো পুরস্কার হিসেবে জান্নাত লাভের পথ।

- দ্বিতীয়টি হলো শাস্তি ভোগের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার পথ।

জীবন যাপনের এই দুটি পথের কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا •

“অবশ্যি আমি মানুষকে (জীবন-যাপনের) পথ দেখিয়েছি। হয় সে আমার কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করবে, নয়তো চলবে অকৃতজ্ঞতার পথে।” (সূরা ৭৬ আদ্ দাহ্‌রঃ আয়াত ৩)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ •

“সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, যেহেতু (মানুষের সামনে) বক্র পথও রয়েছে।” (সূরা ১৬ আন নহলঃ আয়াত ৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ •

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি (একাই) সৃষ্টি করেছেন গোটা মহাবিশ্ব, আর সেইসাথে এই পৃথিবীও এবং (পাশাপাশি) রেখে দিয়েছেন অন্ধকারসমূহ আর আলো।” (সূরা ৬ আল আন'আমঃ আয়াত ১)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى • وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى • فَاَمَّا مَنْ طَغٰى • وَاٰثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا • فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى • وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى • فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى •

“সেদিন (কিয়ামতের দিন) মানুষ দারুণভাবে স্মরণ করবে (পৃথিবীতে) সে কী কাজে নিজের প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছিল? এবং সেদিন প্রত্যেক দর্শকদের সামনেই খুলে ধরা হবে জাহিম (দোযখ)। পৃথিবীর জীবনে যে ব্যক্তি (আমার বেঁধে দেয়া) সীমা লংঘন করেছিল আর ঝুঁকে পড়েছিল পৃথিবীর জীবনের প্রতি, সেদিন তার স্থায়ী আবাস হয়ে যাবে জাহিম (দোযখ)। পক্ষান্তরে (পৃথিবীর জীবনে) যে ব্যক্তি (পরজীবনে) তার মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিল আর নিজেকে বিরত রেখেছিল মন্দ কামনা-বাসনা থেকে, সেদিন তার স্থায়ী আবাস হবে জান্নাত।” (সূরা ৭৯ আন-নাযিয়াতঃ আয়াত ৩৫-৪১)

এ ক'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটি পথের পরিচয় ও বৈশিষ্ট পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। সে পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হলোঃ

১. মুক্তি ও সাফল্যের পথের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। এটি হলোঃ

(ক) কৃতজ্ঞতার পথ (খ) সরল সোজা পথ (গ) আলো বা আলোর পথ (ঘ) আল্লাহকে ভয় করে (আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক) জীবন যাপন করার পথ (ঙ) সীমা লংঘন থেকে বিরত থাকার পথ।

২. ধ্বংস ও ব্যর্থতার পথের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হলো, এটিঃ

(ক) আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃজ্ঞতার পথ (খ) বক্র পথ (গ) অন্ধকাররাশি বা অন্ধতার পথ (ঘ) আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করার বা বিদ্রোহের পথ (ঙ) আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার পথ।

গোটা কুরআনে এই দুটি পথের আরো বিস্তারিত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

গোটা কুরআনে বিস্তারিতভাবে ভ্রান্ত, বক্র ও বিদ্রোহের পথে চলার অশুভ পরিণতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সতর্ক করা হয়েছে।

গোটা কুরআনে আল্লাহর মনোনীত সরল-সোজা পথে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ পথে চলার শুভ পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

ইতিহাস, উপমা, উপদেশ, নসিহত এবং সতর্কবাণী ও সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস ও অকল্যাণের পথ ত্যাগ করে কল্যাণ ও সাফল্যের রাজপথে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তাছাড়া গোটা কুরআনে মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত জীবন-পদ্ধতি ও সহজ-সরল পথের বিস্তারিত রূপরেখা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এখন মানুষের দায়িত্ব হলো কুরআন পড়ে দেখা। কুরআনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখা। কুরআনের আহ্বান বিবেচনা করে দেখা। তারপর এই সিদ্ধান্ত নেয়া তারই দায়িত্ব যে, সে কি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ধ্বংসের পথে চলবে, নাকি তার মনিবের মনোনীত জীবন-পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং তাঁর অনুগত জীবন-যাপন করে মুক্তি ও সাফল্যের পথে চলবে?

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا •

"নিশ্চয়ই এ কুরআন (আল্লাহ্‌র মনোনীত পথের) একটি স্মারক (Reminder), এখন যার ইচ্ছা সে তার মালিকের (সন্তুষ্টি লাভের) পথ ধরুক।" (সূরা ৭৬ আদদাহার: আয়াত ২৯)

হ্যা, কুরআন মানুষের সাফল্য অর্জন ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হবার স্মারক। সুতরাং যে বাঁচতে চায় সে হোক কুরআনের ধারক ও বাহক। তারপর এবার আসুন কুরআনের বাণীতে কুরআনের ছবি আঁকা যাক।

সূরাঃ ৪৫

• কুরআন সর্বজয়ী মহাজ্ঞানী আল্লাহর কিতাব

حٰمٓ • تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ •

www.nagorikpathagar.org

"হামীম! এই কিতাব (আল কুরআন) অবতীর্ণ হচ্ছে সর্বজয়ী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (সূরা ৪৬ আল আহকাফঃ আয়াত ১-২)

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ •

"(হে মুহাম্মদ!) এ (কিতাব) হচ্ছে গায়েব (unseen)-এর খবর, আমরা অহির মাধ্যমে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।" (সূরা ৩ আলে ইমরানঃ আয়াত ৪৪)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى • وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى • اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى • عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى •

"তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্টও হয়নি, বিভ্রান্তও হয়নি। সে নিজের খেয়াল খুশি মতো এসব কথা বলছেনা। এ-তো হচ্ছে অহি, যা (তার প্রতি) প্রেরণ করা হয়েছে।" (সূরা ৫৩ আন নাজমঃ আয়াত ২-৩)

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا •

"কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী আছেন, তিনি যে জিনিস (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। তিনি তা (কুরআন) নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে। ফেরেশতারাও সাক্ষী আছে। তবে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা ৪ আননিসাঃ আয়াত ১৬৬)

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا •

"হে মুহাম্মদ! অবশ্যি আমরা (এই কুরআন) তোমার প্রতি অহি করছি, যেমনি আমরা অহি করেছিলাম নূহ এবং তার পরবর্তী নবিদের প্রতি। আমরা ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুবের বংশধর, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূণ ও সুলাইমানের প্রতিও একইভাবে অহি করেছি। তাছাড়া আমরা একইভাবে দাউদকেও যবুর দিয়েছি।" (সূরা ৪ আন্ নিসাঃ আয়াত ১৬৩)

এ ক'টি আয়াত অনাবিল স্বচ্ছতার সাথে এই অকাট্য সত্য খুলে ধরে যেঃ

- কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।
- কুরআন সর্বজয়ী সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহর বাণী।
- কুরআন গায়েবের সংবাদ, যা মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি করা হয়েছে।
- কুরআন কোনো পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তির খেয়াল খুশি মতো বলা কথা নয়। বরং এ হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত অহি।
- সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর মহাজ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআন নাযিল করেছেন।
- কুরআন যে আল্লাহর বাণী, তার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ।
- ফেরেশতারাও কুরআন আল্লাহর বাণী হবার সাক্ষী।
- লোকেরা মানুক আর না মানুক, কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।
- মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি আল্লাহর বাণী প্রেরণের ব্যাপারটি কোনো নতুন বা অভিনব ব্যাপার নয়।
- মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি নাযিলের ব্যাপারটি সেই প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা, যে প্রক্রিয়ায় অহি নাযিল করা হয়েছিল, নূহ এবং তার পরবর্তী নবিদের প্রতি; ইবরাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রতি; ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি; ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূণ এবং সুলাইমান ও দাউদের প্রতি।

সুতরাং কুরআন আল্লাহর বাণী হবার প্রমাণ স্বয়ং কুরআন। আর এ ব্যাপারে তো আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তাছাড়া এর বাস্তবতা ও সত্যতা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত।

● অভিযোগ, জবাব ও যুক্তি

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨ افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۛ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا • وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا • قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا •

"অমান্যকারীরা বলেঃ 'এ (কুরআন) তো এক মিথ্যা মনগড়া জিনিস। (মুহাম্মদ) নিজেই তা রচনা করেছে আর অপরকিছু লোক তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছে।' -মূলত এই (অমান্যকারী) লোকেরা উদ্ভাবন করেছে এক মহা অন্যায় ও ডাহা মিথ্যা কথা। তারা আরো বলেঃ এ (কুরআন) তো পূর্বকালের লোকদের কাহিনী যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর সকাল-সন্ধ্যা তারা তাকে (এ কাহিনী) শুনাচ্ছে (Dictate

করছে)। (হে মুহাম্মদ) তাদের বলোঃ এই বাণী নাযিল করেছেন তো তিনি, যিনি মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য অবগত। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল-করুণাময়।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৪-৬)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ • بَلْ هُوَ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيَاتِنَا اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ •

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব তিলাওয়াত করতেনা এবং নিজ হাতে কোনো কিতাব লিখতেও না, তেমনটি হলে হয়তো মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। বরং যাদের এলেম দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। যালিমরা ছাড়া আর কেউই আমাদের আয়াত অস্বীকার করেনা। " (সূরা ২৯ আল আনকাবূত: আয়াত ৪৮-৪৯)

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ •

"তারা কি বলে যে মুহাম্মদ নিজে এটি (এ কুরআন) রচনা করেছে? (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলোঃ তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এর (এই কুরআনের) মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। এ কাজে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের যাদের সহযোগিতা তোমরা নিতে চাও- তাদেরও ডেকে নাও।" (সূরা ১০ ইউনুসঃ আয়াত ৩৮)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ أَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ •

"এ কুরআন এমন কোনো জিনিস নয়, যা আল্লাহর নিকট থেকে অহি আসা ছাড়াই রচনা করা সম্ভব হতে পারে। আসলে এ (কুরআন) তো পূর্বে আসা কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং (লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত) মহাগ্রন্থের বিস্তারিত রূপ। এটি নিখিল বিশ্বের মালিকের কিতাব হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই।" (সূরা ১০ ইউনুসঃ আয়াত ৩৭)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا •

"(হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো: মানুষ এবং জ্বিন সবাই মিলেও যদি এ কুরআনের মতো কিছু আনার (রচনা করার) চেষ্টা করে, তা পারবেনা, এমনকি তারা যদি একে অপরের সাহায্যও করে।" (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ৮৮)

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ • نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ • عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ • بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ • وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ •

"এই (কুরআন) নিখিল জগতের মালিকের অবতীর্ণ (কিতাব)। এটি নিয়ে তোমার অন্তরে অবতরণ করেছে 'অতিশয় বিশ্বস্ত রূহ' (জিবরিল), যাতে করে তুমি (তোমার পূর্বেকার) সতর্ককারীদের (রসুলদের) অন্তর্ভুক্ত হতে পারো। (এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে) সহজ ও স্পষ্ট আরবি ভাষায়। তাছাড়া আগের কালের লোকদের কিতাবেও (তাওরাত, ইনজিল প্রভৃতি গ্রন্থেও) এর উল্লেখ রয়েছে।" (সূরা ২৬ শোয়ারা: আয়াত ১৯২-১৯৬)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ •

"আর এভাবেই আমরা আমাদের নির্দেশের একটি রূহ (একটি প্রত্যাদেশ ও রহমত) তোমার প্রতি পাঠিয়েছি। তুমি তো জানতেনা আল কিতাব কী? তাছাড়া ঈমান সম্পর্কেও তোমার কোনো জ্ঞান ছিলনা। কিন্তু তোমার প্রতি আমার প্রেরিত রূহকে আমি একটি 'আলো' বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমি আমার দাসদের যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখাই।" (সূরা ৪২ আশ্ শূরা: আয়াত ৫২)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ • لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ

حَمِيْدٍ • مَّا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ • وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ أُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيدٍ • وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ؕ •

"যাদের কাছে উপদেশবাণী (আল কুরআন) আসার পরও তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, (তারা অবশ্যি ভোগ করবে কঠিন শাস্তি)' আর অবশ্যি এ এক মহা মর্যাদাবান আলীশান কিতাব। মিথ্যা এর সামনে দিয়েও আসতে পারেনা, পেছন দিয়েও আসতে পারেনা। এটি মহাজ্ঞানী সপ্রশংসিত সত্তার অবতীর্ণ (কিতাব)। (হে মুহাম্মদ! অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে) তোমাকে যা কিছু বলা হচ্ছে, তাতে এমন কিছুই নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসুলদের বলা হয়নি। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল, আর বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও বটে। আমরা যদি এই কুরআনকে অনারবদের ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তখন এই লোকেরা বলতোঃ 'এর আয়াতসমূহ (আমাদের ভাষায়) কেন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলোনা। এ-তো আজব ব্যাপার, কিতাব হলো অনারবি ভাষায় আর রসুল হলো আরবি ভাষার।" (হে মুহাম্মদ! তাদের বলোঃ এ কুরআন তো কেবল বিশ্বাসীদের জন্যে পথ প্রদর্শক আর নিরাময়। আর এর প্রতি যারা অবিশ্বাস করে তাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা আর চোখে রয়েছে পট্টি। তাদের অবস্থা এমন, যেনো বহু দূরের কোনো স্থান থেকে তাদের ডাকা হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। তখন সে কিতাব নিয়েও মতভেদ করা হয়েছিল।" (সূরা ৪১ হামিম আস্‌সাজদাঃ আয়াত ৪১-৪৫)

এ আয়াতগুলোর সারকথা পয়েন্ট আকারে সাজালে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

- কুরআন অমান্যকারীরা বলেঃ কুরআন মিথ্যা মনগড়া জিনিস।
- তারা বলে; মুহাম্মদ নিজেই কুরআন রচনা করেছে আর অন্য কিছু লোক একাজে তাকে সহযোগিতা করেছে।

- তারা বলে: কুরআন পূর্বেকার লোকদের কাহিনী। অন্যরা এসে মুহাম্মদকে এগুলো dictate করে যাচ্ছে।

অভিযোগকারীদের জবাবে আল্লাহ বলেন:

- কুরআনের ব্যাপারে তারাই মিথ্যা মনগড়া কথা বলে বেড়াচ্ছে।
- তাদের কথা বড়ই অন্যায় অবিবেচনা প্রসূত।
- কুরআন নাযিলের পূর্বে (চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো) মুহাম্মদ পড়া লেখা জানতেননা। হঠাত একরাত্রে তিনি এতো বড় মহাপন্ডিত ও মহাজ্ঞানী হয়ে যাবার স্বাভাবিক কোনো কারণ আছে কি?
- তিনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পড়ালেখা ও জ্ঞানচর্চার মধ্যে নিয়োজিত থাকলেই কেবল কুরআন তার রচিত বলে সন্দেহ করার সামান্য কারণ সৃষ্টি হতে পারতো।
- যারা কুরআনকে মুহাম্মদের রচিত বলে সন্দেহ করে, তাদেরকে কুরআনের মতো একটি সূরা হলেও রচনা করে দেখাতে বলা হয়।
- এ রচনার কাজে সমস্ত জিন ইনসানের সমবেত প্রচেষ্টাকেও স্বাগত জানানো হয়।
- কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত কুরআনের ছোট্ট কোনো সূরার মতো একটি সূরা রচনা করতেও ব্যর্থ হয়েছে।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে কুরআন রচনা করা সম্ভব নয়।
- এ কিতাব লওহে মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে।
- কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।
- জিবরিল আমিন মুহাম্মদ সা.-এর অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।
- পূর্ববর্তী নবিদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবেও কুরআনের উল্লেখ রয়েছে।
- কুরআন আল্লাহর নির্দেশের একটি রূহ।
- নবী হবার পূর্বে কুরআন (আল্লাহর কিতাব) এবং ঈমান সম্পর্কে মুহাম্মদের কোনো জ্ঞানই ছিলনা। কুরআন নাযিল করে আল্লাহ তাঁকে আলো দান করেছেন।
- কুরআনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো কথা ঢুকে পড়ার কোনো প্রকার সুযোগ (scope) নেই। সামনে পিছে সর্বদিক থেকে এটি মোহরাংকিত (sealed up)।
- কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা.-কে লোকেরা যতো অনর্থক কথাই বলছে, তাঁর পূর্বেকার রসুলদেরকেও একই ধরনের কথা বলেছে।
- যে দেশের (অর্থাৎ-আরবের) লোককে রসুল মনোনীত করা হয়েছে, সে দেশের (আরবি) ভাষায়ই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

- আরবি রসুলের প্রতি যদি অনারব ভাষায় কুরআন নাযিল করা হতো, তবে তারা (অবিশ্বাসীরা) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো।
- তখন তারা বলতো, রসুল আরবি ভাষার, অথচ কুরআন ভিনদেশী ভাষায়- সুতরাং এ কুরআন মানা যায়না।
- কুরআন মুমিনদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং চিন্তা ও চরিত্রের রোগ (ত্রুটি) নিরাময় (দূর) করে।
- যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা এবং বিবেক খাটায়না, তারা আসলে সত্যের ব্যাপারে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। সেজন্যেই তারা কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলছে।
- ইতোপূর্বে মূসাকেও কিতাব দেয়া হয়েছিল, তখনো সে কিতাব নিয়ে লোকেরা মতভেদ করেছিল। সুতরাং মতভেদ কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব না হবার প্রমাণ নয়।

● কুরআন শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শক

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ • يَهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ •

"আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলো (নবি মুহাম্মদ সা.) এবং একটি সত্য ও সঠিক পথ প্রকাশকারী কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর সন্তোষ সন্ধানকারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদের বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আর তাদের পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে (to the straight way)।" (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ১৫-১৬)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا •

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিকারী প্রমাণ (নবি মুহাম্মদ সা.), তাছাড়া

www.nagorikpathagar.org

আমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি একটি সুস্পষ্ট আলো (অর্থাৎ আল কুরআন)।" (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১৭৪)

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ •

"এটি (আল কুরআন) হচ্ছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সত্যায়িত প্রমাণ এবং সেই লোকদের জন্যে শাশ্বত গাইড ও অনুকম্পা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ২০৩)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ •

"আমি আমার রসুলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি আল কিতাব আর সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি, যাতে করে মানবজাতি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা ৫৭ আল হাদিদ: আয়াত ২৫)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ •

"এটি (আল কুরআন) মানবজাতির জন্যে একটি সুস্পষ্ট বিবরণ (Plain Statement) আর বিবেকের অনুসারীদের জন্যে একটি জীবনপদ্ধতি ও পথ নির্দেশ।" (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৩৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً •

আর আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি আল-কিতাব প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত, আর সেটি হলো একটি পথ নির্দেশ, একটি অনুকম্পা এবং একটি সুসংবাদ মুসলিমদের জন্যে।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৮৯)

এ আয়াতগুলোতে আল কুরআনের প্রকৃত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ যেনো কুরআনের জীবন্ত ছবি। এই আয়াতগুলো অনুযায়ী–

- কুরআন সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শক।
- কুরআন মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখায়।
- কুরআন আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানকারীদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনে।

www.nagorikpathagar.org

- কুরআন আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানকারীদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে।
- আল কুরআন এক সুস্পষ্ট আলো।
- কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সত্যায়িত প্রমাণ।
- কুরআন বিশ্বাসীদের জন্যে শাশ্বত গাইড।
- কুরআন বিশ্বাসীদের জন্যে একটি অতিবড় অনুকম্পা।
- কুরআন সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি।
- মানব জাতিকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করাই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।
- কুরআন একটি জীবন-পদ্ধতি, একটি পথ নির্দেশ।
- কুরআন এক অতিবড় অনুকম্পা ও সুসংবাদ।

● মেনে চলা ও অনুসরণ করার জন্যে কুরআন

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ أَجْرًا •

"এ (কুরআন) হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ (command), যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। অতএব যে-ই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় করে চলবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপন করবে, তার অপরাধসমূহ মুছে দেয়া হবে এবং সম্প্রসারিত (enlarge) করা হবে তার পুরস্কার।" (সূরা ৬৫ আত্‌তালাক: আয়াত ৫)

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ •

"আর আমাদের অবতীর্ণ এ কিতাব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই তোমরা এটিকে অনুসরণ করো, মেনে চলো এবং (এতে প্রদত্ত) নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় করো। আশা করা যায় এভাবেই তোমরা (আল্লাহর) অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হবে।" (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ১৫৫)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ •

"এভাবেই আমরা এ কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রায় হিসেবে। (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহর বিধানের জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছে যাবার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশি ও দাবির

অনুসরণ করো, তবে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে না কোনো অভিভাবক পাবে আর না কোনো রক্ষক।" (সূরা ১৩ আর রা'দ: আয়াত ৩৭)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ •

"অবশ্যি আমরা এ কুরআন বুঝার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছি। অতএব কে আছে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে?' (সূরা ৫৪ আল কামার: আয়াত ৪০)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ • ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ •

"যারা (আল্লাহর হুকুম) অমান্য করছে তাদের ধ্বংস নিশ্চিত। আর আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে দিয়েছেন। এমনটি এজন্যে করেছেন যেহেতু তারা মহান আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অনুসরণ করতে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের সমস্ত আমল ও কার্যক্রম নিষ্ফল বানিয়ে দিয়েছেন।" (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ: আয়াত ৮-৯)

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ •

"(হে মুহাম্মদ!) আমরা গোটা মানব সমাজের জন্যে এ মহাসত্য কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এখন যে ব্যক্তিই এতে প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে, তাতে সে নিজেরই কল্যাণ করবে।" (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ৪১)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا • فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا أَوْ كَفُوْرًا •

"(হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে (by stage)। অতএব, তুমি দৃঢ়তার সাথে তোমার প্রভুর নির্দেশ পালনে অটল থাকো। আর তাদের (সমাজের) মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য-অনুসরণ করোনা।" (সূরা ৭৬ আদ দাহার: আয়াত ২৩-২৪)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যে। মানুষের সৌভাগ্যের

www.nagorikpathagar.org

চাবিকাঠি হিসেবে। তিনি কুরআন নাযিল করেছেন যাতে করে মানুষ কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, যাতে করে মানুষ কুরআন মেনে চলে এবং অনুসরণ করে। এ আয়াতগুলোর সার কথা হলো-

- কুরআন হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ (command)।
- যারা আল্লাহর এই নির্দেশের ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের সম্প্রসারিত পুরস্কার দেয়া হবে।
- কুরআন মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি-যদি মানুষ কুরআন মেনে চলে এবং এর ভিত্তিতে জীবন যাপন করে।
- কুরআন মহাবিশ্বের একমাত্র কর্তৃপক্ষ মহান আল্লাহ প্রদত্ত রায়।
- কুরআন বাদ দিয়ে মানব রচিত নিয়ম-বিধি অনুসরণ করা মানে আল্লাহর অভিভাবকত্ব থেকে বিমুখ হওয়া।
- কুরআন বুঝা এবং এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা খুবই সহজ।
- আল্লাহর হুকুম অমান্য করা মানে নিজেকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করা।
- কুরআন অমান্যকারীদের সমস্ত কর্মতৎপরতা নিষ্ফল হবে।
- যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ করবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে।
- কুরআন ভাগে ভাগে নাযিল করা হয়েছে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নির্দেশের উপর অটল থাকার জন্যে।
- কুরআন অমান্যকারী পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অস্বীকার ও অমান্য করতে হবে।

● কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্যে

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا •

"অবশ্যি এ কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা পুরোপুরি সরল সুদৃঢ় ও সঠিক। তাছাড়া যেসব মুমিন যোগ্যতার সাথে সংস্কার-সংশোধনের কাজ করে কুরআন তাদের এ সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট শুভ প্রতিদান।" (সূরা ১৭ ইস্‌রাঃ আয়াত ৯)

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا •

"বড়ই বরকতওয়ালা সেই সত্তা, যিনি নিজ দাসের (মুহাম্মদের) প্রতি

www.nagorikpathagar.org

নাযিল করেছেন (সত্য-মিথ্যার) মানদন্ড (আল কুরআন), যাতে করে তা বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে।" (সূরা ২৫ আল ফুরকানঃ আয়াত ১)

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ •

"(হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব এজন্যে নাযিল করেছি, যেনো তুমি তাদের সামনে তাদের সমস্ত মতভেদের রহস্য উদঘাটন করে রাখো। আর এ কিতাব বিশ্বাসীদের জন্যে সঠিক পথ প্রদর্শক এবং অনুকম্পা।" (সূরা ১৬ আননহলঃ আয়াত ৬৪)

وَأُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ •

"(হে মুহাম্মদ!) বলোঃ ...... এ কিতাব আমার প্রতি অহি করা হয়েছে, যাতে করে আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং (ভবিষ্যতে এটি) যাদের কাছে পৌঁছবে-এ সবাইকে সতর্ক ও সাবধান করি।" (সূরা ৬ আল আন'আমঃ আয়াত ১৯)

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ •

"হে আমার রসূল! তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যে জিনিস নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি তা না করো, তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেনা। (এই পৌঁছে দেয়ার কাজে) আল্লাহ্ই তোমাকে মানুষের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন।" (সূরা ৫ আল মায়িদাঃ আয়াত ৬৭)

كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ •

"এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। অতএব এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করার কাজে তোমার অন্তরে যেনো কোনো প্রকার কুণ্ঠা সৃষ্টি না হয়। আর এ (গ্রন্থ) মুমিনদের জন্যে (সত্যের) স্মারক।" (সূরা ৭ আল আ'রাফঃ আয়াত ২)

www.nagorikpathagar.org

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ •

"আর এটিই আমার সরল-সঠিক পথ। অতএব এটিকেই অনুসরণ করো। এর বাইরের পথসমূহে চলোনা। সেসব পথে চললে, তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এটি হচ্ছে তোমাদের প্রভুর অসিয়ত (নির্দেশনামা), এর দ্বারা তোমরা ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা পাবে।" (সূরা ৬ আনআমঃ আয়াত ১৫৩)

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ

"এটি একটি কিতাব। তোমার প্রতি আমরা এটি নাযিল করেছি যাতে করে তুমি এর দ্বারা মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে বের করে আনতে পারো।" (সূরা ১৪ ইব্রাহিমঃ আয়াত ১)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ •

"আমার পক্ষ থেকে আল কিতাবে (কুরআনে) পরিষ্কার বিবরণ দেয়ার পরও যারা আমার নাযিল করা স্পষ্ট নির্দেশাবলি ও জীবন-পদ্ধতি (মানুষের কাছে প্রচার না করে) গোপন করে রাখে, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং সকল অভিশাপদানকারীদের অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।" (সূরা ২ আল বাকারাঃ আয়াত ১৫৯)

এই আয়াতগুলোর সার কথা হলো-

- একমাত্র কুরআনই মানুষকে সরল-সুদৃঢ় ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে।
- যেসব মুমিন কুরআন অনুযায়ী যোগ্যতার সাথে সংস্কার সংশোধনের কাজ করবে, তাদের জন্যে রয়েছে শুভ প্রতিদানের সুসংবাদ।
- কুরআন সত্য-মিথ্যার মানদন্ড।
- কুরআন বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্কবাণী।
- কুরআন মানুষের সকল মতভেদের রহস্য উদঘাটক।
- বিশ্বাসীরাই কুরআনের ভিত্তিতে সঠিক পথে চলতে সক্ষম হবে।
- কুরআন বিশ্বাসীদের জন্যে এক মহা অনুকম্পা।

- কুরআন দ্বারা সকল মানুষকে সতর্ক করার জন্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।
- পূর্ণ কুরআন মানুষের কাছে পৌঁছে (বুঝিয়ে) না দিলে এমনকি রসুলও তার দায়িত্ব পালন করেননি বলে ধরা হবে।
- যারা কুরআনের কাজ করে, তাদেরকে মানুষের দুষ্কৃতি ও দুরভিসন্ধি থেকে রক্ষা করা আল্লাহর দায়িত্ব।
- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার কাজে মনে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ জাগ্রত হওয়া মুমিনের কাজ নয়।
- কুরআন মুমিনদের জন্যে সত্যের স্মারক।
- কুরআনই আল্লাহ্ প্রদত্ত সঠিক সরল পথ।
- সুতরাং মানুষের উচিত কেবল কুরআনেরই অনুসরণ করা।
- আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কুরআনের বাইরের পথসমূহে পা বাড়াতে নিষেধ করছেন।
- যে কুরআন নির্দেশিত পথের বাইরে পা বাড়ালো, সে কুরআনের (আল্লাহ্‌র) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।
- কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র অসীয়তনামা। কেবলমাত্র এই অসীয়ত (নির্দেশাবলি) মেনে চললেই মানুষ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।
- মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে বের করে আলোতে আনার জন্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।
- আল কুরআন মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি ও নির্দেশাবলির সুস্পষ্ট বিবরণ।
- যারা কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলি ও জীবন পদ্ধতি মানুষের কাছে প্রচার না করে গোপন করে রাখবে, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।
- তাছাড়া যাদের কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন পদ্ধতির সন্ধান পায়নি এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলি জান্‌তে ও বুঝতে পারেনি, কিয়ামতের দিন তারা সমস্ত পথহারা মানুষের অভিশাপের কোপানলে নিপতিত হবে এবং (আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন-পদ্ধতি প্রচার না করার কারণে) অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং মানুষকে কুরআন জানানো, বুঝানো, কুরআন ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে উপদেশ দেয়া এবং কুরআনের নির্দেশাবলি অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা প্রত্যেক মুসলিমের সবচাইতে বড় দায়িত্ব।

www.nagorikpathagar.org

● আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মতো হুকুম-শাসন করো

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ •

"(হে মুহাম্মদ!) এটা নির্ঘাত সত্য যে আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ্‌র দেখানো সঠিক বিধান অনুসারে তুমি মানুষের মাঝে শাসন-ফায়সালা করতে পারো। আর তুমি বিশ্বাসঘাতক (treacherous) লোকদের পক্ষে ওকালতি করোনা।" (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১০৫)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ •

"অতএব তুমি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে তাদের মাঝে শাসন-ফায়সালা করো। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করোনা।" (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৪৯)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ •

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে শাসন-ফায়সালা করেনা, তারা কাফির।" (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৪৪)

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا •

"অতএব কিছুতেই কাফিরদের (হুকুম-শাসন মেনে নিয়ে তাদের) আনুগত্য করোনা। আর এই কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করো।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৫২)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا •

"আর সবাই মিলে শক্ত করে আল্লাহ্‌র রজ্জু (আল কুরআনকে) ধারণ করো, আর নিজেদের মধ্যে দলাদলিতে লিপ্ত হয়োনা।" (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো-

- আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে কুরআন অনুযায়ী শাসন-ফায়সালা করার জন্যে।
- নবি ও নবির অনুসারীদের জন্যে মহান আল্লাহর বিধান অমান্যকারী সীমালঙ্ঘনকারীদের পক্ষ নেয়া নিষিদ্ধ।
- মানুষের খেয়াল খুশি মতো রচিত আইন অনুসারে নয়, আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

অবতীর্ণ বিধান (কুরআন) অনুসারে মানুষের মাঝে শাসন-ফায়সালা করতে হবে।

- যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে শাসন-ফায়সালা করেনা, তারা কাফির।
- কাফিরদের শাসন মানা ও আনুগত্য করা নিষিদ্ধ।
- কাফিরদের কর্তৃত্ব খতম করে আল্লাহর বিধান চালু করার জন্যে সর্বাত্মক জিহাদ করতে হবে।
- মুমিনদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো আল্লাহর বিধান আল কুরআনকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরা।
- আল্লাহ্‌র বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলাদলিতে লিপ্ত হওয়া মুমিনদের কাজ নয়।

● **কুরআন বক্র নয়, সহজ ও হৃদয়স্পর্শী**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا •

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর দাসের প্রতি আল কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো প্রকার বক্রতার লেশমাত্র রাখেননি। বরং তাতে সরল-সঠিক-অকাট্য কথা বলে দিয়েছেন।" (সূরা ১৮ আল কাহাফ: আয়াত ১-২)

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ •

"যখন তারা এই রসুলের অবতীর্ণ বাণী শুনতে পায়, তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে উঠে: আমাদের প্রভু! আমরা মেনে নিলাম। আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে লিখে নাও।" (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৮৩)

● **কুরআন কারো সৌভাগ্য আর কারো দুর্ভাগ্যের কারণ**

طه • مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى • اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى •

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى • اَلرَّحْمٰنُ عَلَى

الْعَرْشِ اسْتَوٰى •

সূরা: ২০

"তোয়াহা! আমরা তোমার প্রতি এই কুরআন এজন্যে নাযিল করিনি

যে, তুমি এর দ্বারা বিপদে নিপতিত হবে। এ-তো আল্লাহভীরুদের জন্যে (সৌভাগ্যের) স্মারক। এটি অবতীর্ণ হয়েছে সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী আর মহাবিশ্ব। পরম করুণাময় তিনি, সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক।" (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ১-৫)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى • قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا • قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى • وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى •

"আর যে কেউ আমার 'যিকর' (অবতীর্ণ বিধান-কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ (অশান্তি ও অস্বস্তিকর), আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে: হে প্রভু! পৃথিবীতে তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে!' তিনি বলবেন: এভাবেই তোমার কাছে যখন আমার আয়াত (কিতাব) এসেছিল, তখন তুমি তা ভুলে থেকেছিলে; ঠিক সেরকমই আজ তোমার প্রতি তোয়াক্কা করা হয়নি। আমরা এরকমই প্রতিফল দিয়ে থাকি সেসব লোকদের, যারা (আমার বেঁধে দেয়া) সীমালঙ্ঘন করে এবং তাদের প্রভুর আয়াত (বিধান) অমান্য করে। আর আখিরাতের আযাব তো আরো অনেক কঠোর এবং স্থায়ী।" (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ১২৪-১২৭)

● কুরআন অমান্যকারী ও বিরোধিতাকারীদের করুণ পরিণতি

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ • قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ •

"কিয়ামতের দিন ফায়সালা হয়ে যাবার পর) অমান্যকারীদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সেখানে পৌঁছামাত্র জাহান্নামের দুয়ারসমূহ খুলে যাবে। তখন জাহান্নামের রক্ষীবাহিনী (বিস্ময়ের সাথে) তাদের জিজ্ঞেস করবেঃ কী ব্যাপার, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি বাণী বাহকগণ যাননি? তাঁরা কি তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পেশ করেননি, শুনাননি? আর এই বিচার দিনের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করেননি?' অমান্যকারীরা বলবেঃ হ্যাঁ, শুনিয়েছিলেন এবং সতর্কও করেছিলেন (কিন্তু আমরা মানি নাই)!'- এই স্বীকৃতি তাদের কোনো কাজে আসবেনা, তখনতো আল্লাহর দন্ড তাদের উপর নির্ধারিত হয়েই গেছে। তখন তাদের বলা হবেঃ প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে। এখন থেকে চিরকাল এই শাস্তির মধ্যেই পড়ে থাকবে। দাম্ভিকদের আবাস কতোইনা নিকৃষ্ট!" (সূরা ৩৯ যুমারঃ আয়াত ৭১-৭২)

حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِم بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْأَرُوْنَ • لَا تَجْأَرُوْا
الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ • قَدْ كَانَتْ اٰيَاتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ • مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ •

"অবশেষে আমরা যখন তাদের মধ্যকার বিলাসী লোকগুলোকে কঠিন শাস্তির যাঁতাকলে বন্দী করে ফেলবো, তখন তারা উঁচু স্বরে ফরিয়াদ করতে শুরু করবে। (তাদের বলা হবেঃ) বন্ধ কর্ তোদের আর্তনাদ, আজ কিছুতেই আমাদের পক্ষ থেকে তোদের কোনো সাহায্য করা হবেনা। কারণ, (পৃথিবীর জীবনে) তোদের কাছে যেই মাত্র আমার আয়াত পেশ করা হতো, তোরা তার প্রতি কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করে অহংকারের দাপটে তা প্রত্যাখ্যান করতিস্ আর আড্ডাখানায় গিয়ে (আমার আয়াত) সম্পর্কে কটূক্তি করতিস্ (এখন ভোগ কর্ তারই পরিণতি)।" (সূরা ২৩ আল মুমিনূনঃ আয়াত ৬৪-৬৭)

English Translation: Until when We seize their affluent ones with punishment, at once they are crying [to Allah] for help. Do not cry out today. Indeed, by Us you will not be helped. My verses had already been recited to you, but

you were turning back on your heels. In arrogance regarding it, conversing by night, speaking evil.

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ •

"যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ ও পরাজিত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্য রয়েছে দু:সহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা ৩৪ সাবা: ৫)

● কুরআন কিছু কিছু করে নাযিল করার কারণ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا •

"কাফিররা (অভিযোগ করে) বলে: এই ব্যক্তির প্রতি পুরো কুরআন একবারেই নাযিল করা হলোনা কেন? – হ্যাঁ, আমরা এমনটি এ জন্যে করেছি যাতে করে এটিকে (কুরআন) তোমার মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিই। এ উদ্দেশ্যেই আমরা এটিকে কিছু কিছু করে একের পর এক নাযিল করেছি।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৩২)

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا •

"আর এ কুরআনকে আমরা কিছু কিছু করে নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি তা বিরতি দিয়ে দিয়ে লোকদের বুঝাও। আর এ জন্যে আমরা এটিকে (পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী) পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।" (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ১০৬)

● কুরআন পাঠ ও শুনার সময় করণীয়

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ •

"যখনই কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে, তখন অবশ্যি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চেয়ে নিও।" (সূরা ১৬ আননহল: আয়াত ৯৮)

বিখ্যাত তফসির তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতটির নিম্নরূপ তফসির লেখা হয়েছে: "এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর

প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভুল ও অনর্থক সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়া যাবেনা। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে তার সঠিক আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা বাহির থেকে আমদানী করা চিন্তার মিশ্রণে কুরআনের শব্দাবলির এমন অর্থ করা যাবেনা, যা আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই সংগে মানুষের মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত থাকতে হবে যে, মানুষ যাতে কুরআন থেকে কোনো পথনির্দেশনা লাভ করতে না পারে সেজন্যে শয়তান সবচেয়ে বেশি তৎপর থাকে। একারণে মানুষ যখনি এ কিতাবটির দিকে ফিরে যায়, তখনি শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেবার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। তাই এ কিতাবটি অধ্যয়ন করার সময় মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে, যাতে করে শয়তানের প্ররোচনা ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে এ হিদায়াতের উৎসটির কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। কারণ যে ব্যক্তি এখান থেকে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারেনি সে অন্য কোথা থেকেও সৎপথের সন্ধান পাবেনা। আর যে ব্যক্তি এ কিতাব থেকে ভ্রতা ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিস তাকে বিভ্রান্তি ও ভ্রতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেনা।

এ আয়াতটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এমনসব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যেগুলো মক্কার মুশরিকরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করতো। তাই প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে, কুরআনকে তার যথার্থ আলোকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেখতে পারে, যে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে সজাগ-সতর্ক থাকে এবং তা থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্যে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। অন্যথায় শয়তান কখনো সোজাসুজি কুরআন ও তার বক্তব্যসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ মানুষকে দেয়না।”

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ •

"যখন তোমাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয়,তখন তা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরব থাকো। এভাবেই তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হতে পারে।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ২০৪)

• কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহর

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ •

"আমরা 'আয যিক্‌র' (আল কুরআন) নাযিল করেছি। আর আমরাই একে হিফাযত করবো।" (সূরা ১৫ আল হিজর: আয়াত ৯)

• মানুষ ক্রমেই কুরআন সত্য হবার অকাট্য প্রমাণ দেখতে পাবে

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ •

"আমরা মানুষকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাতে থাকবো মহাবিশ্বে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, এমনকি তাদের কাছে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই কুরআন একেবারেই সত্য। তোমার প্রভু সম্পর্কে কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী?" (সূরা ৪১ হামীম আস্ সাজদা/ ফুস্সিলাত: ৫৩)

English Translation: We will show them Our Signs in the universe and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. But is it not sufficient concerning your Lord that He is, over all things, a Witness? (Al-Quran: 41:53)

• • •

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে আনার প্রয়োজন নেই। কুরআন নিজেই নিজের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। যার ঘাড়ে মাথা আছে, আর সে মাথায় সুস্থ মস্তিষ্ক আছে- এমন কোনো পাঠকের পক্ষে কুরআনের সত্যতা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি এবং হবেওনা।

আর যেহেতু কুরআন আল্লাহর বাণী হবার বিষয়টি সপ্রমাণিত ও সুপ্রমাণিত, সেজন্যে মানবজাতির কাছে কুরআনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম গ্রন্থ ও বাণী, সে সম্পর্কেও কোনো প্রকার দ্বিধা সংশয় থাকার অবকাশ নেই। কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক অনেক অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থান করা হয়েছে। তবে এ প্রসংগে রসুলুল্লাহ সা.-এর দুটি বাণী উল্লেখ করতে চাই। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন:

• فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَآئِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهٖ

"সকল কথার উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব।" (তিরমিযি)

অপর একটি ভাষণে তিনি বলেছেন:

• خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ

"সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব।" (সহিহ মুসলিম)

এখানে আমরা রসুলুল্লাহ সা.-এর এমন কতিপয় হাদিস উল্লেখ করবো, যেগুলোতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য এবং কুরআনের ব্যাপারে উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

• কুরআন উত্থান পতন ঘটায়

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ •

"উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাঁর এই কিতাব (আল কুরআন) দ্বারা কিছু লোককে উপরে উঠান আর কিছু লোককে নামিয়ে দেন নিচে।" (সহিহ মুসলিম)

হাদিসে উল্লেখিত اَقْوَامًا শব্দটি قَوْمٌ শব্দের বহুবচন। এর দ্বারা ব্যক্তিও বুঝায়, জাতিও বুঝায়। এখানে উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

কুরআন দ্বারা কাউকেও উপরে উঠানো আর কাউকেও নিচে নামানো মানে- যারা কুরআনকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করবে, কুরআন তাদেরকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও জাতির আসনে সমাসীন করে দেবে। পক্ষান্তরে যারা কুরআনকে আল্লাহর কিতাব জেনেও তা মেনে চলবেনা এবং প্রতিষ্ঠিত করবেনা, কুরআন তাদেরকে অধপতিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

যেমন বনি ইসরাঈল যখন আল্লাহর কিতাব মেনে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তখন তারা নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। আবার যখন তারা আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দূরে সরে যায়, তখন তারা অধঃপতিত লাঞ্ছিত হয়ে যায়।

আল্লাহর কিতাব আল কুরআনও উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে একই আচরণ করে। কুরআন তাদেরকে উঠিয়েছে, নামিয়েছে, আবারও উঠাতে পারে।

● কুরআনের বিধান মেনে চলো

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَاسْتَظْهَرَهٗ فَأَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ •

"আলী রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে, কুরআনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করেছে আর কুরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْرِبُوْا الْقُرْاٰنَ، وَاتَّبِعُوْا غَرَآئِبَهُ وَغَرَآئِبُهُ فَرَآئِضُهُ وَحُدُودُهُ •

"আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা পরিষ্কারভাবে কুরআন পাঠ করো এবং কুরআনের গারায়িব অনুসরণ করো। আর কুরআনের গারায়িব মানে- কুরআনে বর্ণিত বিধি বিধান-হুকুম আহকাম। (বায়হাকি)

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ •

"সুহাইব রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষিত বিষয়কে সিদ্ধ ও বৈধ করে নিয়েছে, সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।" (তিরমিযি)

- এই হাদিসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেলো, কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং কুরআন পাঠ করার মানেই হলো- কুরআনে প্রদত্ত বিধি বিধান মান্য করা এবং কুরআনের বিধানকে বিজয়ী করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালানো। এমনটি যে করেনা, বাস্তবে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।

- **কুরআন আঁকড়ে ধরো**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالَ: اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন: আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন তোমরা এ দুটোকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততোদিন তোমরা বিভ্রান্ত বিপথগামী হবেনা। সে দু'টি জিনিস হচ্ছে (১) আল্লাহর কিতাব এবং (২) তাঁর রসুলের সুন্নাহ।" (মুসনাদে আহমদ এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থাবলি)

عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنِ طَرَفَهُ بِيَدِ اللهِ، وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوْا بِهِ؛ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا، وَلَنْ تَهْلَكُوْا بَعْدَهُ أَبَدًا •

“আবু শুরাইহ্ রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসুলুল্লাহ সা. বেরিয়ে আসেন আমাদের মাঝে, ... তিনি আমাদের বলেন: এই কুরআন আল্লাহ্র মজবুত রজ্জু। এর এক প্রান্ত আল্লাহ্র হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। তোমরা যদি একে শক্ত করে ধরো, তবে কখনো বিভ্রান্ত এবং ধ্বংস হবেনা।” (আত্ তারগিব ওয়াত তারহিব)

- এ দুটো হাদিস একই মর্ম সম্বলিত। বলা হয়েছে-মুমিনরা কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরলে কখনো বিভ্রান্ত কিংবা ধ্বংস হবেনা।

- কুরআনকে আঁকড়ে ধরার মানে-কুরআন বুঝা, মেনে নেয়া, মেনে চলা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনের হুকুম বিধানকে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করা। কখনো কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়া।

- **কুরআন নিয়ে দাঁড়াও**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ •

“উমরের পুত্র আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। তারা হলো: (১) ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন (এর জ্ঞান) দান করেছেন, অতপর সে রাতদিন কুরআন নিয়ে দাঁড়ায়। (২) আর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, অতপর সে রাতদিন তা থেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে) দান করে।” (বুখারি ও মুসলিম)

عَنْ اَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ تَعَلَّموا القرآنَ فأقرؤهُ فإنَّ مَثَلَ القُرآنِ لِمنْ تَعَلمَ فَقَرأ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكاً تَفُوْحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوفِه كَمَثَلِ جِرابٍ اُوْكِيَ على مِسْكٍ •

“আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: কুরআনের জ্ঞানার্জন করো, অতপর তা পাঠ করে মানুষকে শুনাও। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানার্জন করে, কুরআন পড়ে শুনায় এবং কুরআন নিয়ে দাঁড়ায়, তার উপমা হলো সুগন্ধ-মিশ্কের উন্মুক্ত

www.nagorikpathagar.org

কৌটা-যা প্রতিনিয়ত চারিদিকে সৌরভ ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানার্জন করে তা স্মৃতিতে নিয়ে শুয়ে থাকে, তার উপমা হলো সুগন্ধির সে কৌটা যার মুখে মজবুতভাবে ছিপি লাগানো রয়েছে। (তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

- কুরআন নিয়ে দাঁড়ানো মানেঃ

১. কুরআনের ভিত্তিতে চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটানো,
২. কুরআনের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন করা,
৩. কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করা,
৪. মানুষের কাছে কুরআনের আহ্বান পৌঁছানো,
৫. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া,
৬. কুরআনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উত্থিত হওয়া, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া,
৭. দিনে-রাত্রে সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করা।

- প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে, যিনি কুরআন নিয়ে দাঁড়ান তিনিই প্রকৃত ঈর্ষার পাত্র। কুরআন শিখা এবং কুরআন নিয়ে দাঁড়ানোর চাইতে বড় কোনো কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে নেই। তাই কুরআন নিয়ে দাঁড়ানোই একজন মুমিনের সবচে' বড় কাজ হওয়া উচিত। যিনি এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করেন, তিনিই ঈর্ষার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। কারো কোনো কাজে ঈর্ষা করা মানে-সে কাজে তার মতো হওয়া বা তাকে ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছা করা। যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন এবং কুরআন নিয়ে দাঁড়ান, তাকে নিয়ে ঈর্ষা করা জায়েয, বরং কর্তব্য।

- দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে, যিনি কুরআন নিয়ে দাঁড়ান তিনি মূলত সমাজে সুগন্ধি ছড়ান। অর্থাৎ তিনি কুরআন বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

- যে ব্যক্তি কুরআন শিখে তা নিয়ে দাঁড়ায়না, তার ঐ শিক্ষা মূল্যহীন-একথা হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

● কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও শিক্ষাদান করার কল্যাণ

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ •

"উসমান রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে

www.nagorikpathagar.org

সর্বোত্তম সে, যে কুরআনের জ্ঞানার্জন করেছে এবং তা অন্যদের শিক্ষা দিয়েছে।" (সহিহ বুখারি)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلآئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ•

"আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: যখনই কিছুলোক আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরকে দরস (শিক্ষা) প্রদান করে, তখন অবশ্যি তাদের প্রতি নেমে আসে প্রশান্তি, তাদের প্রতি বর্ষিত হতে থাকে আল্লাহর রহমত, ফেরেশতারা ডানা বিস্তার করে দেয় তাদের দিকে আর আল্লাহ তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁর কাছে যারা থাকে তাদের সাথে।" (সহিহ মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: কুরআনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মর্যাদাবান পূত লেখকদের (ফেরেশতাদের) সমমর্যাদার অধিকারী হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

- এই হাদিসগুলোতে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার।
২. মানুষকে কুরআন শিক্ষাদান করার এবং
৩. কুরআনের বিশেষজ্ঞ হওয়ার।

● কুরআনের বাহকরা শ্রেষ্ঠ মানুষ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ•

www.nagorikpathagar.org

"আব্বাসের পুত্র (আব্দুল্লাহ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম লোক হলো কুরআনের বাহক আর রাতের সাথিরা।" (বায়হাকি)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ مِنْ أَهْلِ اللهِ وَخَاصَّتِهِ •

"আনাস রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: কুরআনের আহলরাই আল্লাহ্‌র আহল। (নাসায়ী)

এই দুটি হাদিসে উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ লোকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্‌র আপনজনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে:

- বলা হয়েছে কুরআনের বাহকরাই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

- 'কুরআনের বাহক' হলো সেইসব লোক,
ক. যারা কুরআনের জ্ঞানার্জন করে এবং তা মস্তিষ্কে বহন করে,
খ. যারা মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়,
গ. যারা কুরআন প্রচার করে এবং কুরআনের দিকে আহ্বান জানায়,
ঘ. যারা কুরআনের জীবন-পদ্ধতি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং এটাকেই জীবনোদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়।

- 'আহল' মানে- ওয়ালা, উপযুক্ত, পরিবার, বাহক।

- 'কুরআনের আহলরাই আল্লাহর আহল' মানে- কুরআনওয়ালা লোকেরা বা কুরআনের বাহকরাই আল্লাহওয়ালা লোক। তারা আল্লাহর পরিবার বা আপনজন। তারা আল্লাহর নিজের লোক। তারাই আল্লাহকে পাওয়ার উপযুক্ত লোক। সুতরাং তারাই উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক।

● কুরআন মুক্তির দিশারি

عَنْ أَبُوْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَقْرَؤُوْا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّه يَأْتِي يَومَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهٖ •

"আবি উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে

www.nagorikpathagar.org

শুনেছি: তোমরা কুরআন পাঠ করো। কিয়ামতের দিন কুরআন তার সাথিদের জন্যে সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। (সহিহ মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: اِنَّ هَذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدُبَةُ اللهِ. فَأَقْبَلُوْا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَاِنَّ هَذَا الْقُرْاٰنَ هُوَ حَبْلُ اللهِ. وَهُوَ النُّوْرُ الْمُبِيْنُ. وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ. عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ. وَنَجَاةٌ مَنْ تَبِعَهُ •

“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন: অবশ্যি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে (উপাদেয় আত্মিক খাদ্যের) দস্তরখান। তাই তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর দস্তরখান থেকে (জ্ঞান তথা আত্মিক খাবার) গ্রহণ করো। অবশ্যি এই কুরআন আল্লাহ্র রজ্জু, পরিচ্ছন্ন আলো এবং কল্যাণময় প্রতিকারক। যে কুরআনকে শক্ত করে ধরবে কুরআন তাকে রক্ষা করবে। যে তাকে অনুসরণ করবে, সে তার জন্যে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির উপায় হবে।” (হাকিম)

- কুরআন মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং যারা এই জীবনে কুরআন পড়বে, বুঝবে, অনুসরণ করবে এবং কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, পরজীবনে কুরআন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে, তাদের মুক্তির জন্যে সুপারিশ করবে।

● **বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্ত করুন**

عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللّه عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "إنَّ الَّذي لَيس في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ كالبيتِ الخَرِبِ" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

“ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: ঐ ব্যক্তির অবস্থা হলো জনমানবহীন বিরান ঘরের মতো, যার স্মৃতিতে আল কুরআনের কোনো অংশ নেই।” (তিরমিযি)

- কুরআন মুমিনের সর্বক্ষণের সাথি হওয়া উচিত। কারণ, কুরআনই তো মুমিনের জীবন যাপনের গাইড বুক।

www.nagorikpathagar.org

- তাছাড়া মুমিনকে সবসময় তার নামাযে কুরআন পাঠ করতে হয়।
- মানুষের কাছে কুরআনের আহ্বান পৌঁছানো এবং মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া মুমিনের অবশ্য কর্তব্য কাজ।
- এসব কারণে একজন মুমিনের জন্যে কুরআন বুঝা যেমন অবশ্য কর্তব্য কাজ, তেমনি কুরআনকে স্মৃতিতে ধারণ করাও তার জন্যে অতীব জরুরি। এজন্যে স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী:

ক. আপনি ইচ্ছা করলে গোটা কুরআন মুখস্ত করে নিতে পারেন।

খ. অথবা যতোটা সম্ভব মুখস্ত করে নিতে পারেন।

গ. কিংবা বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্ত করে নিতে পারেন।

ঘ. অথবা ছোট ছোট সূরাগুলো মুখস্ত করে নিতে পারেন।

ঙ. যখন যে আয়াত হৃদয় স্পর্শ করে, তখন সে আয়াত হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারেন।

- যেভাবে সুবিধা কুরআন মুখস্ত করুন, মুখস্ত করা জারি রাখুন, আজীবন মুখস্ত করতে থাকুন।
- মুখস্ত অংশগুলো নামাযে পাঠ করুন, নামাযের বাইরে পাঠ করুন এবং মানুষকে শুনাবার জন্যে পাঠ করুন।
- মুখস্ত অংশগুলো সবসময় পাঠ না করলে ভুলে যাবার আশংকা থাকে।

• • •

www.nagorikpathagar.org

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا •

"(রহমানের প্রিয় দাস তো তারাই....) যাদেরকে তাদের প্রভুর আয়াত পেশ করে সতর্ক করা হলে তারা অন্ধ ও বধিরের মতো পড়ে থাকেনা।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৭৩)

And those who, when reminded of the verses of their Lord, do not fall upon them deaf and blind. (Al Quran 25:73)

• কুরআন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ

পৃথিবীতে যতো গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে কুরআন সর্বাধিক পঠিত। পৃথিবীতে যতো ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আছে, সেসব ধর্মের সকল অনুসারীর জন্যে ধর্মগ্রন্থ পড়া জরুরি নয়। কোনো কোনো ধর্মে তো সাধারণ অনুসারীদের জন্যে ধর্মগ্রন্থ পড়া এবং স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। সেসব ধর্মে ধর্মগ্রন্থ চর্চার অধিকার কেবল বিশেষ শ্রেণীর পুরোহিতদের জন্যেই সংরক্ষিত।

ইসলামের অবস্থা এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোনো ধর্ম নয়। বরং ইসলাম মানুষের জন্যে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও উৎস হলো- আল কুরআন।

ইসলামে সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ থেকে নিয়ে একজন সাধারণ মুসলিম পর্যন্ত সকলের জন্যে ইসলামের বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সমানভাবে অনুসরণীয়। সেজন্যে ইসলাম তার মূল উৎস আল কুরআনকে বিশেষ এবং নির্বিশেষ সকল মুসলিমের জন্যে অবশ্য পাঠ্য করে দিয়েছে।

তাই, কুরআন অবতীর্ণের সূচনা থেকে নিয়ে সর্ব যুগেই একেবারে সাধারণভাবে মসুলিমরা কুরআন শিখছে, কুরআন পড়ছে, কুরআন তিলাওয়াত করছে অবিরত।

www.nagorikpathagar.org

- মুসলিমদের ঘরে ঘরে দিনরাত কুরআন পাঠ হয়।
- সারা বিশ্বে তারা কুরআনের পাঠ শিখ্ছে-শিখাচ্ছে।
- কুরআন হিফ্য করে স্মৃতিতে ধারণ (memorize) করছে।
- পাঠ শিখছে, হিফ্য করছে শিশু-কিশোররা, তরুণ-তরুণীরা, যুবক-যুবতীরা এবং বয়স্করাও।
- পাঁচ বেলা বাধ্যতামূলক (obligatory) নামায ছাড়াও মুসলিমরা পড়ছে নফল বা ঐচ্ছিক (optional) নামায। সকল নামাযের প্রতি রাকাতেই তাদের জন্যে কুরআন পাঠ করা বাধ্যতামূলক। তাই দিনরাত মুসলিমরা নামাযে কুরআন পাঠ করছে।
- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন পড়ানো হয়, পড়া হয়।
- মসজিদ, মকতব, মাদ্রাসা সর্বত্র কুরআন পাঠ, শিক্ষা ও চর্চা হয়।
- মুসলিমরা কোনো অনুষ্ঠানে মিলিত হলে কুরআন পাঠ করেই অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করে।
- তারা কুরআনের কিরাত (পাঠ) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
- তারা কুরআনের দরস ও তফসির মাহফিলের আয়োজন করে।
- আধুনিককালে Audio, Vedio, CD ইত্যাদি আবিষ্কার হবার কারণে ঘরে ঘরে, অফিসে-আদালতে, যানবাহনে সর্বত্র প্রচার হচ্ছে কুরআনের পাঠ, কুরআনের তিলাওয়াত।
- এভাবে বিশ্বময় প্রতি মুহূর্তে পঠিত হচ্ছে আল কুরআন।
- বিশ্বে এতো বিপুল-ব্যাপক পঠন-পাঠন আর কোনো গ্রন্থের নেই, আর কোনো বই কিতাবের নেই।
- এমন কোনো মুহূর্ত নেই, যখন বিশ্বের আনাচে কানাচে ধ্বনিত হয়না কুরআনের পাঠ।
- আধুনিক বিশ্বে শুধু মুসলিমরাই নয়, অমুসলিমরাও পাঠ করে দেখছে আল কুরআন। গবেষণা করছে আল কুরআন।

● কুরআন পাঠ করার মানে কি?

হ্যাঁ, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন পাঠ করার অর্থ কী?-এ বিষয়ে কিছু লোকের মধ্যে সংশয় রয়েছে। কিছু লোকের মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি। অনারব এবং আরবি ভাষা জানেনা- এমন লোকদের মধ্যেই এ বিভ্রান্তি বেশি কাজ করছে।

প্রশ্ন : ৪০

রসুলুল্লাহ সা., সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং তাবেয়ীগণের যুগে এ

www.nagorikpathagar.org

বিভ্রান্তি ছিলনা। এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী কালে। এ বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে লোকেরা আমাদের কালে। এ বিভ্রান্তিতে বিশেষ করে ডুবে আছে বাংলাদেশের মুসলিমরাও। এই বিভ্রান্ত লোকেরা নানা রং-এর, নানা ঢং-এর।

- এদের কিছু লোক মনে করে- কুরআন পাঠ করা জরুরি বটে, তবে এ জন্যে কেবল উচ্চারণগত পাঠ শিখাই যথেষ্ট, ভাষা এবং বক্তব্য জানার প্রয়োজন নেই।

- কিছু লোক মনে করে, যেহেতু কুরআন তিলাওয়াত (পাঠ) করলে সওয়াব হয়, তাই তিলাওয়াত করা, কিংবা বেশি বেশি তিলাওয়াত করাতেই লাভ, অর্থ ও মর্ম বুঝার কোনো প্রয়োজন নেই।

- কিছু লোক মনে করে- কুরআন বুঝা এবং বুঝানোর দায়িত্ব আলিম-উলামার। অন্যরা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অন্যদের জন্যে অবুঝ পাঠই যথেষ্ট।

- কিছু লোক মনে করে- মহাজ্ঞানী মুফাসসিররা(!) ছাড়া অন্যদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। বুঝার চেষ্টা করলেই বিভ্রান্তিতে পড়বে। তাই সাধারণভাবে এ লোকেরা মানুষকে কুরআনের অর্থ ও তফসির পড়তে এবং কুরআন বুঝার চেষ্টা করতে নিষেধ করে থাকে। এরাও শুধু অবুঝ পাঠের প্রতিই গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

আফসোসের বিষয়, এসব বিভ্রান্তিকর ধারণা কেবল সাধারণ নিরক্ষর লোকদের মধ্যেই বিরাজ করছেনা বরং-

- এমন লোকেরাও এসব ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছেন, যারা বিদেশী ভাষায় জটিল জটিল গ্রন্থ পাঠ করে সাধারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, প্রকৌশল, কারিগরি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এবং বাণিজ্যসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় বড় বড় ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন এবং কর্মরত আছেন।

- আরো দুঃখের বিষয় যে, এমন লোকেরাও এসব ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত আছেন, যারা দীনি মাদ্‌রাসায় পড়ালেখা করেছেন, শিক্ষকতা করছেন, দীনের বাতি তথা আলিম-উলামা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

হে শিক্ষিত সমাজ! আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করছি, সত্যি করে বলুন দেখি- কোনো কিছু পাঠ করার অর্থ কি বক্তব্য না বুঝে

ভাষা উচ্চারণ করা? অর্থ না বুঝে শব্দ উচ্চারণ করা?

আপনারা তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় কতো কতো বিদেশী ভাষার বই পড়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং আরো উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। এখনো পড়ছেন কতো বই, কতো ম্যানুয়েল। এসব বই, এসব গ্রন্থাবলি কি আপনারা শুধু অবুঝ উচ্চারণ করে পাঠ করেছেন? এমনটিই কি আপনারা করেন? নাকি প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পয়েন্ট এবং প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে বুঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করেন এবং করেছেন?

নি:সন্দেহে, আপনারা বিদেশী ভাষায় যে বই-ই পড়েছেন সেটাকে অবশ্যি বুঝে বুঝে, মর্ম উপলব্ধি করে করে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুধাবন করে এবং পরিষ্কার ধারণা অর্জন করে পড়েছেন। আর নিঃসন্দেহে 'পড়া' বা 'পাঠ করার' অর্থ এটাই বুঝেছেন।

আমি, আপনি, আমরা সবাই আমাদের পাঠ্য বই, আমাদের কোর্সের বই, আমাদের কর্মক্ষেত্রের গাইড বই, ম্যানুয়েল, আমাদের বিধিমালার বই, আমাদের দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র, কোটেশন, ইত্যাদি যা-কিছুই আমরা পাঠ করিনা কেন- এই পাঠ করার অর্থ অবশ্যি আমরা জানা-বুঝা ও অনুধাবন-উপলব্ধি করাই বুঝি, আর এসব কিছুই আমরা জেনে বুঝে এবং অনুধাবন-উপলব্ধি করেই পাঠ করি।

আমরা এ জন্যেই পাঠের অর্থ এমনটি মনে করি এবং এভাবে পাঠ করি- যেহেতু আমরা একথা ভালোভাবেই জানি যে-

- না বুঝে পাঠ করলে আমি পাশ করবোনা,
- অবুঝ পাঠ দ্বারা আমি প্রতিযোগিতায় টিকবোনা,
- না বুঝে পাঠ করলে আমি কৃতকার্য হবোনা,
- না বুঝে পাঠ করলে আমি আমার কর্মক্ষেত্রের নিয়মকানুন জানবোনা,
- অবুঝ পাঠ দ্বারা আামি আমার অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য জানবোনা,
- অবুঝ পাঠ দ্বারা আমি বঞ্চিত হবো, ব্যর্থ হবো,
- অবুঝ পাঠ দ্বারা আমি আমার কর্ম প্রক্রিয়া জানতে পারবোনা এবং
- অবুঝ পাঠ দ্বারা আমি উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করতে পারবোনা।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের কাছে কোনো বই পড়া বা পাঠ করার অর্থ হলো এটা। অথচ আল্লাহ্‌র বাণী– আল্লাহ্‌র কিতাব, আল কুরআন পাঠ করার অর্থ মনে করি আমরা- 'অবুঝ পাঠ'।

হে শিক্ষিত সমাজ! আপনাদের যুক্তি-বুদ্ধি, আপনাদের বিচার-বিবেচনা এবং জ্ঞান-গরিমা কি এই আবিচারকে সঠিক মনে করে? আমরা কি সব ধরনের বই পুস্তকের প্রতি সুবিচার করবো, আর শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি করে যাবো অবিচার?

প্রকৃত ব্যাপার হলো, পড়া মানেই বুঝে পড়া, আর পাঠ করা মানেই বুঝে পাঠ করা।

কিন্তু অজ্ঞতা, গোঁড়ামি এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আজ একদল মুসলমান এই মহাসত্যকে নির্লজ্জভাবে বিকৃত করে নিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে-

'সকল ক্ষেত্রেই পাঠ করা মানে বুঝা, অনুধাবন করা এবং মেনে চলা, তবে কুরআন ছাড়া।"

কী অদ্ভুত ব্যাপার!

● **কেস্ স্টাডি: সিদ্দীক আলীর ছেলের টেলিগ্রাম**

সিদ্দীক আলী চাঁদপুরের একজন নিরক্ষর কৃষক। তিনি পড়তে জানেননা এবং কোনো প্রকার অক্ষর জ্ঞান তাঁর নেই। কিন্তু তিনি পড়ার অর্থ জানেন। কিছুদিন পূর্বে জমি-জমা বিক্রি করে ছেলে আতর আলীকে ইতালি পাঠিয়েছেন অর্থ উপার্জনের জন্যে।

এয়ারপোর্ট থেকে উড়োজাহাজে উঠার পর ছয় মাস পার হলো, আজ পর্যন্ত আতর আলীর কোনো চিঠিপত্র বা খোঁজ খবর আসেনি। ছেলে সহি সালামতে ইতালি পৌছলো কিনা? ভালো আছে কিনা? নিরাপদে আছে কিনা? যে চাকরির কথা দিয়ে তাকে নেয়া হয়েছে সে চাকরি সে পেলো কিনা? ছেলে কোনো বিপদে পড়েনিতো? কোনো অকল্যাণ হয়নি তো ওর?- এ ধরনের নানা চিন্তা-দুশ্চিন্তায় সিদ্দীক আলী শোকে কাতর। ছেলের মা মানসূরা বেগম ছেলের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে ক'দিন থেকে খানা-পিনাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। সিদ্দীক আলী প্রায় দিনই পোস্ট অফিসে যান। ছেলের চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাম এলো কিনা- খোঁজ খবর নেন।

ছেলের খবর জানার জন্যে সিদ্দীক আলী এখানে যান, ওখানে যান।

www.nagorikpathagar.org

এর কাছে দৌড়ান ওর কাছে দৌড়ান। কিন্তু কোথাও কোনো খবর পাননা। মানসূরা বেগম যাকে পান, তাকে জড়িয়ে ধরেই ছেলের কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু না, কেউই আতর আলীর সঠিক কোনো খবর দিতে পারেনা। বিভিন্নজন আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন কথা বলে সিদ্দীক আলী ও মানসূরা বেগমকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা সান্ত্বনা পান্না।

সিদ্দীক আলী বরাবরের মতো আজও গরু, লাঙ্গল, জোয়াল নিয়ে জমি চাষ করতে এসেছেন। গরু লাঙ্গল টানছে। সিদ্দীক আলীর মাথায় ছেলের চিন্তা। তবু লাঙঁল চেপে ধরে আছেন।

হঠাত এক লোক এসে জিজ্ঞেস করে- 'এই ভাই'! এ বাড়িতে সিদ্দীক আলী কে? সিদ্দীক আলী হতচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে- ডাক পিয়ন। বলেঃ আমি সিদ্দীক আলী, কী খবর, কী খবর!

ডাক পিয়নঃ আতর আলী কে?

সিদ্দীক আলীঃ আমার ছেলে! কী খবর আমার ছেলের?

ডাক পিওনঃ এই নিন আপনার ছেলের টেলিগ্রাম এসেছে।

টেলিগ্রামের খামটি সিদ্দীক আলীর হাতে দিয়ে ডাক পিয়ন চলে গেলো। এতে দুঃসংবাদ আছে, নাকি সুসংবাদ- এই চিন্তায় সিদ্দীক আলী কয়েক মুহূর্ত হতবাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর চোর দৌড়ানোর মতো ছুটে চলেন সৈয়দ বাড়ির মাস্টার সাহেবের কাছে। সৈয়দ বাড়ির শাহাদাত মাস্টার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক।

মাস্টার সাহেবের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে 'মাস্টার সাব' 'মাস্টার সাব'- বলে ডাকাডাকি করতে থাকেন সিদ্দীক আলী। মাস্টার সাহেবের ঘর থেকে বলা হলো- তিনি সকাল বেলা বাজারে গেছেন, এখনো ফেরেননি।

একথা শুনেই সিদ্দীক আলী দৌড় দিলেন বাজারের দিকে। বাজারে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করেও মাস্টার সাহেবকে পেলেননা। পরিচিত কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন- মাস্টার সাবকে দেখেছে কিনা? সবাই বলে- দেখি নাই। অবশেষে একজন বললো, আমি একটু আগে বাজারে আসলাম। পথে মাস্টার সাহেবের সাথে দেখা হয়েছে, দেখলাম, তিনি বাজার করে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন।

একথা শুনামাত্রই সিদ্দীক আলী আবার ছুট দিলেন মাস্টার সাহেবের

www.nagorikpathagar.org

বাড়ির দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে মাস্টার সাহেবের ঘরের কাছে এসে মাস্টার সাহেবকে ডাকাডাকি শুরু করলেন। মাস্টার সাহেবের বিবি সাহেবা বললেন, উনি ঘরে বাজার রেখেই ইস্‌কুলে চলে গেছেন।

সিদ্দীক আলী ছুট দিলেন স্কুলের দিকে। স্কুলে পৌঁছে দেখেন- মাস্টার সাহেব ক্লাশে ঢুকে পড়েছেন পড়াতে। সিদ্দীক আলী অফিস রুমে অপেক্ষা করতে থাকলেন মাস্টার সাহেবের জন্যে। সিদ্দীক আলীর উৎকণ্ঠার অপেক্ষা যেনো কাটছেনা। প্রতিটি মিনিট পার হতে যেনো ঘন্টা লেগে যাচ্ছে।

অবশেষে মাস্টার সাহেব বেরিয়ে এলেন অফিস রুমে। মাস্টার সাহেব ঢুকতেই সিদ্দীক আলী আর্তনাদ করে বলে উঠেন: মাস্টার সাব আমার ছেলের টেলিগ্রাম আইছে, একটু পড়েন দেহি কী ল্যাখ্‌ছে।

মাস্টার সাহেব টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে পড়লেন। বললেন, আপনার ছেলে লেখ্‌ছে- I am well. Don't worry.

সিদ্দীক আলী: মাস্টার সাব এইডা কি কইতাছেন, আমার ছেলে কী ল্যাখ্‌ছে হেইডা কন্‌।

মাস্টার সাহেব: আপনার ছেলে এটাই লেখ্‌ছে- I am well. Don't worry.

সিদ্দীক আলী: মাস্টার সাব এইডা কী কইতাছেন, আমার ছেলে কী ল্যাখ্‌ছে, হেইডা কন।

মাস্টার সাহেব: আপনার ছেলে লেখছে: আমি ভালো আছি, আমার জন্য চিন্তা করবেননা।

সিদ্দীক আলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেন্‌- মাস্টার সাব ঠিক মতো পড়ছেন তো?

মাস্টার সাহেব বললেন, হ্যাঁ, এটাই লেখ্‌ছে আপনার ছেলে। সে ভালো আছে। ওর জন্যে চিন্তা-ভাবনা করবেন না। - বুঝলেন তো কি লেখ্‌ছে সে?

সিদ্দীক আলী: বুঝ্‌ছি মাস্টার সাব, আল্লাহ্ পোলাডারে ভালো রাখুক।

মাস্টার সাহেবের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে বিদায় নেন সিদ্দীক আলী। ছুটে আসেন বাড়িতে। আতর আলীর মা'কে ডাকতে ডাকতে

ঘরে ঢোকেন। বলেন, এইযে তোমার ছেলে টেলিগ্রাম পাঠাইছে। মানসূরা বেগম আনন্দে ও আশংকায় চিৎকার করে উঠে। জিজ্ঞাসা করে- কী ল্যাখ্ছে আমার ছেলে?

সিদ্দীক আলী: ছেলে ল্যাখছে- সে ভালো আছে। আমাগোরে চিন্তা করতে মানা করছে।

এতোক্ষণে সিদ্দীক আলীর মনে হলো জমিতে জোয়ালে বাঁধা গরু-লাংগলের কথা। সিদ্দীক আলী টেলিগ্রামটি ছেলের মার কাছে দিয়ে জমির দিকে রওয়ানা করে।

এদিকে মানসূরা বেগমের মনে এখনো কিছুটা সংশয় এবং কিছুটা অস্থিরতা রয়েই গেছে। পাশের বাড়ির একটা মেয়ে ইস্কুলে দশ ক্লাশে পড়ে। মানসূরা বেগম টেলিগ্রাম নিয়ে ছুটে যায় পাশের বাড়িতে ঐ মেয়েটার কাছে। মেয়েটা বাড়িতেই ছিলো। মানসূরা বেগম মেয়েটার হাত ধরে বলেন: মাগো একটু পড়ে বলো তো এই কাগজডায় কী ল্যাখা আছে? এইডা আমার ছেলের টেলিগ্রাম।

মেয়েটির নাম মর্জিনা। সে ইংরেজি কোনো রকমে পড়তে পারে, অর্থ ভালো একটা জানে না। মর্জিনা পড়ে শুনালো: I am well. Don't worry.' মানসূরা বেগম বলেন: মাগো এগুলা কী কইতাছো? ছেলে কি খবর ল্যাখ্ছে হেইডা কও।

মর্জিনা I am well এবং Don't অর্থ পারে। কিন্তু worry অর্থ পারেনা। সে বলে: আপনার ছেলে লেখছে- 'আমি ভালো আছি।" আরো একটা কথা লেখছে, একটু বসুন আমি সেটার অর্থও বলছি।

মর্জিনার ভাইয়ের একটা ডিকশনারি আছে। মর্জিনা উঠে গিয়ে ভাইয়ের টেবিল থেকে ডিকশনারি আনলো। খুলে worry শব্দের অর্থ দেখে নিলো। এবার মনে মনে পুরো বাক্যের অর্থ বুঝে নিলো। তারপর মানসূরা বেগমকে বললো, অপনার ছেলে লেখছে: আমি ভালো আছি, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

মানসূরা বেগম মর্জিনার হাত ধরে বললেন: মা তুমি ঠিকই পড়ছো, সৈয়দ বাড়ির মাস্টার সাবও এই কথাই কইছে।

এতোক্ষণে শান্ত হলো মানসূরা বেগমের মন।

- **টেলিগ্রামের ঘটনা পর্যালোচনা**

সিদ্দীক আলীর ছেলের টেলিগ্রাম বার্তা নিয়ে কী হুলুস্থুল কান্ড ঘটে

www.nagorikpathagar.org

গেলো, তাতো দেখলেন। আপনি কি সিদ্দীক আলীকে নিবারণ করতে পারতেন তার এই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে দৌড়ানো থেকে? না, পারতেন না। ঠিকঠাকভাবে তার ছেলের টেলিগ্রাম বুঝিয়ে না দিয়ে, কিংবা হাতে কড়া লাগিয়ে বন্দী না করে কেউ তাকে থামাতে পারতোনা।

সিদ্দীক আলীর ছেলের টেলিগ্রাম বার্তার এই ঘটনা থেকে আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা দিয়ে কয়েকটি বিষয় সহজেই বুঝতে পারি। বিষয়গুলো হলো-

- সিদ্দীক আলী ও মানসূরা বেগমের কাছে তাদের ছেলে আতর আলী অত্যন্ত প্রিয়। ছেলে তাদের কলিজার টুকরা। ক'দিন ছেলের সংবাদ না পেলে তারা ভীষণ পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

- সিদ্দীক আলী ও মানসূরা বেগম দুজনই নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ছেলের চিঠি বা টেলিগ্রামের জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

- ছেলের টেলিগ্রাম পাওয়ার সাথে সাথে সিদ্দীক আলী তার হাতের কাজ- গরু-লাঙ্গঁল-চাষবাস ইত্যাদির কথা একেবারেই ভুলে যান এবং টেলিগ্রামে কী বার্তা আছে তা জানার জন্যে পেরেশান হয়ে পড়েন।

- টেলিগ্রামে ছেলে কী বার্তা পাঠিয়েছে- তা জানার জন্যে সিদ্দীক আলী উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

- সেই উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধানে যতো জায়গায় যাওয়া দরকার, যতো দৌড়াদৌড়ি করা দরকার, যতো পরিশ্রম করা দরকার, যতো সময় ব্যয় করা দরকার- সিদ্দীক আলী সেগুলো করতে কিছুমাত্র কসুর করেননি।

- টেলিগ্রামের বার্তাটি ভিনদেশী ভাষায় থাকার কারণে মাস্টার সাহেব তা পাঠ করলেন, সিদ্দীক আলী বুঝতে পারলেন না। ফলে সিদ্দীক আলী মাস্টার সাহেবের পাঠকে পাঠ বলে স্বীকার করলেন না।

- মাস্টার সাহেব যখন টেলিগ্রামের বক্তব্য ও মর্ম বুঝিয়ে দিলেন, সিদ্দীক আলী কেবল তখনই সেটাকে টেলিগ্রামের পাঠ হিসেবে বুঝলেন ও গ্রহণ করলেন। অবুঝ পাঠকে তিনি পাঠ হিসেব গ্রহণ করেননি, করতে রাজি হননি।

- টেলিগ্রামের বক্তব্য বুঝার পর সিদ্দীক আলীর অন্তরে প্রশান্তি নেমে এলো।

www.nagorikpathagar.org

- সিদ্দীক আলীর স্ত্রী মানসূরা বেগম সিদ্দীক আলীর কাছ থেকে টেলিগ্রামের বক্তব্য শুনে দুশ্চিন্তা মুক্ত হলেন, কিন্তু পূর্ণ স্বস্তি বোধ করলেননা। কারণ স্বামী তো নিজে পড়তে জানেননা। আরেক জনের কাছ থেকে শুনে এসে বলেছেন।

- মানসূরা বেগম টেলিগ্রামটি পড়ানোর জন্যে মর্জিনা নামের একটি পড়ালেখা করা মেয়ের কাছে ছুটে যান। মর্জিনা যখন বক্তব্য বুঝিয়ে দিলো, তখন মানসূরা বেগম বললেন- তুমি ঠিকই পড়েছো।

- টেলিগ্রামের বার্তা সম্পর্কে মর্জিনার বক্তব্য মাস্টার সাহেবের বক্তব্যের সাথে মিলে যাবার কারণেই মানসূরা বেগম মর্জিনার পাঠকে সত্যায়িত করেন।

- মানসূরা বেগমকে টেলিগ্রামের সঠিক বক্তব্য বুঝানোর জন্যে মর্জিনা ডিকশনারি বা সহায়ক গ্রন্থ দেখতে বাধ্য হয়। এতে সে নিজেও টেলিগ্রামটি সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং মানসূরা বেগমকেও সঠিকভাবে বুঝাতে সক্ষম হয়।

- টেলিগ্রামের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারার পরই কেবল মানসূরা বেগম স্বাস্তি লাভ করেন।

● ছেলের টেলিগ্রাম ও আল্লাহ্‌র টেলিগ্রাম

ছেলের টেলিগ্রামের প্রতি সিদ্দীক আলী ও মানসূরা বেগম যে গুরুত্ব দিলেন- তা দেয়াই স্বাভাবিক। আপনি, আমি বা অন্য কেউ হলেও এমনটিই করতাম। শিক্ষিত হোক আর নিরক্ষর হোক- সবাই সন্তান ও সন্তানের চিঠিপত্রের প্রতি এমনটিই করে থাকে। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, শিক্ষিতরা নিজেরাই বুঝে পাঠ করেন, আর নিরক্ষররা শিক্ষিতদের থেকে পাঠ বুঝে নেন।

কুরআন মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র টেলিগ্রাম, আল্লাহর চিঠি, আল্লাহর বার্তা। কথা শুধু এতোটুকুই নয়; বরং কুরআনের বার্তাই মানুষের হিদায়াত ও গোমরাহির মাপ কাঠি। কুরআনের নির্দেশিত পথই মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের একমাত্র পথ। মুমিনদের জন্য কুরআনের প্রতিটি কথা জানা ও মেনে নেয়া অপরিহার্য। কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন না করলে আখিরাতের কোটি কোটি বছরের অন্তহীন চিরন্তন জীবন কেবল আযাব আর আযব, দু:খ আর দু:খ এবং চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যেই কাটাতে হবে। সেখানে সামান্য উপকার

করার কোনো বন্ধু হবেনা, কোনো সাহায্যকারীও পাওয়া যাবেনা।

একথা ঠিক, একজন মানুষের জীবনে ছয় মাস নিখোঁজ থাকা ছেলের বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মহান আল্লাহর বার্তা তার তুলনায় যে কতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? ছেলের বার্তার পাঠ বুঝার জেন্যে একজন মানুষ যতো পেরেশান হয়, আল্লাহর বার্তার পাঠ বুঝার জন্যে তার চাইতে কতো শতগুণ বেশি পেরেশান হওয়া দরকার- তা কি আমারা একবারও চিন্তা করে দেখেছি?

ছেলের বার্তা ও বার্তার পাঠ না বুঝে যদি একজন মানুষ এক মুহূর্তও স্বস্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে আল্লাহর বার্তা না বুঝে একজন ঈমানদার, একজন মুসলমান কী করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে?

- এই কি আমাদের ঈমান?

- এই কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি আর বিচার বিবেচনার রায়?

- কোথায় বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রবক্তারা?

- কোথায় যুক্তিবিদ্যা আর দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র-শিক্ষকরা?

- কোথায় আধুনিক কালের জ্ঞানী লোকেরা?

- জাগতিক সকল ব্যাপারে আপনাদের জ্ঞান-বুদ্ধি হবে যুক্তিবাদী আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আপনারা অবলম্বন করবেন অবজ্ঞা আর উপেক্ষার পথ?

- এই কি আপনাদের বিবেকের রায়? চিরন্তন জীবনের সাফল্য সম্পর্কে এই কি আপনাদের ফায়সালা? এই ভুলনীতির মন্দ পরিণতি সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন!

● আসুন সিদ্দীক আলী থেকে শিক্ষা নিই

সিদ্দীক আলীর ছেলের টেলিগ্রামের ঘটনাটি জানার পর এ ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য এ বিষয়ে চোখ-কান বন্ধ করে অন্তরে তালা লাগিয়েও থাকতে পারি। দেখেও দেখবোনা, শুনেও শোনবোনা এবং বুঝেও বুঝবোনা- এই নীতিও আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ চাই, তবে এ নীতি গ্রহণ করতে পারি। এর জন্যে আমাদের বাধা দেবার কে আছে?

কিন্তু আমরা যদি আমাদের কল্যাণ চাই এবং অকল্যাণ না চাই, তবে এ ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি

www.nagorikpathagar.org

এবং সে শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনের মোড়ও ঘুরিয়ে দিত পারে। ঘটিয়ে দিতে পারে আমাদের জীবনে এক জীবন্ত বিপ্লব। অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরার বিপ্লব। সে শিক্ষাগুলো হলো:

- আমাদের জন্যে আমাদের মুক্তি, কল্যাণ, সাফল্য ও জীবন যাপনের পথ নির্দেশিকা হিসেবে প্রেরিত আল্লাহর বার্তা আল কুরআনকে জানার ও বুঝার বিষয়টিকে আমরা আমাদের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবো।
- কুরআন বুঝার জন্যে আমরা সবসময় উদ্বিগ্ন ও পেরেশান থাকবো। আল্লাহর নির্দেশ ও উপদেশ জানার জন্যে সবসময় উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবো।
- কুরআন বুঝার জন্যে আমরা প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।
- নিজে নিজে না বুঝলে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে শিখবো ও বুঝবো।
- কুরআন বুঝার জন্যে যতো জায়গায় দৌড়ানো দরকার, যতোবার দৌড়ানো দরকার- তা দৌড়াবো।
- এর জন্যে যতো সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা দরকার, তা করবো।
- কুরআনের অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য না বুঝা পর্যন্ত শুধুমাত্র অবুঝ পাঠ দ্বারা সন্তুষ্ট হবোনা।
- এখন থেকে একথাই জানবো, বুঝবো ও বিশ্বাস করবো যে, কুরআন পাঠ করা মানে- বুঝে ও অনুধাবন করে পাঠ করা।
- অজ্ঞ আনাড়ি ও কমজানা লোকদের কাছ থেকে কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য শুনে সন্তুষ্ট থাকবোনা, বরং জানা-শুনা লোকদের কাছ থেকে জেনে যাচাই করে নেবো। যেমনটি ছেলের টেলিগ্রামের ব্যাপারে করেছিলেন মানসূরা বেগম।
- শিক্ষিত হবার পরও কুরআনের যেসব অংশ নিজে না বুঝবো, সেসব অংশ নির্ভরযোগ্য তফসির গ্রন্থাবলি পড়ে বুঝে নেবো এবং অন্যদের বুঝিয়ে দেবো। যেমনটি করেছিল মর্জিনা টেলিগ্রামের বক্তব্য পুরোপুরি না বুঝার কারণে।
- শিক্ষিত লোকেরা কুরআনের সঠিক অর্থ বলছে কিনা- নিরক্ষররাও তা বুঝে নিতে পারে, যেমন মানসূরা বেগম বুঝে নিয়েছিলেন মর্জিনা টেলিগ্রামের সঠিক বক্তব্য তাকে বলছে কিনা?

www.nagorikpathagar.org

- নিজে চর্চা করার সাথে সাথে অন্যদেরকে বুঝালে নিজের জ্ঞান ও বুঝ বৃদ্ধি পায়, যেমনটি পেয়েছিল মর্জিনার। কারণ এতে করে বই পুস্তক ঘেঁটে পড়ালেখা করতে হয়।
- একজন নিরক্ষর নারীও কুরআন সঠিকভাবে না বুঝা পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করতে পারেননা, যেমন ছেলের টেলিগ্রাম ভালোভাবে না বুঝা পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করেননি মানসূরা বেগম।
- এ ঘটনা থেকে আমরা একথাও শিক্ষা লাভ করলাম যে, কুরআন যেমন শিক্ষিত লোকদেরকে বুঝতে হবে, ঠিক তেমনি নিরক্ষর লোকদেরকেও বুঝাতে হবে।
- শিক্ষিত লোকেরা আরবি ভাষা শিখে কিংবা বাংলা ভাষায় তফসির পড়ে কুরআন বুঝবেন, সেই সাথে কুরআনের জ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করেও শিখবেন।
- আর নিরক্ষর লোকেরা সেইসব লোকদের কাছ থেকে শিখবেন যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন। নিরক্ষর লোকেরা কুরআন বুঝবেন কুরআনের জ্ঞানীদের কাছ থেকে শুনে। তারা একাধিক জ্ঞানী লোকের কাছে শুনে নিশ্চিন্ত হবেন।
- আমরা শাহাদাত মাস্টার এবং ছাত্রী মর্জিনার কাছ থেকে একথা শিখলাম যে, না জানা লোকেরা যখন শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদের কাছে কিছু জানতে, বুঝতে ও শিখতে চাইবে, তখন তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া এবং শিখিয়ে দেয়া শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।- একথাটি কুরআন জানা ও কুরআন না জানা লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- আসুন আমরাও কুরআনের ব্যাপারে এ শিক্ষাগুলো গ্রহণ করি। অবহেলার সময় আর নেই। শিক্ষিত হই কিংবা নিরক্ষর- যদি আমরা জাগতিক বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে পারি, তবে আমাদের স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌র বাণী বুঝতে পারবোনা কেন? আজ হোক কাল হোক, অবহেলা করলে এ প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের সকলকেই হতে হবে।

• • •

www.nagorikpathagar.org

কিরাআত ও তিলাওয়াত মানে কী?

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا • وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا •

"সূর্যের শপথ, আর শপথ তার আলোর এবং চাঁদের শপথ যখন সে তিলাওয়াত করে সূর্যকে।" (সূরা ৯১ আশ শামস্: আয়াত ১-২)

● কুরআন পাঠ বুঝানোর জন্যে আল্লাহ্ কি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন?

'পাঠ' বলতে কী বুঝায়- এতোক্ষণ আমরা সেটার যৌক্তিক ব্যাখ্যা (rational explanation) পেশ করেছি। এবার আমরা দেখবো আল্লাহ্ তায়ালা 'পাঠ' বুঝাবার জন্যে স্বয়ং কুরআনে কী কী শব্দ ব্যবহার করেছেন? আর যেহেতু তিনি কুরআন আরবি ভাষায় বা আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, তাই আরবরা সেই শব্দগুলোর অর্থ কী বুঝে- তা আমরা নির্ভরযোগ্য আরবি অভিধান থেকে এখানে উল্লেখ করবো।

আমরা যখন আল কুরআনের উপর চোখ বুলাই, তখন দেখতে পাই, আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে 'পাঠ' বুঝানোর জন্যে বা কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেগুলো হলো:

১. اِقْرَأْ (ইকরা)। এ শব্দটি এসেছে- قِرَاءَةٌ (কিরাআত) থেকে।

২. اُتْلُ (উতলু)। এ শব্দটি এসেছে- تِلَاوَةٌ (তিলাওয়াত) থেকে।

এ ছাড়াও কুরআনে আরেকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি হলো:

৩. رَتِّلْ (রাত্তিল)। এ শব্দটি এসেছে- تَرْتِيْلٌ (তারতীল) থেকে।

এখানে আমরা 'কিরাআত' এবং 'তিলাওয়াত' শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোচনা করবো। তাছাড়া শব্দগুলো কুরআনে কী অর্থে এবং কী মর্মে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও উল্লেখ করার চেষ্টা করবো।

'তারতীল' শব্দটি নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করবোনা। কারণ, এ শব্দটি আল্লাহ্ তায়ালা ব্যবহার করেছেন মূলত পাঠ পদ্ধতি বুঝাবার

www.nagorikpathagar.org

জন্যে। তাই কুরআন পাঠ পদ্ধতি সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ শব্দটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ্।

● 'কিরাআত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

আরবি ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ও আধুনিক অভিধান রয়েছে। এর মধ্যে সবচে' তথ্যবহুল (informative) হলো প্রাচ্যবিদ Milton Cowan রচিত A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC এটির আরবি নাম হলো:

مُعْجَمُ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةِ الْمَعَاصِرَةِ •

এ অভিধানটিতে আরবি শব্দের প্রাচীন ও আধুনিককালের প্রচলিত অর্থ ধারণ করা হয়েছে। এতে কিরাআত (قِرَاءَةٌ) শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে: قِرَاءَةٌ

- to declain (অলংকারপূর্ণ আবৃত্তি করা, অলংকারপূর্ণ ভাষায় পাঠ করা)
- to recite (উচ্চস্বরে আবৃত্তি করা, আবৃত্তি করা)।
- to read (পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থোদ্ধার করা, বুঝতে পারা, অধ্যয়ন করা, খুঁজে বের করা, দেখতে পাওয়া, শিক্ষা দেয়া)।
- to peruse (মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা)।
- to study (অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগ সহকারে সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্তা-ভাবনা করা)
- Search (সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্ন তন্ন করে খোঁজা)।[১]

অভিধান থেকে আমরা 'কিরাআত' শব্দের যে অর্থগুলো পেলাম, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

০১.পাঠ করা,
০২. আবৃত্তি করা,

---

১. মিল্টন কাওয়ান আরবি শব্দটির যে ইংরেজি অর্থ লিখেছেন, আমারা ব্রেকেটে সেগুলোর বাংলা অর্থ লিখে দিয়েছি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY থেকে।

www.nagorikpathagar.org

০৩. অলংকারপূর্ণ আবৃত্তি করা,
০৪. উপলব্ধি করা,
০৫. অর্থোদ্ধার করা,
০৬. বুঝা,
০৭. অধ্যয়ন করা,
০৮. মনোযোগের সাথে পাঠ করা,
০৯. পর্যবেক্ষণ করা,
১০.জ্ঞানার্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা
১১.ধ্যান করা,
১২.লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে মনোযোগের সাথে সাধনা করা,
১৩.চিন্তাভাবনা করা,
১৪.অনুসন্ধান করা,
১৫.পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা,
১৬.বিচার-বিবেচনা করা,
১৭.তাৎপর্য খুঁজে বের করা,
১৮. চলার পথ নির্ণয় করা,
১৯.নির্দেশিকার আলোকে প্রাসংগিক বিষয় উদ্ভাবন করা,
২০. তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা।

এই হলো 'কিরাআত'-এর আভিধানিক অর্থ। তাহলে এবার ভেবে দেখুন, কুরআনকে কিরাআত করার অর্থ কী দাঁড়ায়? এই বিশটি শব্দের আগে 'কুরআন' জুড়ে দিন- তবেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কুরআনকে কিরাআত করার অর্থ ও তাৎপর্য কী? এখানে কিরাআতের অর্থের সাথে কুরআন জুড়ে দেয়া হলো। অর্থাৎ কুরআনকে কিরাআত করার অর্থ হলো:

০১. কুরআন পাঠ করা।
০২. কুরআন আবৃত্তি করা।
০৩. কুরআনের অলংকারপূর্ণ আবৃত্তি।
০৪. কুরআন উপলব্ধি করা।
০৫. কুরআনের অর্থোদ্ধার করা।
০৬. কুরআন বুঝা।
০৭. কুরআন অধ্যয়ন করা।
০৮. কুরআন মনোযোগের সাথে পাঠ করা।
০৯. কুরআনের নির্দেশাবলি পর্যবেক্ষণ করা।

www.nagorikpathagar.org

১০. কুরআনের জ্ঞানার্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা।
১১. কুরআনকে নিয়ে ধ্যান করা।
১২. কুরআন নির্দেশিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে গভীর মনোযোগের সাথে সাধনা করা।
১৩. কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।
১৪. কুরআনের মর্ম অনুসন্ধান করা।
১৫. কুরআনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা।
১৬. কুরআনের বক্তব্য বিষয় বিবেচনা করা।
১৭. কুরআনের তাৎপর্য (ও শিক্ষা) খুঁজে বের করা।
১৮. কুরআনের আলোকে চলার পথ নির্ণয় করা।
১৯. কুরআনের নির্দেশিকার আলোকে প্রাসংগিক বিষয়াদি উদ্ভাবন করা।
২০. কুরআন থেকে তন্ন তন্ন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলি খুঁজে বের করা।

● কুরআনকে কিরাআত করার নির্দেশ

কুরআন মজীদে কিরাআত শব্দটি কুরআন পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে চৌদ্দ (১৪) বার উল্লেখ হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

- সূরা ১৬ আন নহল: ৯৮ আয়াত (قَرَأْتَ)।
- সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল: ৪৫ আয়াত (قَرَأْتَ)।
- সূরা ৭৫ আল কিয়ামা: ১৮ আয়াত (قَرَأْنَاهُ)।
- সূরা ২৬ শোয়ারা: ১৯৯ আয়াত (قَرَأَهُ)।
- সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল: ১০৬ আয়াত (لِتَقْرَأَهُ)।
- সূরা ৯৬ আল আলাক: ১ আয়াত (اِقْرَأْ)।
- সূরা ৯৬ আল আলাক: ৩ আয়াত (اِقْرَأْ)।
- সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল: ২০ আয়াত (فَاقْرَءُوْا)- ২ বার।
- সূরা ৭ আল আ'রাফ: ২০৪ আয়াত (قُرِئَ)।
- সূরা ৮৪ ইনশিকাক: ২১ আয়াত (قُرِئَ)।
- সূরা ৮৭ আল আ'লা: ৬ আয়াত (نُقْرِئُكَ)।
- সূরা ৭৫ আল কিয়ামা: ১৭ আয়াত (قُرْاٰنَهُ)।
- সূরা ৭৫ আল কিয়ামা: ১৮ আয়াত (قُرْاٰنَهُ)।

এভাবে কুরআন মজীদে 'কিরাআত' শব্দটি কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে চৌদ্দ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআন মজীদে এ শব্দটি

আমলনামা পাঠ এবং কুরআনের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এবং অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পাঁচ বার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (তথ্য) হচ্ছে, স্বয়ং কুরআন (قُرْاٰنٌ) শব্দটি এই কিরাআত বা কারাআ ইয়াকরাউ থেকে এসেছে। কুরআন (قُرْاٰنٌ) শব্দের অর্থ হলো 'অধিক পঠিত' বা 'অতি পঠিত'। এটি মূলত আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আল কিতাবের গুণবাচক নাম (বিশেষ্য)। কুরআন মজীদে قُرْاٰنٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬৮ বার।

তাহলে কুরআন মজীদে বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে কিরাআত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট: ১৪+৫+৬৮=৮৭ বার।

আমরা উপরে অভিধান থেকে 'কিরাআত' শব্দের যেসব অর্থ উল্লেখ করেছি, কুরআনে বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে কিরাআত শব্দটি সেসব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- কুরআনে কুরআনকে আল্লাহ্‌র নামে পড়া আরম্ভ করতে বলা হয়েছে:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ •

"পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ৯৬ আল আলাক: আয়াত ১)

অন্যত্র বলা হয়েছে:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ •

"যখন কুরআনকে কিরাআত (পাঠ) করতে চাও, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চেয়ে নাও।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৯৮)

এসব জায়গায় কুরআনের বে-বুঝ পাঠের কথা বলা হয়নি, বরং কিরাআত শব্দের যেসব অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি, সেসব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে আমলনামা কিরাআত করার কথা বলা হয়েছে:

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا •

"কিরাআত করো তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাবের (বিচারের) জন্যে তুমিই যথেষ্ট।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল: আয়াত ১৪)

এখানে নিজের আমল হিসাব করে বা বিচার করে দেখার জন্যে

www.nagorikpathagar.org

আমলনামা কিরাআত করতে বলা হয়েছে। যার বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়নি, এমন কোনো ব্যক্তি কি বলবেন যে, এখানে আমলনামার বে-বুঝ পাঠের কথা বলা হয়েছে? বরং আমরা অভিধান থেকে কিরাআত শব্দের যেসব অর্থ উল্লেখ করেছি, এখানে সেসব অর্থেই আমলনামা কিরাআত করতে বলা হয়েছে। কারণ বে-বুঝ পাঠ দ্বারা হিসাব বা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এবার দেখুন কুরআনকে কিরাআত করা সংক্রান্ত আরো বাণী:

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ •

"অতএব (নামাযে) কুরআন থেকে 'কিরাআত করো' যতোটা তোমার পক্ষে সহজ হয়।" (সূরা ৭৩ আল মুযযাম্মিল: আয়াত ২০)

- এ আয়াতে উপরোক্ত বাক্যাংশটি দু'বার উল্লেখ হয়েছে।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ •

"(কুরআনকে) 'কিরাআত' করো। আর তোমার প্রভু মহাসম্মানিত।" (সূরা ৯৬ আল আলাক: আয়াত ৩)

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ •

"'তাই আমরা যখন (কুরআনকে তোমার জন্যে) 'কিরাআত' করতে থাকি, তখন তুমি সে কিরাআত মনোযোগ সহকারে শুনো।" (সূরা ৭৫ কিয়ামাহ: আয়াত ১৮)

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا •

"আমি এ কুরআনকে (আয়াত, সূরা ইত্যাদিতে) পৃথক পৃথক করে নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি বিরতি দিয়ে দিয়ে তা লোকদের কিরাআত করে শুনাতে পারো। এ জন্যে আমি তাকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ১০৬)

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا • وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا •

"তুমি যখন কুরআনকে কিরাআত করো, তখন আমি তোমার ও

পরকালের প্রতি ঈমান না আনা লোকদের মাঝে এক অদৃশ্য পর্দা টানিয়ে দিই এবং তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ লাগিয়ে দিই, যাতে করে তারা কিছুই হৃদয়ংগম করতে না পারে। তাছাড়া তাদের কানেও বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়ে থাকি। তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রভুর উল্লেখ (mention) করো, তখন চরম অস্বস্তি সহকারে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল: আয়াত ৪৫-৪৬)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনকে 'কিরাআত' করার যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং কুরআনের সাথে 'কিরাআত' শব্দ ব্যবহার করে যা বুঝিয়েছেন, তার স্বাভাবিক অর্থ হলো সেগুলো, যেগুলো উপরে আমরা অভিধান থেকে উল্লেখ করেছি।

যেমন এই সর্বশেষ আয়াত দু'টি অর্থাৎ সূরা বনি ইসরাঈলের ৪৫-৪৬ আয়াত, কুরআনের কিরাআত শুনলে পরকালে অবিশ্বাসীদের অবস্থা কেমন হয়, এখানে সেকথা বলা হয়েছে। যেহেতু তারা কুরআনে উপস্থাপিত আকীদা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি বিশ্বাস করেনা, সেজন্যে তাদেরকে কুরআন কিরাআত করে শুনাতে গেলে তারা ঘৃণা ও অস্বস্তি বোধ করে। ফলে আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী তারা কুরআনের প্রতি মনোযোগী হতে পারেনা, কুরআনের মর্ম হৃদয়ংগম করতে পারেনা। কোনো মর্মস্পর্শী কথা শুনার সাথে সাথে বিবেকবান লোকেরা যেমন সচেতন ও অনুভূতিশীল হয়ে উঠে, এই লোকদের অবস্থা সেরকম নয়। কুরআন তাদের কান দিয়ে ঢুকলেও তাদের মধ্যে কোনো প্রকার চেতনাই সৃষ্টি হয়না।

এ জন্যেই বলা হয়েছে তাদেরকে কুরআন কিরাআত করে শুনানো হলেও তাদের সামনে পর্দা, দিলে আবরণ আর কানে বধিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা কুরআনের বক্তব্য ও মর্ম বুঝতে ও হৃদয়ংগম করতে পারেনা।

কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ

- আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদেই কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন: أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

"তিলাওয়াত করো এই কিতাব, যা অহির মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে।" (সূরা ২৯ আনকাবূত: আয়াত ৪৫)

www.nagorikpathagar.org

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ •

"তিলাওয়াত করো তোমার প্রভুর কিতাব থেকে যা তোমার কাছে অহি করা হয়েছে।" (সূরা ১৮ আল কাহাফ: আয়াত ২৭)

কুরআন মজীদে ৬৩ বার বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে 'তিলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ বার তিলাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

● তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী?

মিল্টন কাওয়ান তার সম্পাদিত অভিধান A Dictionary of Modern Written Arabic তিলাওয়াত (تِلَاوَةٌ) মানে লিখেছেন:

- To read (পাঠকরা, উপলব্ধি করা, দেখতে পাওয়া, অর্থোদ্ধার করা, বুঝতে পারা, অধ্যয়ন করা, খুঁজে বের করা, নির্ণয় করা, শিক্ষা দেয়া)

- To read out loud (উচ্চস্বরে পাঠ করা)

- Public reading (জনগণকে পাঠ করে শুনানো)

- To recite (আবৃত্তি করা)

- To follow (অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, মেনে চলা, গ্রহণ করা, বুঝতে পারা)

- To ensue (অনুসরণ করা, উদ্ভূত হওয়া, উদ্ভাসিত হওয়া)

- Succeed, Succeeding (পশ্চাতে আসা, উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা, বহন করা)[২]

আরবি ইংরেজি অভিধানে তিলাওয়াত শব্দের যে ইংরেজি অর্থ লেখা হয়েছে এবং ইংরেজি বাংলা অভিধানে সেই ইংরেজি কথাগুলোর যে বাংলা অর্থ লেখা হয়েছে, সেগুলো ধারাবাহিক সাজালে তিলাওয়াত শব্দের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ। অর্থাৎ তিলাওয়াত মানে:

১. পাঠ করা,
২. উপলব্ধি করা,
৩. দেখতে পাওয়া,
৪. অর্থোদ্ধার করা,

---

২. মিল্টন কাওয়ান আরবি শব্দটির যে ইংরেজি অর্থ লিখেছেন, আমারা ব্রেকেটে সেগুলোর বাংলা অর্থ লিখে দিয়েছি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY থেকে।

www.nagorikpathagar.org

৫. বুঝতে পারা,
৬. অধ্যয়ন করা,
৭. খুঁজে বের করা,
৮. নির্ণয় করা,
৯. শিক্ষা দেয়া,
১০. উচ্চস্বরে পাঠ করা,
১১. জনগণকে পাঠ করে শুনানো,
১২. আবৃত্তি করা,
১৩. অনুসরণ করা,
১৪. অনুকরণ করা,
১৫. মেনে চলা,
১৬. গ্রহণ করা,
১৭. উদ্ভূত ও উদ্ভাসিত হওয়া,
১৮. পশ্চাতে আসা,
১৯. উত্তরাধিকারী হওয়া,
২০. উন্নতি লাভ করা,
২১. বহন করা।

এবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেন, তখন কি কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ এগুলোই দাঁড়ায়না, যেগুলো উপরে আমরা অভিধান থেকে উল্লেখ করলাম? নি:সন্দেহে উপরে উল্লেখিত এই একুশটিই কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ।

● কুরআনে তিলাওয়াত শব্দের ব্যবহার

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কুরআনুল করীমে তিলাওয়াত শব্দটি বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে ৬৩ বার উল্লেখ হয়েছে। যেসব আয়াতে এই তেষট্টি বার তিলাওয়াত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, সেই আয়াতগুলো পড়ে দেখুন, অবশ্যি আপনার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা ঐ একুশ প্রকার অর্থেই তিলাওয়াত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াতে তিলাওয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দেয়া হলোঃ

- تَلَاهَا ১ বার > সূরা ৯১ আশ শামস্ঃ আয়াত ২।
- تَلَوْتُهُ ১ বার > সূরা ১০ ইউনুসঃ আয়াত ১৬।

www.nagorikpathagar.org

- اَتْلُ ১ বার > সূরা ৬ আন'আম: আয়াত ১৫৩।
- اَتْلُوْا ২ বার > সূরা ১৮ আল কাহাফ: আয়াত ৮৩। সূরা ২৭ আন নামল: আয়াত ৯২।
- تَتْلُوْا ৫ বার > সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১০২। সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৬১। সূরা ১৩ আর রাআদ: আয়াত ৩০। সূরা ২৮ আল কাসাস: আয়াত ৪৫ । সূরা ২৯ আনকাবূত: আয়াত ৪৮।
- تَتْلُوْنَ ১ বার > সূরা ২ বাকারা: আয়াত ৪৪।
- نَتْلُوْا ১ বার > সূরা ২৮ আল কাসাস: আয়াত ৩।
- نَتْلُوْهُ ১ বার > সূরা ৩ আল্ ইমরান: আয়াত ৫৮।
- نَتْلُوْهَا ৩ বার > সূরা ২ বাকারা: আয়াত ২৫২। সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১০৮। সূরা ৪৫ আল জাসিয়া: আয়াত ৬।
- يَتْلُوْا ৭ বার > সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১২৯। ঐ: আয়াত ১৫১। সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৬৪। সূরা ২৮ আল কাসাস: আয়াত ৫৯। সূরা ৬২ জুমুআ: আয়াত ২। সূরা ৬৫ আত তালাক: আয়াত ১১। সূরা ৯৮ বাইয়্যেনা: আয়াত ২।
- يَتْلُوْنَ ৫ বার > সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১১৩। সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১১৩। সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৭২। সূরা ৩৫ ফাতির: আয়াত ২৯। সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ৭১।
- يَتْلُوْنَهُ ১ বার > সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১২১।
- يَتْلُوْهُ ১ বার > সূরা ১১ হূদ: আয়াত ১৭।
- اُتْلُ ৬ বার > সূরা ৫ মায়িদা: আয়াত ২৭। সূরা ৭ আরাফ: আয়াত ১৭৫। সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৭১। সূরা ১৮ কাহাফ: আয়াত ২৭। সূরা ২৬ শোয়ারা: আয়াত ৬৯। সূরা ২৯ আনকাবূত: আয়াত ৪৫।
- فَاتْلُوْهَا ১ বার > সূরা ৩ আল ইমরান: আয়াত ৯৩।
- تُلِيَتْ ১ বার > সূরা ৮ আনফাল: আয়াত ২।

www.nagorikpathagar.org

- تُتْلَى ১৬ বার > সূরা ৩ আলে ইমরানঃ আয়াত ১০১। সূরা ৮ আনফালঃ আয়াত ৩১। সূরা ১০ ইউনুসঃ আয়াত ১৫। সূরা ১৯ মরিয়মঃ আয়াত ৫৮। ঐঃ আয়াত ৭৩। সূরা ২২ হজ্জঃ আয়াত ৭২। সূরা ২৩ মু'মিনূনঃ আয়াত ৬৬। ঐঃ আয়াত ১০৫। সূরা ৩১ লোকমানঃ আয়াত ৭। সূরা ৩৪ সাবাঃ আয়াত ৪৩। সূরা ৪৫ জাসিয়াঃ আয়াত ৮। ঐঃ আয়াত ২৫। ঐঃ আয়াত ৩১। সূরা ৪৬ আহকাফঃ আয়াত ৭। সূরা ৬৮ কলমঃ আয়াত ১৫। সূরা ৮৩ মুতাফ্‌ফিফীনঃ আয়াত ১৩।
- يُتْلَى ৭ বার > সূরা ৪ আন নিসাঃ আয়াত ১২৭। সূরা ৫ মায়িদাঃ আয়াত ১। সূরা ১৭ বনি ইসরাঈলঃ আয়াত ১০৭। সূরা ২২ হজ্জঃ আয়াত ৩০। সূরা ২৮ কাসাসঃ আয়াত ৫৩। সূরা ২৯ আন কাবূতঃ আয়াত ৫১। সূরা ৩৩ আহযাবঃ আয়াত ৩৪।
- تَالِيَاتُ ১ বার > সূরা ৩৭ সাফফাতঃ আয়াত ৩।
- تِلَاوَتِهِ ১ বার > সূরা ২ বাকারাঃ আয়াত ১২১।

একটু কষ্ট করুন! এই শব্দগুলোকে আয়াতের মধ্যে পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। একটু চিন্তা করলে ঐ একুশটির মধ্য থেকে সঠিক অর্থটি খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। তবে একথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন আয়াতে তিলাওয়াত শব্দটি ক্রিয়ার যে রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকনা কেন, সব জায়গায় এর একই অর্থ নাও হতে পারে। কোথাও একুশটির মধ্য থেকে একটি অর্থে, কোথাও দুটি অর্থে, কোথাও ততোধিক অর্থে এবং কোথাও সবগুলো অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

একটু মনোযোগের সাথে হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করলে আমরা সহজেই বুঝবো তিলাওয়াত শব্দটি কোন্ জায়গায় কি অর্থে এবং কতোটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

● কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে হক আদায় করে

এযাবতকার আলোচনা থেকে 'তিলাওয়াত' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো। আরো পরিষ্কার হলো আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাঠ করার জন্যে তিলাওয়াত শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা এটা চাননা যে, মানুষ বিশেষ করে মুমিনরা তিলাওয়াতের কোনো সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করুক এবং কুরআনকে সেভাবে দায়সারাভাবে তিলাওয়াত করুক। বরং মুমিনরা যেনো হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তায়ালা সেটাই চান। দেখুন মহান আল্লাহর বাণী:

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ •

"আমি যাদের 'আল কিতাব' দিয়েছি, তারা তা তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে। তারাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা এর প্রতি কুফুরি করে (অস্বীকৃতি জানায়), তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১২১)

Those to whom We have sent the Book study it as it should be studied: They are the ones that believe therein: Those who reject faith therein,- the loss is their own. (2:121)[3]

এ আয়াতের কয়েকটি শব্দ ও বক্তব্যের বিশ্লেষণ পরিষ্কার থাকা দরকার। সেগুলো হলো:

- এই আয়াতে 'আল কিতাব' বলতে- আল্লাহর কিতাব বুঝানো হয়েছে।
- 'যাদেরকে আল কিতাব দিয়েছি' বলতে- আহলে কিতাব এবং উম্মতে মুহাম্মদী উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, অথবা শুধুমাত্র মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।
- বলা হয়েছে, যারা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে, কেবল তারাই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। এর আরেকটি অর্থ হলো, যারা হক আদায় করে তিলাওয়াত করেনা, তারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান রাখেনা।
- 'যারা এর প্রতি কুফরি করে (অস্বীকৃতি জানায়)' আয়াতাংশে 'এর প্রতি' বলে 'কুরআনকেও' বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, কিংবা 'হক

---

৩. এই ইংরেজি অনুবাদটি নেয়া হয়েছে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর The Holy Quran এবং মদিনাস্থ বাদশাহ ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত The Noble Quran থেকে।

www.nagorikpathagar.org

আদায় করে তিলাওয়াত করাকেও' বুঝানো হয়ে থাকতে পারে; অথবা এমনো হতে পারে যে, উভয় অর্থই বুঝানো হয়েছে।

- বলা হয়েছে যারা কুরআন মানেনা এবং হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করেনা, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত (Losers)[৪]

● হক আদায় করে তিলাওয়াত করার মানে কি?

হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থ ও তাৎপর্য কী? আসলে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থ ও মর্ম বুঝার জন্যে আমাদের বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হবেনা। দুটি বিষয় চিন্তা করলেই এর জবাব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পয়লা বিষয়টি হলো- হক বলতে কী বুঝায়- তা জানা। আসলে হক বলতে বুঝায়- সত্যতা, বাস্তবতা (reality) প্রকৃতাবস্থা, অধিকার ও দাবি।

সুতরাং 'হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করা মানে-

০১. কুরআনের সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে কুরআন তিলাওয়াত করা।
০২. প্রকৃত অবস্থা, বক্তব্য ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরআন তিলাওয়াত করা।
০৩. কুরআনকে তার অধিকার প্রদান করা এবং
০৪. কুরআনের দাবি মেনে নেয়া ও তা কার্যকর করা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- তিলাওয়াত বলতে যা কিছু বুঝায় এবং তিলাওয়াতের যতোগুলো অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য রয়েছে- সেগুলো জানা, মানা, অনুসরণ করা ও কার্যকর করা।

একটু আগেই আমরা 'তিলাওয়াত' শব্দের আভিধানিক অর্থগুলো উল্লেখ করে এসেছি। আল কুরআনের হক বা দাবি এবং অধিকার হচ্ছে- সেই অর্থগুলো জেনে নেয়া, মেনে নেয়া এবং অনুসরণ ও কার্যকর করা। সে হিসেবে 'হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থ হলো:

---

৪. এই বিশ্লেষণগুলো পেশ করা হয়েছে তফসিরে কুরতুবি, তফসিরে ইবনে কাসির, কাশ্‌শাফ, আল মীযান, ফী যিলালিল কুরআন ও তাফহীমুল কুরআন থেকে।

www.nagorikpathagar.org

০১.যথারীতি কুরআন পাঠ করা।
০২. কুরআনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা।
০৩. কুরআন নির্দেশিত প্রকৃত সত্যকে দেখতে পাওয়া বা প্রত্যক্ষ করা।
০৪. কুরআনের যথার্থ অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য উদ্ধার করা।
০৫. কুরআনের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারা।
০৬. মনোযোগ ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করা।
০৭. কুরআনের সঠিক মর্ম ও শিক্ষা খুঁজে বের করা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।
০৮. কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পদ্ধতি নির্ণয় করা।
০৯. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া।
১০.উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা।
১১.মানুষকে হুবহু কুরআনের বাণী শুনানো বা পৌঁছানো।
১২.কুরআনকে সুকণ্ঠে আবৃত্তি করা।
১৩.কুরআনের নির্দেশাবলি অনুসরণ করা।
১৪.কুরআনের আদর্শ ও নীতিমালাকে পুঙ্খানুপঙ্খ অনুকরণ করা।
১৫.কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
১৬.কুরআন প্রদত্ত জীবন পদ্ধতিকে পূর্ণাংভাবে গ্রহণ করা।
১৭.কুরআনের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া।
১৮. কুরআনের পশ্চাদগামী হওয়া।
১৯.কুরআনের উত্তরাধিকারী হওয়া।
২০. কুরআনের আলোকে জীবনকে উন্নত করা ও উন্নতি লাভ করা।
২১.কুরআনকে (যবান, স্মৃতি ও বাস্তব জীবনে) বহন করা।

এই হলো হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থ। কিন্তু শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী ও বিবেকবান বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রশ্ন করছি- আমরা কি এভাবে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করি? যদি না করি, তাহলে আমাদের অবস্থান কোথায়?

● মুফাস্‌সিরগণের দৃষ্টিতে হক আদায় করে তিলাওয়াত করার অর্থ

এবার আমরা দেখবো, যারা কুরআন মজীদের তরজমা ও তফসির লিখেছেন, তাঁরা উপরোক্ত আয়াতটির অর্থাৎ হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার কী অর্থ ও তাৎপর্য লিখেছেন?

www.nagorikpathagar.org

১. শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান[৫]

তরজমাঃ "সেইসব লোক যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পড়ে, পড়ার যে হক রয়েছে তা আদায় করে। তারাই এর প্রতি একীন রাখে। আর যারা এটাকে অস্বীকার করে, তারা হলো সেইসব লোক যারা ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবে।"

২. মুফতি মুহাম্মদ শফীঃ মা'আরিফুল কুরআন[৬]

"আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে।"

- যথাযথভাবে পাঠ করে মানে- বোধশক্তিকে বিষয়বস্তু হৃদয়ংগম করার কাজে নিয়োগ করে এবং ইচ্ছা শক্তিকে সত্যের অনুসরণে ব্যবহার করে।

৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ তাফহীমুল কুরআন[৭]

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা তার উপর সাচ্চা দিলে ঈমান রাখে।"

- তারা সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহর কিতাব পড়ে। তাই আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে যা সত্য তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়।

৪. Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali & Dr. Muhammad Muhsin Khan: The Noble Qur'an- English Translations of the meanings and commentary.[৮]

"Those (who embraced Islam from Bani Israel) to whom We gave the book [the Taurat (Torah)] [or those (Muhammad's companions) to whom We have given the book (the Quran)] recite it (i.e. obey its orders and follow its teachings) as it should be recited (i.e. followed), they

---

৫. শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান ছিলেন দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম। তিনি উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমা লিখে গেছেন। সেই তরজমার সাথে তফসির লিখেছেন- আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানি। এটি তাফসিরে উসমানি নামে খ্যাত।

৬. উর্দু থেকে মহিউদ্দিন খান কর্তৃক অনুবাদ।

৭. উর্দু থেকে আব্দুল মান্নান তালিব কর্তৃক অনূদিত।

৮. Published from King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, Madina, KSA

www.nagorikpathagar.org

are the ones who believe therein. And whoso disbelieve in it (the Quran), those are they who are the losers."

৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা সেটির (সেই কিতাবের) হক আদায় করে পাঠ করে।"

- 'যাদেরকে কিতাব দিয়েছি' বলে এখানে ইহুদি এবং খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। এমত কাতাদা র.-এর। ইবনে জরীরও এ মতকে সমর্থন করেছেন। তবে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন- এখানে রসুলুল্লাহ সা.-এর সাথিদের বুঝানো হয়েছে।"

- 'হক আদায় করে পাঠ করার তাৎপর্য সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন: সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, হক আদায় করে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করার মানে- তার হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করা, তার হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা, আল্লাহ তাকে যেভাবে নাযিল করেছেন সেভাবে তাকে পাঠ করা, তার বক্তব্যকে বিকৃত ও স্থানচ্যুত না করা এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা না করা।"

- হাসান বসরি র. বলেছেন, কিতাবকে হক আদায় করে তিলাওয়াত করা মানে: তার মুহকাম আয়াতসমূহের উপর আমল করা, মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখা এবং যেসব স্থানে বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হবে, তা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা।

- সুফিয়ান সওরী র. ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর কিতাবকে হক আদায় করে তিলাওয়াত করা মানে- যথাযথভাবে তার অনুসরণ ও অনুবর্তন করা।

- উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন, এখানে সেসব কুরআন পাঠকারীদের কথা বলা হয়েছে, যারা পাঠকালে রহমতের আয়াত উচ্চারণ করলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত প্রার্থনা করে আর শাস্তির আয়াত উচ্চারণ করলে সাথে সাথে আল্লাহর শাস্তি থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়।

- মূলত রসুলুল্লাহ সা. থেকেই অনুরূপ তাৎপর্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে।[৯]

---

৯. আরবি থেকে আমাদের অনুবাদ।

www.nagorikpathagar.org

৬. The Holy Quran English Translations of the meanings and commentary by Abdullah Yusuf Ali.

Those to whom we have given
The Book study it as it
Should be studied: They are
The ones that believe therein,-"

৭. আল কুরআনুল কারীম উর্দূ অনুবাদ ও তফসির: অনুবাদ-মুহাম্মদ জুনাগড়ী। তফসির- সালাউদ্দীন ইউসুফ।[১০]

"আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি এবং তারা তাকে পড়ার হক আদায় করে পড়ে, তারাই এই কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে।"

- 'তারা তাকে পড়ার হক আদায় করে পড়ে'- এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন:

১. অত্যন্ত মনোযোগ ও মনোনিবেশ সহকারে পড়ে। জান্নাতের আলোচনা এলে জান্নাত প্রার্থনা করে, জাহান্নামের আলোচনা এলে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।
২. এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মানে আর আল্লাহর বাণীকে বিকৃত ও স্থা নচ্যুত করেনা।
৩. এর বক্তব্য ও শিক্ষা হুবহু অন্যদের কাছে পৌঁছায় এবং হুবহু অন্যদের শিক্ষা দেয়, কোনো কিছুই লুকায়না।
৪. এর মুহকাম কথাগুলোর প্রতি আমল করে, মুতাশাবিহাত এর প্রতি ঈমান রাখে আর যা কিছু বুঝে আসেনা, তা জ্ঞানীদের নিকট থেকে বুঝে নেয় বা সমাধান করে নেয়।
৫. এই কিতাবের প্রতিটি কথা মেনে নেয় এবং মেনে চলে। (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর)

- প্রকৃত ব্যাপার হলো, পড়ার হক আদায় করে পড়ার মধ্যে এই সবগুলো তাৎপর্যই নিহিত রয়েছে।[১১]

● হক আদায় করে কুরআন পাঠ করার তাৎপর্য

কুরআনের কয়েকটি অনুবাদ ও তফসির থেকে আমরা এখানে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থ ও তাৎপর্য উল্লেখ

---

১০. মদিনাস্থ বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত

১১. উর্দু থেকে আমাদের অনুবাদ।

www.nagorikpathagar.org

করলাম। আল কুরআনের বিজ্ঞ অনুবাদক ও মুফাসসিরগণের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, 'হক আদায় করে' কুরআন তিলাওয়াত করা মানে-

০১. সঠিক পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করা। (শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান)
০২. যথাযথভাবে পাঠ করা। (মুফতি মুহাম্মদ শফী)
০৩. বোধশক্তিকে বিষয়বস্তু হৃদয়ংগম করার কাজে নিয়োগ করে পাঠ করা। (ঐ)
০৪. ইচ্ছা শক্তিকে পঠিত সত্যের অনুসরণে নিয়োগ করা। (ঐ)
০৫. সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহর কিতাব পাঠ করা। (মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)
০৬. আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে যা সত্য, তাকেই সত্য বলে মেনে নেয়া। (সাইয়েদ মওদূদী)
০৭. To obey its orders and follow its teachings as it should be followed (Dr. Hilali & Dr. Muhsin Khan)
০৮. কুরআনের হালালকে হালাল হিসেবে এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা। (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.: সূত্র ইবনে কাসীর)
০৯. আল্লাহ যেভাবে কুরআন নাযিল করেছেন, সেভাবে পাঠ করা। (ঐ)
১০. কুরআনের বক্তব্যকে বিকৃত ও স্থানচ্যুত না করা। (ঐ)
১১. কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা না করা। (ঐ)
১২. কুরআনের যথাযথ অনুসরণ ও অনুবর্তন করা। (সুফিয়ান সওরী: সূত্র - ইবনে কাসীর)
১৩. রহমতের আয়াত পাঠকালে রহমতের প্রার্থনা করা ও শাস্তির আয়াত পাঠকালে শাস্তি থেকে পানাহ্ চাওয়া। (হযরত উমর রা.: সূত্র ঐ)
১৪. মনোযোগ ও মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা। (সালাহুদ্দীন ইউসুফ: বাদশাহ ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স মদিনা)
১৫. জান্নাতের আলোচনা এলে জান্নাতের প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আলোচনা এলে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া। (ঐ)
১৬. কুরআনের বক্তব্য ও শিক্ষা হুবহু অন্যদের কাছে পৌঁছানো, অন্যদের শিক্ষাদান করা এবং এর কোনো কিছুই না লুকানো। (ঐ)
১৭. মুহাকাম আয়াতের উপর আমল করা এবং মুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি ঈমান রাখা। (ঐ)
১৮. কোনো অংশ বুঝতে না পারলে কুরআনের জ্ঞানীদের (আলিমদের) নিকট থেকে তা বুঝে নেয়া। (ঐ)

www.nagorikpathagar.org

১৯. কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য মেনে নেয়া। (ঐ)
২০. কুরআনের প্রতিটি কথা মেনে চলা। (ঐ)

এগুলো হলো 'হাক্কা তিলাওয়াতিহি' বা 'হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থ।"

কুরআনের প্রতি যারা ঈমান রাখেন, তারা এভাবেই হক আদায় করে কুরআন পাঠ করেন। এখন আমাকে এবং আপনাকে চিন্তা করতে হবে আমরা কিভাবে কুরআন পাঠ করবো?

● তিলাওয়াত করুন যেভাবে চাঁদ সূর্যকে তিলাওয়াত করে

আল্লাহর রসুল দাউদ আলাইহিস সালামের তিলাওয়াত ছিলো চমৎকার। তিনি যখন আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর তিলাওয়াতের প্রভাবে প্রাণীরাও বিমুগ্ধ ও সম্মোহিত হয়ে পড়তো। তিনি হক আদায় করে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন।

রসুলুল্লাহ সা.-এর তিলাওয়াত শুনে মুমিন, ফেরেশতা এমনকি মুশরিকরাও সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল।[১২] তিনি পূর্ণাংগ হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

সাহাবিগণ হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বিশেষ করে আবু বকর, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কা'আব, মু'আয ইবনে জাবাল, মুসআব ইবনে উমায়ের, আবু মূসা আশআরি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অনেক সাহাবির তিলাওয়াত তো ছিলো চুম্বকের শক্তির মতো আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী।

আমরা মানুষ। আমরা মুহাম্মদ সা.-এর উম্মত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব আল কুরআনকে আমাদের গাইড বা পথ প্রদর্শক (هُدًى) বানিয়ে দিয়েছেন।

- তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য কাজ হলো আমাদের গাইডকে তিলাওয়াত করা।

- চাঁদের গাইড হলো সূর্য। তাই চাঁদ সূর্যকে তিলাওয়াত করে।

১২. দেখুন সহিহ বুখারি। তিনি একবার কাবা প্রাঙ্গনে মুশরিক নেতাদের সমাবেশে সুরা আন নাজম তিলাওয়াত করেলে তখন এ ঘটনা ঘটেছিল।

www.nagorikpathagar.org

- চাঁদ তিলাওয়াতের হক আদায় করে সূর্যকে তিলাওয়াত করে।

- হ্যাঁ, সত্যি চাঁদ সূর্যকে তিলাওয়াত করে। দেখুন আল্লাহর বাণীঃ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا • وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا •

"সূর্যের শপথ, আর শপথ তার আলোর এবং চাঁদের শপথ যখন সে তিলাওয়াত করে সূর্যকে।" (সূরা ৯১ আশ শামস্ঃ আয়াত ১-২)

এখন প্রশ্ন হলো, চাঁদের সূর্যকে তিলাওয়াত করার মানে কি? হ্যাঁ, এর মানে খুব সহজ। মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখে তা হলো–

- সূর্য অস্ত যাবার পরই চাঁদ উদিত বা উদ্ভূত হয়।

- চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। সে সূর্যের আলোকে ধারণ করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

- সে বিশ্ববাসীর জন্যে সূর্যের উত্তরাধিকারী হয়।

- সে সূর্যের আলো ধারণ করে তা বিশ্ববাসীকে বিতরণ করে।

- সে সূর্যের অনুসরণ, অনুকরণ ও পশ্চাদগমন করে।

চাঁদের সূর্যকে তিলাওয়াত করার অর্থ এগুলোই। অর্থাৎ–

১. সূর্যের আলো ধারণ করে উদ্ভূত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠা,

২. সূর্যের উত্তরাধিকারী হওয়া,

৩. সূর্যের আলো ধারণ করে তা বিশ্ববাসীকে বিতরণ করা,

৪. সূর্যের অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুগমন করা।

আমরা তিলাওয়াত শব্দের যে আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করে এসেছি, তাতে এই অর্থগুলোও আছে।

চাঁদের সূর্যকে তিলাওয়াত করার যে অর্থ, মানুষের কুরআন তিলাওয়াত করার অর্থও তাই, বরং মানুষের কুরআন তিলাওয়াত করাটা এর চাইতেও অনেক বেশি অর্থবহ।

তাই আসুন, চাঁদ যেভাবে সূর্যকে তিলাওয়াত করে, আমরাও সেভাবে কুরআনকে তিলাওয়াত করি। বরং আমাদের দায়িত্ব এর চাইতে অনেক ব্যাপক তাৎপর্যবহ কুরআন তিলাওয়াত করা।

• • •

www.nagorikpathagar.org

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ •

"আমার আয়াতসমূহের প্রতি তো কেবল তারাই ঈমান রাখে, যাদেরকে আমার আয়াত শুনিয়ে সতর্ক করা হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে, নিজেদের প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমে তাঁর তাসবীহ করে এবং অহংকার ও দাম্ভিকতায় লিপ্ত হয়না।" (সূরা ৩২ আস সিজদা: আয়াত ১৫)

আমরা বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তির আলোকে বুঝতে পেরেছি, কুরআন বুঝা ফরয। কেবল ফরযই নয়, বরং বড় ফরয। আমরা কিরা'আত এবং তিলাওয়াত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেও দেখেছি, কুরআন পড়া বা তিলাওয়াত করা মানেই বুঝে পড়া বা বুঝে তিলাওয়াত করা। না বুঝে তিলাওয়াত করলে সেটাকে তিলাওয়াতই বলা যায়না।

এ অধ্যায়ে আমরা কুরআনের আলোকে প্রমাণ করবো যে, কুরআন বুঝা ফরয।

● না বুঝলে অনুসরণ করা যায়না

আল্লাহ যখনই কোনো নবির মাধ্যমে কোনো জাতির কাছে কিতাব নাযিল করেছেন, তা করেছেন অনুসরণ, অনুকরণ করার জন্যে এবং সে কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। তিনি এই একই উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে মানুষের জন্যে কুরআন নাযিল করেছেন। একথা তিনি কুরআনেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ • أَن
تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن
دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ • أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا
أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ

সূরা: ৬

www.nagorikpathagar.org

يَصْدِفُونَ عَنْ اٰيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ •

"আর আমি এ কিতাব নাযিল করেছি একটি আশীর্বাদপূর্ণ (blessed) কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (এর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে) আল্লাহকে ভয় করো। এভাবেই তোমরা লাভ করবে অনুকম্পা (mercy)। (এ কিতাব অবতীর্ণের পর) এখন আর তোমরা একথা বলতে পারবে না যে: কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দুটি দলকে (ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে) এবং তারা তাতে কী পাঠ করতো, তাতো আমরা কিছুই জানিনা।" কিংবা এখন আর তোমরা এ অভিযোগ করতে পারবেনা যে: আমাদের প্রতি যদি কিতাব নাযিল হতো, তবে আমরা ওদের চাইতে অধিক সঠিক পথের অনুসারী হতাম।" সুতরাং এখন আর এসব কথা বলার সুযোগ নেই। এখন তো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক সুস্পস্ট প্রমাণ (clear proof) পথনির্দেশ (guidance) এবং অনুকম্পা (mercy) এসেছে। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চাইতে বড় ভুল আর কে করবে? যারা আমার আয়াত (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের এই সত্য বিমুখতার কারণে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবে (evil torment) নিমজ্জিত করবো।" (সূরা ৬ আল আন'আম আয়াত ১৫৫-১৫৭।

- এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কুরআন নাযিল করা হয়েছে অনুসরণ করার জন্যে। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনুসরণ করার জন্যে অবশ্যি কুরআন পড়তে এবং বুঝতে হবে।

- কিতাব নাযিল না করলে না পড়ার, না বুঝার ও অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত অভিযোগ থাকতে পারতো, কিন্তু এখন আর সে অভিযোগ করার সুযোগ নেই।

- এখন যে ব্যক্তি কুরআন বুঝার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না, সে সবচাইতে বড় যালিম (ভুল পদক্ষেপ গ্রহণকারী)। সে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করবে।

কুরআন না বুঝলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা যায় না

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা-ই সত্য সঠিক পথ। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি, কল্যাণ ও

www.nagorikpathagar.org

সাফল্যের পথ। এ জন্যে কুরআন প্রদর্শিত পথ হচ্ছে নূর বা আলো। এ ছাড়া বাকি সব মত ও পথ হচ্ছে অন্ধকার। কারণ বাকি সবই জাহান্নামের পথ। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যেঃ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ •

"হে মুহাম্মদ! এটি একটি কিতাব। আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসো।" (সূরা ১৪ ইব্রাহিমঃ আয়াত ১)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ •

"কাজেই যারা তার (রসুলের) প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তার প্রতি যে নূর (আলো) অবতীর্ণ হয়েছে-তা মেনে চলে, তারাই হবে সফলকাম।" (সূরা ৭ আ'রাফঃ আয়াত ১৫৭)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ •

"তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর দাসের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।" (সূরা ৫৭ আল হাদিদঃ আয়াত ৯)

- এ আয়াতগুলোতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসা।

- যে ব্যক্তি কুরআন বুঝলো না, তার কাছে তো আলো এবং অন্ধকার দুটোই সমান।

- সুতরাং আলো দেখতে হলে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন না বুঝলে আলোতে আসার সুযোগ কোথায়?

● বুঝার জন্যেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে

কুরআন বলছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন যেনো মানুষ কুরআনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, যেনো কুরআন থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করেঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا •

"এরা কি এ কুরআনকে চিন্তাভাবনা ও বিচার বিবেচনা (consider) করে দেখেনা? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে অবশ্যি তারা এতে বক্তব্যের অসংগতি খুঁজে পেতো।" (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৮২)

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ •

"এটি একটি বই। আমরা এটি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। এটি একটি আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ গ্রন্থ আমরা এজন্যে নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং বুঝ-বিবেকওয়ালা লোকেরা যেনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।" (সূরা ৩৮ সোয়াদ: আয়াত ২৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا •

"তারা কি মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে?" (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ: আয়াত ২৪)

মদিনা থেকে প্রকাশিত The Noble Quran-এ এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ:

Do they not then think deeply in the Qur'an, or are their hearts locked up (from understanding it)?

- এই তিনটি আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা এবং মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনা, তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।
- আল্লাহ বলেন, কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে এতে অনেক অসংগতি ও স্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেতো, কিন্তু যারা কুরআন বুঝে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাদের কাছে একথা পরিষ্কার যে, কুরআনে কোনো অসংগতি নেই, কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য নেই। তাই এটি কিছুতেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচিত হতে পারেনা। কেবল আল্লাহর বাণীই এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত (well-order) হতে পারে।

- যারা কুরআন বুঝেনা, তাদের পক্ষে কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণ করার সুযোগ নেই।
- সূরা সোয়াদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কুরআন নাযিলই করা হয়েছে বুঝার জন্যে, চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্যে।
- বলা হয়েছে, বুঝ-বুদ্ধিওয়ালা লোকেরাই কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।
- সূরা মুহাম্মদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা, তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

সম্মানিত পাঠকগণের ভেবে দেখার জন্যে বলছি, দেখুন- মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে; কিন্তু এই অংগগুলো দিয়ে বুঝতেও পারেনা, উপলব্ধিও করতে পারেনা। মানুষ বুঝে ও উপলব্ধি করে তার অন্তর ও মন-মস্তিস্ক দিয়ে।

যারা তাদের মন-মস্তিস্ক কাজে লাগায়না, তাদের চোখ কি দেখলো তার খবর তারা রাখেনা। তাদের কান কী শুনলো, সে খবর তারা রাখেনা। তাদের শরীরে কিসের স্পর্শ লাগলো, সে বোধ তাদের থাকেনা। তাদের মুখ কী পাঠ করলো তাদের মর্মে তা পৌঁছেনা। এ জন্যেই বলা হয়েছে– তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

যারা বুঝার চেষ্টা করেনা, মন-মস্তিস্ক খাটায়না এবং বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায়না, তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ • مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ •

“আর যখন তাদের বলা হয়: আল্লাহ (কুরআনে) যে বিধান নাযিল করেছেন, তোমরা তা মেনে চলো।” তখন তারা বলে: ‘আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা সে পথেই চলবো।” আচ্ছা,

তাদের বাপ-দাদারা যদি বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে না থাকে এবং সঠিক পথ লাভ করে না থাকে, তবু কি তারা তাদের অনুসরণ করবে? যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক চলতে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হলো রাখালের পশু। রাখাল তার পশুকে ডাকে, কিন্তু তার পশু তার ডাকাডাকির শব্দ (আওয়াজ) ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (বুঝেনা)। আসলে এই লোকেরা কালা, বোবা, অন্ধ। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারেনা।' (সূরা ২ আল বাকারাঃ আয়াত ১৭০-১৭১)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ •

"আমি তাদের কান দিয়েছিলাম, চোখ দিয়েছিলাম, অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর আয়াতকে অমান্য-অস্বীকার করার কারণে তাদের কান তাদের কোনো উপকার করেনি, তাদের চোখ তাদের কোনো উপকার করেনি, আর না তাদের অন্তর তাদের কোনো কাজে এসেছে।" (সূরা ৪৬ আল আহকাফঃ আয়াত ২৬)

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ •

"আসলে তাদের চোখ অন্ধ নয়, বরং অন্ধত্ব চেপে বসেছে তাদের বুকের মধ্যকার অন্তরে।" (সূরা ২২ আল হজ্জঃ আয়াত ৪৬)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا • وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا •

"তুমি যখন কুরআন পড়ো, তখন আমরা তোমার ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিই এবং তাদের অন্তরের উপর আবরণ ছড়িয়ে দিই যাতে করে তারা তা (কুরআন) না বুঝে, তাছাড়া তাদের কানেও তালা লাগিয়ে দিই।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈলঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ •

"কখনো নয়, বরং আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে।" (সূরা ৮৩ মুতাফ্‌ফিফীন: আয়াত ১৪)

- এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, তারা তাদের বিরোধিতার কারণে কুরআনকে হৃদয়ংগম করতে পারেনা, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনা।
- যারা অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ উচ্চারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে, তাদের উপমা হচ্ছে রাখালের ভেড়া, যারা রাখালের কথার শব্দ শুনে, কিন্তু মর্ম বুঝেনা।
- যারা অর্থ ও মর্ম না বুঝে কুরআন পড়ে, তাদের ও কুরআনের মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলে আছে। তারা কুরআনের শব্দ শুনে, তবে কুরআনকে দেখেনা।

● কুরআন গোপন করা মহাপাপ

অতীতে ইহুদি খৃষ্টানদের ধর্মীয় পুরোহিতরা তাদের ইচ্ছামতো আল্লাহর কিতাবকে রদবদল করতো। তাদের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর আয়াতগুলোকে তারা গোপন রাখতো এবং মনগড়া নিয়ম-কানুন জনগণের উপর চাপিয়ে দিতো।

তারা আরেকটি বিরাট অপরাধ করছিল। সেটা হলো, তারা নিয়ম চালু করে যে, আল্লাহর কিতাব বুঝা এবং বুঝানোর দায়িত্ব শুধু ধর্মীয় পুরোহিতদের। জনগণকে আল্লাহর কিতাব বুঝা থেকে দূরে থাকতে হবে। জনগণ শুধু পুরোহিতদের কথামতো চলবে। এভাবে তারা জনমানুষ থেকে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করে রাখতো।

কিতাবের রয়েছে দুইটি দিক: (১) ভাষা, (২) বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা যে এলাকা থেকে নবি মনোনীত করেছেন, সেখানকার ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। আর কিতাবে তিনি মূলত তাঁর হুকুম-আহকাম, বিধি বিধান তথা দীন ও শরিয়ত নাযিল করেছেন। সুতরাং কিতাবের ভাষা হলো মাধ্যম বা উপায় (means), আর বক্তব্যটাই হলো মূল লক্ষ্য (ends)। তাই-

- কেউ যদি কুরআনের ভাষা পড়লো, কিন্তু বক্তব্য বুঝলোনা, বুঝার চেষ্টা করলোনা, তবে সে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করলো বা ঢেকে রাখলো।

- কেউ যদি কাউকেও কুরআনের হরফের উচ্চারণ বা ভাষার বেবুঝ

পাঠ শিখায় এবং অর্থ ও মর্ম না শিখায়, না বুঝায়, তবে সে কুরআন গোপন করে, কুরআনকে ঢেকে রাখে।

যারা কুরআনকে ঢেকে রাখে, গোপন রাখে, কুরআন দ্বারা যে কোনো অবৈধ জাগতিক স্বার্থ হাসিল করতে তাদের কোনো বাধা থাকেনা। তাই এরা সবচাইতে বড় যালিম, মহা অপরাধী।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ •

"ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে আছে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাক্ষ্য (কিতাব, বিধান) রয়েছে, অথচ সে তা গোপন করে রাখে? জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে গাফিল নন।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৪০)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ • ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ •

"আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, যারা সেগুলো গোপন করে এবং সেগুলো দ্বারা সামান্য পার্থিব স্বার্থ ক্রয় করে, তারা আসলে আগুণ দিয়ে নিজেদের উদর ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেননা। তাদের পবিত্রও করবেননা। আর তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। আসলে এরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে আর ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। কী অদ্ভুত এদের কান্ড, তারা জাহান্নামের আযাব বরদাশ্‌ত করার জন্যে এরকম দৃঢ়তা দেখাচ্ছে! এর কারণ হলো, আল্লাহ সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করার পরও যারা তাঁর কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, তারা বাড়াবাড়ি করে অনেক দূরে সরে গেছে।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৭৪-১৭৬)

কুরআনের অর্থ না বুঝা এবং না বুঝানো, না জানা এবং না জানানো, না শিখা এবং না শিখানো দ্বারা কুরআন গোপন করা হয়। কারণ, আল্লাহ্ তো কুরআন মানুষের জন্যে জীবন পদ্ধতি হিসেবে নাযিল করেছেন। আর এভাবে মানুষের জন্যে আল্লাহর পাঠানো জীবন পদ্ধতি গোপন করা হয়ে থাকে। ভাষা উচ্চারিত হয়, কিন্তু বক্তব্য ঢাকা পড়ে (covered) থাকে।

এভাবে লোকেরা আল্লাহর কিতাবকে ঢেকে রাখে এবং গোপন করে। কিন্তু এরা কারা? কারা আল্লাহর কিতাবকে গোপন করে? কেন করে? এরা হলো:

০১. আল্লাহ্ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন, যারা তা জানেনা এবং জানার চেষ্টা করেনা, তারা শব্দ ও ভাষার ঢাকনা খুলে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝার চেষ্টা করেনা। এরা নিজেদের কাছে কুরআনকে গোপন করে, ঢেকে রাখে।

০২. যারা নিজেরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে, কিন্তু মানুষকে বুঝায়না, তারা কুরআনকে গোপন করে। মানুষ যাতে জানতে না পারে, সেজন্যে ঢেকে রাখে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ও জীবন পদ্ধতিকে।

০৩. যারা কুরআনের অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা বুঝাতে ও প্রচার করতে নিষেধ করে, বাধা দেয়, তারা ক্ষমতার দাপটে কিংবা বল প্রয়োগ করে অথবা সন্ত্রাস করে অথবা প্রতারণা করে কুরআনকে ঢেকে রাখে, চাপা দিয়ে রাখে।

০৪. কুরআনের আদর্শ ও বিধানসমূহ হলো বিমূর্ত ধারণা (abstract idea)। আল্লাহ্ তা নাযিল করেছেন মানুষের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। যারা কুরআনকে নিজেদের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করেনা এবং প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-সংগ্রাম ও আন্দোলন করেনা, তারা কুরআনকে গোপন করে।

০৫. যারা মনে করে এবং বলে, কুরআন বুঝা এবং বুঝানো অমুক শ্রেণীর লোকদের দায়িত্ব কিংবা এটা আমাদের কাজ নয় অথবা এটা সাধারণ মানুষের কাজ নয়- তারা কুরআনকে গোপন করে।

লোকেরা কেন কুরআনকে গোপন করে? আসলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন কারণে কুরআনকে গোপন করে:

০১. একদল লোক কুরআন গোপন করে অজ্ঞতার কারণে।

০২. একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য না জানার কারণে।

www.nagorikpathagar.org

০৩. একদল লোক কুরআন গোপন করে অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে।

০৪. একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআনের বিনিময়ে জাগতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্যে।

০৫. একদল লোক কুরআন গোপন করে জনগণকে অজ্ঞ রেখে তাদের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে।

০৬. একদল লোক কুরআন প্রকাশ হতে বা প্রকাশ করতে বাধা দেয় নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে, অর্থাৎ আদর্শিক শত্রুতা বশত।

০৭. একদল কুরআন প্রকাশ করতে বাধা দেয় নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে।

০৮. একদল লোক কুরআন গোপন করে- কুরআন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম করলে মানুষ তাদের শত্রু হয়ে যাবে এই ভয়ে।

০৯. একদল লোক কুরআন বুঝা, বুঝানো, চর্চা করা, প্রচার করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন না করে কুরআন গোপন করে মানুষের তিরস্কারের ভয়ে। মানুষ তাকে মোল্লা, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে গালি দেবে-এই ভয়ে।

১০. এছাড়াও বিভিন্ন কারণ ও অজুহাতে লোকেরা কুরআন গোপন করে এবং ঢেকে রাখে।

আমরা উপরে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি, সেখানে যারা আল্লাহর কিতাব গোপন করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে:

১. তারা সবচাইতে বড় যালিম, অপরাধী।
২. আল্লাহ তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গাফিল নন।
৩. তারা নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করছে।
৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেননা।
৫. তাদেরকে তাদের অপরাধ থেকে পবিত্র (মুক্ত) করবেন না (তাদের অপরাধ মাফ করবেন না)।
৬. তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।
৭. তারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করছে।
৮. তারা ক্ষমা লাভের বিনিময়ে শাস্তি গ্রহণের পথ বেছে নিয়েছে।
৯. তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবার ব্যাপারে অনমনীয় থেকেছে।

- হে বিবেকবান সুধীজন! আসুন আমরা সতর্ক হই। আসুন, আমরা

কুরআন গোপন রাখার পথ বর্জন করি। এখন থেকে কুরআনকে নিজেদের কাছে এবং সর্বজনের কাছে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। আসুন, আমরা অতীতের ভুলের জন্যে তওবা করি।

- আসুন, আমরা জাতিকে সতর্ক করি, সজাগ করি।
- আসুন, আমরা সত্য প্রকাশ করি।
- আসুন, আমরা কুরআনের ঢাকনা খুলে দিই।
- আসুন, আমরা কুরআনের সত্যিকার বাহক হই।
- আসুন, আমরা কুরআনকে আমাদের দিশারী (guide) বানাই।

• কুরআন বুঝা সহজ

- কুরআন বুঝা কঠিন নয়, সহজ।
- কুরআন অতিমানবীয় কোনো ভাষায় নাযিল করা হয়নি।
- কুরআন মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে।
- কুরআন কোনো মৃত ভাষায় নাযিল করা হয়নি।
- কুরআনের ভাষা আরবি ভাষা এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা।
- আরবি অন্যতম বিশ্বভাষা।
- কুরআনের ভাষা আরবি এক জীবন্ত ও দ্রুত প্রসারমান ভাষা।
- বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের বহু দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর প্যাকেটের গায়ে এবং ম্যানুয়্যালেও ব্যাপকহারে আরবি ও ইংরেজি নির্দেশিকা লেখা থাকে।
- আরবি ভাষা কেবল মুসলিমরাই নয়, অমুসলিমরাও ব্যাপকহারে শিখছে এবং শিখাচ্ছে।
- আরবি ভাষা বেশ কয়েকটি উন্নত দেশের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা।
- আরবি ভাষার দেশগুলোতে সারা বিশ্বের মানুষই চাকুরি বাকুরি করে।

তাই এমন জীবন্ত, প্রচলিত ও প্রসারমান একটি বিশ্বভাষা আরবি ভাষা শিখা কিছুতেই কোনো কঠিন কাজ নয়, যেমন কঠিন কাজ নয় ইংরেজি ভাষা শিখা।

অপরদিকে যেহেতু মুসলিমদের জন্যে কুরআন বুঝা ফরয, সেজন্যে অবশ্য কর্তব্য কাজ হিসাবে তাদেরকে কুরআনের ভাষা বুঝা নিজেদের জন্যে সহজ করে নিতে হবে। যেমন চাকরি-বাকরিসহ বিভিন্ন জাগতিক প্রয়োজনে লোকেরা ইংরেজি ভাষা বুঝা নিজেদের জন্যে সহজ করে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

নিরক্ষর লোকদের কথা ভিন্ন। কিন্তু সাক্ষর ও শিক্ষিত লোকদের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে কুরআনের ভাষা শিখা জরুরি। না শিখার কোনো যুক্তিসংগত কারণ তাদের কাছে নেই।

সব শিক্ষিত ব্যক্তিই কুরআনের ভাষা সহজে শিখতে পারেন। কারণ, আরবি ভাষার মধ্যেও আবার কুরআনের ভাষা সহজ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সহজে বুঝার মতো করেই কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ •

"আমরা এ কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় এটি বুঝার এবং এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?'

- এ আয়াতটি সূরা (৫৪) আল কামারে চার বার উল্লেখ হয়েছে। আয়াত নম্বর যথাক্রমে ১৭, ২২, ৩২, ৪০।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ •

"(হে মুহাম্মদ!) অবশ্যি আমি এ কুরআনকে তোমার বাক প্রক্রিয়ায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে লোকেরা সহজেই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা ৪৪ আদ দুখান: আয়াত ৫৮)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا •

"(হে মুহাম্মদ!) তোমার বাক প্রক্রিয়ায় আমরা এই বাণী (কুরআন)-কে সহজ করে দিয়েছে, যাতে করে তুমি এর দ্বারা বিবেকবান-ন্যায়পরায়ণ লোকদের সুসংবাদ দান করতে পারো, আর সতর্ক করতে পারো হঠকারী-ঝগড়াটে- তর্কবাগীশ লোকদের।" (সূরা ১৯ মরিয়ম: আয়াত ৯৭)

এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি জিনিস আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো। সেগুলো হলো:

- আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন মানে- কুরআন বুঝা এবং কুরআনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে সহজ করে দিয়েছেন।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন কুরআন থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে।

www.nagorikpathagar.org

- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন বিবেকবান-ন্যায়পরায়ণ লোকদের সুসংবাদ প্রদান করার জন্যে।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন হঠকারী ঝগড়াটে কুতর্কে লিপ্ত লোকদের সতর্ক করার জন্যে।
- তিনি আহ্বান জানিয়েছেন-কুরআন থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সব মানুষের জন্যে উপদেশ হিসেবে কুরআন নাযিল করেছেন, সেজন্যেই আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সব মানুষের বুঝার উপযোগী করেছেন। মূলত আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন কুরআন (তথা আল্লাহর কিতাব) শিখা ও শিক্ষাদান করার জন্যেই:

الرَّحْمٰنُ • عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ • خَلَقَ الْاِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ •

"(আল্লাহ) পরম দয়ালু। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন। (সূরা ৫৫ আর রাহমানঃ আয়াত ১-৪)

এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো:

- কুরআন মানব রচিত নয়, স্বয়ং আল্লাহই কুরআন শিখিয়েছেন, তিনিই কুরআন নাযিল করেছেন।

- তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাদের জন্যেই কুরআন নাযিল করেছেন।

- তিনি মানুষকে 'বয়ান' বা বাকশক্তি দিয়েছেন, কথা বলতে শিখিয়েছেন।

- তিনি মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন, কুরআন শিখা ও শিক্ষাদান করার জন্যে। অর্থাৎ কুরআনে তিনি যে জীবন-যাপন পদ্ধতি দিয়েছেন, সেটা শিখা, শিক্ষাদান করা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বাকশক্তি দিয়েছেন।

- 'বয়ান' শব্দ দ্বারা কেবল 'বাকশক্তি' বুঝায়না, সেইসাথে জ্ঞান, বুঝ, বিবেক, মেধা, ইচ্ছাশক্তিও বুঝায়। অর্থাৎ তিনি মানুষকে এগুলো দান করেছেন তাঁর অবতীর্ণ (কুরআনে বা কিতাবে প্রদত্ত) জীবন-পদ্ধতি জানা, বুঝা ও মেনে চলার জন্যে। নিজেদের ইচ্ছা শক্তিকে তার অনুগামী করার জন্যে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা এখানে শুরুতে তাঁর রহমান (পরম দয়ালু) গুণটি উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে এবং বুঝ-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এমনি এমনি বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী করে ছেড়ে দেননি; বরং তাকে জীবন-যাপন পদ্ধতিও শিখাবার ব্যবস্থা করেছেন। একথাটাই কুরআনের অন্যান্য স্থানে আল্লাহ এভাবে বলেছেন:

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى •

"জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রদান করা আমারই দায়িত্ব।" (সূরা ৯২ আল লাইল: আয়াত ১২)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ •

"সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, যেহেতু (মানুষের সামনে) বক্র পথও রয়েছে। তিনি চাইলে তোমাদের (ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা হরণ করে) সবাইকে (অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো বাধ্যতামূলকভাবে) সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৯)

এ আয়াতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন:

- তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে চলার স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন।

- মানুষের চলার জন্যে বক্র-ভ্রান্ত পথও রয়েছে।

- তাই তাকে সঠিক পথ দেখাবার এবং জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি জানাবার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন।

তিনি কুরআনে মানুষকে জীবন-যাপনের সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

এজন্যে তিনি কুরআনকে সহজ-সরল, সুস্পষ্ট ও সত্য-মিথ্যা এবং ভ্রান্ত ও অভ্রান্তের পার্থক্যকারী বানিয়েছেন। একথা তিনি কুরআনে বারবার বলেছেন। যেমন সূরা বাকারায় বলেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ •

“রমযান মাস, এমাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। এতে রয়েছে মানুষের জন্যে সঠিক জীবন-যাপন পদ্ধতি (হুদা)। এ (কুরআন) পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ দেখায় এবং ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।” (সূরা ২ আল বাকারাঃ আয়াত ১৮৫)

এবার ভেবে দেখুন, যেখানে আল্লাহই মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কুরআনের আকারে তার জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি নাযিল করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কুরআন বুঝা, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করাকে কঠিন ও কষ্টসাধ্য করবেন কেন? বাস্তবিকই তিনি এমনটি করেননি। তাই তিনি বারবার বলছেনঃ

- ‘কুরআন পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ দেখায়।”

- ‘কুরআন ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে করে দেয়।”

- ‘আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি।”

- ‘কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

- হায়! যারা আল্লাহর দেয়া জীবন-যাপন পদ্ধতি আল কুরআনকে বুঝার-জানার চেষ্টা করেন না, তারা কতো বদনসীব! তাদের মধ্যে সব চাইতে বড় বদনসীব তারা, যারা জাগতিক কারণে বিদেশী ভাষায় বই পুস্তক পড়ালেখা করে ডিগ্রী অর্জন করেন, বিদেশী ও বিশ্ব ভাষাসমূহ শিখাকে জরুরি মনে করেন, অথচ কুরআন এবং কুরআনের ভাষা শিখার চেষ্টা করেননা!

• • •

www.nagorikpathagar.org

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا •

"তাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন দয়াময় রহমানের আয়াত শুনানো হতো, তখন তারা প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো আর লুটিয়ে পড়তো সিজদায়।" (সূরা ১৯ মরিয়ম: আয়াত ৫৮)

English Translation: Whenever the Signs of (Allah) Most Gracious were rehearsed to them, they would fall down in prostrate adoration and in tears. (Surah 19 Maryam: Verse 58)

• কুরআন গভীর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী

একবার কিছু লোকের আকর্ষণীয় কথাবার্তা শুনে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ নিশ্চয়ই এদের কথাবার্তায় একটা যাদু আছে।"

- হ্যাঁ, অনেক লোকের কথাবার্তায় যাদুর মতো ক্রিয়াশক্তি থাকে। কিছু কিছু বই পুস্তকও আছে, যেগুলো পাঠকের উপর একটা প্রভাব সৃষ্টি করে।

কুরআন একটি গ্রন্থ। এটি মানব রচিত কোনো গ্রন্থের মতো নয়। এটি মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী। মূলত এটি মানুষের জন্যে তাঁর মনোনীত জীবন-যাপন পদ্ধতির বর্ণনা।

- এ গ্রন্থে মানুষের জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ের মৌলিক বর্ণনা রয়েছে।
- মানুষ যা জানে, এ গ্রন্থে সেসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।
- মানুষ ভবিষ্যতে যা জানতে পারবে, এ গ্রন্থে সেসব বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে।
- এ গ্রন্থে মানুষের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সেসব কিছুর বর্ণনা রয়েছে।
- এতে মানুষের কল্যাণ ও সাফল্যের ইতিহাস এবং দিক নির্দেশনা রয়েছে।
- এতে মানুষের অকল্যাণ ও ধ্বংসের কারণ ও ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে।
- এতে মানুষকে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে বাঁচার উপায় বলে দেয়া হয়েছে।
- এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু মানুষ। উদ্দেশ্য- মানুষের কল্যাণ ও সাফল্যের নির্দেশনা প্রদান। এর ব্যাপকতা- মানুষের ইহ ও পরকালীন চিরন্তন জীবন।

www.nagorikpathagar.org

- এর আবেদন সার্বজনীন।

তাই মানুষের স্রষ্টা ও মালিকের প্রেরিত এই মহাগ্রন্থ-

- প্রচন্ড ক্রিয়া শক্তির অধিকারী।
- এ গ্রন্থ মানুষের মন-মস্তিষ্কের উপর গভীর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- এ গ্রন্থ সব জাতির সব মানুষের উপর সমান প্রভাব বিস্তারকারী।
- এ গ্রন্থ সর্বযুগের মানুষের উপর সমানভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে।
- যে যতোটা গভীরভাবে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, এটি তার উপর ততো বেশি প্রভাব বিস্তার করে।
- অন্যান্য বই পুস্তকের মতো মানুষের উপর এর প্রভাব ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী ও সুদূর প্রসারী।
- এ গ্রন্থ শুধু আকর্ষণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারীই নয়, বরং এটি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং মানুষকে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দিয়ে দুর্বিনীত ও সক্রিয় করে তোলে।
- এ গ্রন্থ ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করে তোলে।
- এ গ্রন্থ তার পাঠক ও শ্রোতাকে পেরেশান করে, তাড়িত করে।
- এ গ্রন্থ তার পাঠক ও শ্রোতাকে বিবাদে লিপ্ত করে দেয়, সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড় করে দেয়।

● কুরআন মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি করে

আল্লাহ তায়ালার প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী ভিটামিন, প্রোটিন, শর্করা ইত্যাদি খাদ্য আহার করলে সেগুলো যেমন ব্যক্তির দেহের মধ্যে ক্রিয়া করে, দেহকে পুষ্ট ও সতেজ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি কুরআনের পাঠও একজন মুমিনের মন-মস্তিষ্কের উপর কাজ করে। কুরআন তার ঈমান বৃদ্ধি করে দেয়, তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে এবং দীপ্ত ও সতেজ করে তোলে। তাছাড়া এর ফলে তার মধ্যে অন্যায় অপরাধ প্রতিরোধ করবার মতো প্রাণশক্তি এবং আত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ • الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ • اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا •

সূরা: ০৮

"প্রকৃত ঈমানদার তো তারা, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে

www.nagorikpathagar.org

যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে, আল্লাহর আয়াত (কুরআন) শুনানো হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, যারা কেবলমাত্র তাদের প্রভুর (আল্লাহর) উপরই ভরসা করে, সালাত কায়েম করে এবং আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ করে। হক কথা হলো, আসলে কেবল এ ধরনের লোকেরাই মুমিন।" (সূরা ৮-আল আনফাল: আয়াত ২-৪)

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. তকীউদ্দীন আল হিলালি ও ড. মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত এবং মদিনাস্থ বাদশাহ ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত The Noble Quran-এর অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ:

"The Believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts and when His verses (this Quran) are recited unto them, they (i.e. the verses) increase their faith and put their trust in their Lord (Alone). Who performe salat and spend out of what we have provided them. It is they who are the believers in truth. (Surah 8 Al-Anfal: Verse 2-4)

- এখানে প্রকৃত মুমিনদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এবং তাদের পাঁচটি গুণের কথা বলা হয়েছে:

০১. মহান আল্লাহর কথা আলোচনা করা হলে, তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়।
০২. কুরআনের তিলাওয়াত তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।
০৩. তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে।
০৪. তারা সালাত কায়েম করে।
০৫. আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে তারা ব্যয় করে।

শেষে বলা হয়েছে এরাই সত্যিকারের মুমিন। এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম, কুরআনের তিলাওয়াত সত্যিকারের মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ কুরআন তাদের বিশ্বাস ও মনমগজের উপর ক্রিয়া করে। ফলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

- আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায়, এমনটি যাদের হয়না, তারা সত্যিকারের মুমিন নয়। অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করলে বা শুনলে যার ঈমান বৃদ্ধি পায়না, সে সত্যিকার মুমিন হতে পারেনা।

www.nagorikpathagar.org

যদি প্রশ্ন করা হয়, কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পাবে কী করে? - এর যুক্তিসংগত জবাব হলো-

১. কুরআন বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা এবং

২. তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া- এ দুটোই ঈমানের দাবি।

• কুরআন শিহরণ সৃষ্টি করে এবং দেহ ও মনকে মহান আল্লাহর প্রতি বিগলিত করে

اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ •

"আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বাণী। এটি এমন একটি কিতাব- যার কথাগুলো পুনরাবৃত্ত ও পরস্পরের সমর্থক। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে, এ গ্রন্থ (পাঠ ও শ্রবণ করলে) তাদের লোম শিউরে উঠে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে নিবিষ্ট হয়। এটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সঠিক পথে আনতে পারেনা।" (সূরা ৩৯ যুমারঃ আয়াত ২৩)

- এ আয়াতেও কুরআনের ক্রিয়া শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কুরআনের তিনটি ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

১. প্রথমেই বলা হয়েছে -কুরআন লোমহর্ষক। অর্থাৎ- পড়া বা শুনামাত্রই পাঠক বা শ্রোতার মন মস্তিষ্কে কুরআন এক প্রচন্ড ধাক্কা দেয় - যার ফলে তার শরীরের লোম শিউরে উঠে
২. অত:পর কুরআন তার পাঠক ও শ্রোতার চামড়ার শরীরটাকে কোমল, বিগলিত ও বিনীত করে তোলে এবং
৩. তাদের হৃদয়-মনকে আল্লাহ্র ভয় ও ভালবাসায় ব্যাকুল করে তোলে।

এমনটি যাদের হয়, তারাই মূলত কুরআন তিলওয়াত করে ও শ্রবণ করে।

কিন্তু কুরআন যাদের উপর এভাবে ক্রিয়া করেনা, তারা তাদের কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ দ্বারা কী ফল লাভ করবে?

নিজ জননীকে 'মা' বলে ডাকার মুহূর্তে যার অন্তরে মায়ের প্রতি মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়না- সে তো আসলে মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সে মুখে 'মা' উচ্চারণ করলেও তার অন্তরে মা নেই, নেই মায়ের প্রতি ভালোবাসা।

● কুরআন মুমিনদের জন্যে নিরাময় ও রহমত

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا •

"আর আমরা কুরআনে এমনসব বিষয় অবতীর্ণ করি, যাতে মুমিনদের জন্যে রয়েছে নিরাময় ও রহমত। আর এ কুরআন যালিমদের জন্যে ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা।" (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ৮২)

০১. কুরআন মুমিনদের নিরাময় করে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস ও চরিত্রে যেসব ব্যাধি থাকে, কুরআন সেগুলো দূর করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়।

০২. কুরআন মুমিনদের রহম ও অনুকম্পা করে। অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে কল্যাণ ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করে।

০৩. কুরআন যালিমদের জন্যে ক্ষতি বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ যারা কুরআনকে উপেক্ষা করে, তারা এর ফলে নিজেদের চিরন্তন জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। এই উপেক্ষার পথে তারা যতোটা অগ্রসর হতে থাকে, ততোটাই নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি বৃদ্ধি করতে থাকে।

পজিটিভ ও নেগেটিভ এই দু'টি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবশ্যি কুরআন করে থাকে।

● কুরআন জিনদের উপরও ক্রিয়া করে

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا • يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا •

"হে মুহাম্মদ বলো: আমার কাছে অহি করা হয়েছে যে একদল জিন মনোযোগ সহকারে শুনেছে। পরে তারা নিজেদের জাতির লোকদের কাছে গিয়ে বলেছে: আমরা এমন এক বিস্ময়কর চমৎকার (wonderful) কুরআন শুনে এসেছি যা সত্য ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন

করে। আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এখন থেকে আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকেও শরিক করবোনা।" (সূরা ৭২ জিন: আয়াত ১-২)

- বুঝা গেলো, কুরআন মুশরিক জিনদের বিবেককেও নাড়া দিয়েছে। তারা কুরআন শুনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছে।

- শুধু তাই নয়, কুরআন জিনদের মনে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তাদের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তারা ঈমান এনেছে, শিরক পরিত্যাগ করেছে।

● কুরআন আসমান, যমীন এবং পাহাড়ের উপরও ক্রিয়া করে

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ •

"আমরা যদি এ কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপরও নাযিল করতাম, তুমি অবশ্যি দেখতে পেতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে নুয়ে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমরা মানুষের সামনে এসব উপমা এজন্যে পেশ করছি, যাতে করে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।" (সূরা ৫৯ আল হাশর: আয়াত ২১)

প্রায় অনুরূপ একটি আয়াত আছে সূরা আহযাবে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۖ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا •

"আমি আকাশরাজি এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে এই আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম; তারা এই (দায়িত্ব) বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং এর জন্য ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ এ (আমানতের দায়িত্ব) ঘাড়ে তুলে নেয়। নি:সন্দেহে সে বড় অবিচারক ও অজ্ঞ।" (সূরা ৩৩ আল আহযাব: আয়াত ৭২)

- পয়লা আয়াতটিতে বলা হয়েছে কুরআনকে যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হতো, তবে পাহাড় ভয়ে নুয়ে পড়তো এবং ফেটে চৌচির হয়ে যেতো।

- দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 'এই আমানত' আসমান, যমীন এবং

পাহাড়কে অফার (offer) করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ভয়ে অপারগতা প্রকাশ করে।

- দ্বিতীয় আয়াতে যে 'আমানত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলো মূলত 'দীন ও শরিয়ত' আকারে প্রদত্ত আল্লাহ্ তায়ালার খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা। নবিগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে এবং সর্বশেষ কিতাব আল কুরআনে এই ব্যবস্থারই বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর আমানতের দলিল।

- আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে যে আমানতের দায়িত্ব নাযিল করেছেন, তা এক বিরাট ভারী দায়িত্ব। এ দায়িত্বের অফার পেয়ে আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়েরা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল।

- আল্লাহ তায়ালার নির্দেশাবলির গুরু দায়িত্ব সম্বলিত সেই মহাগ্রন্থ আল কুরআন পাঠ করে কি আমরা ভয়ে কেপে উঠি?

- যদি আমরা এ কুরআন পাঠ করে ভয়ে কেঁপে না উঠি, তবেতো অজ্ঞতার কারণে নিজেদের প্রতি ভয়াবহ যুল্‌ম (অবিচার) করছি।

● কুরআন এক ভারী কালাম

আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত গুরুভার দায়িত্ব সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি যাঁর উপর কুরআন নাযিল করেছেন, সেই মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.-কে কুরআন নাযিলের শুরুর দিকেই বলে দেন:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا •

"অবশ্যি আমরা শীঘ্রি তোমার প্রতি এক ভারী বাণী নাযিল করবো।" (সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল: আয়াত ৫)

- এ আয়াতের 'কাওলান ছাকিলা' মানে-ভারী কালাম বা ভারী বাণী।
- ভারী বাণীর প্রাথমিক অর্থ-কুরআন।
- এর অন্তর্নিহিত মর্মার্থ হলো- বিশেষ চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নৈতিক আদর্শ। এক কথায় ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে এখানে ভারী কালাম বলা হয়েছে, যার বর্ণনা সম্বলিত দলিল হলো- আল কুরআন।

কুরআনকে কেন ভারী কালাম বলা হয়েছে, এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির আল উস্তায সাইয়েদ মওদূদী র. লিখেছেন:

"কুরআনকে 'ভারী বাণী' বলার কারণ হলো- এতে প্রদত্ত নির্দেশ

www.nagorikpathagar.org

অনুসারে কাজ করা, এতে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির বাস্তব নমুনা হিসেবে নিজেকে পেশ করা, বিশ্ব মানুষের কাছে এর আহ্বান পৌঁছে দেয়া এবং এর ভিত্তিতে মানব সমাজের আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভংগি, চিন্তা-চেতনা, নৈতিক চরিত্র, জীবন যাপন পদ্ধতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গোটা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ও বিপ্লব সংঘটিত করা এমন এক কাজ, যার চাইতে কঠিন ও গুরুভার কাজের কল্পনাও করা যায়না। এজন্যেই কুরআনকে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে। এ বাণী অবতরণের ভার বহন করাটাও ছিলো এক কঠিন ও গুরুভার কাজ। যায়েদ বিন সাবিত রা. বর্ণনা করেনঃ একবার অহি (কুরআন) নাযিল হবার সময় রসুলুল্লাহ্ সা. আমার ঊরুর উপর তাঁর ঊরু ঠেকিয়ে বসা ছিলেন। তখন আমার ঊরুতে এমন প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল, আমার ঊরু এখনই ভেঙ্গে যাবে।" উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেনঃ 'আমি প্রচণ্ড শীতের সময় রসুল সা.-এর প্রতি অহি (কুরআন) নাযিল হতে দেখেছি, তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো।" (বর্ণনাঃ বুখারি, মুসলিম, মালিক, তিরমিযি, নাসায়ী)। অপর এক বর্ণনায় উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেনঃ উটের উপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখন রসুল সা.-এর প্রতি অহি নাযিল হতো, তখন উট তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহি অবতরণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া করতে পারতোনা। (বর্ণনাঃ আহমদ, হাকিম, ইবনে জরীর[১])"

প্রকৃত কথা হলো, কুরআন কোনো পরিমাপের ওজনী জিনিস নয়, যার কারণে রসুল সা. একে ভারী বোধ করছিলেন। বরং এর মাধ্যমে যে বিধান নাযিল হচ্ছিল, সেটার বাস্তবায়নটা ছিলো ভারী ও কঠিন। সে ভারবোধের কারণেই রসুল সা. ঘেমে যেতেন, কেঁপে উঠতেন।

• কুরআন রসুল সা.-কে জীবনের প্রতি বেপরোয়া বানিয়ে দেয়

কুরআন যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনে তারা কুরআনে নির্দেশিত গুরুদায়িত্ব পালনে এতোটা পেরেশান হয়ে পড়েন যে, তাঁরা নিজেদের জীবনেরও পরোয়া করেননা। স্বয়ং রসুল সা.-এর অবস্থা ছিলো এরকমঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا •

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুযযাম্মিল,টীকা-৫।

"হে মুহাম্মদ! তারা যদি এ বাণীর (কুরআনের) প্রতি ঈমান না আনে, তবে তুমি হয়তো (তাদের অকল্যাণ হবে এই) দুশ্চিন্তায় নিজের জীবনটাই খোয়াবে।" (সূরা ১৮ আল কাহাফ: আয়াত ৬)

- কুরআন তার বাহককে মানব সমাজকে মহাক্ষতি ও ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধার করে কল্যাণ ও সাফল্যের পথে আনার যে গুরুদায়িত্ব অর্পন করে, এহলো সে দায়িত্ব পালনে পেরেশানির ধরণ। যিনি কুরআন নাযিল করেছেন, এটা স্বয়ং সেই মহান প্রভুর রিপোর্ট। তিনি আরো বলেন:

تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ • لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ •

"এগুলো সুস্পষ্ট আল কিতাবের (আল কুরআনের) আয়াত। তারা (এর প্রতি) ঈমান আনছেনা বলে তুমি যেনো দু:খে-দুশ্চিন্তায় নিজের প্রাণটাকেই জবাই করতে বসেছো।" (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা: আয়াত ২-৩)

কুরআনে প্রদত্ত বিশ্বাস ও বিধানের প্রতি সাড়া না দিলে মানুষ মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই দু:খে ও দুশ্চিন্তায় রসুল সা. নিজের জীবন বাজি রেখেও তাদেরকে এ পথে আনার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন:

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ •

"অতএব (হে নবি!) তুমি ওদের জন্যে দু:খে ও শোকে নিজের প্রাণটাকে নাশ করোনা। তারা যা করছে, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জ্ঞাত।" (সূরা ৩৫ ফাতির: আয়াত ৮)

- উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কুরআন রসুল সা.-এর উপর কতোটা গভীর ক্রিয়া করেছিল। সাহাবায়ে কিরামের অবস্থাও ছিলো তাঁরই অনুরূপ।

● কুরআন উমরের পাষাণ হৃদয়কে গলিয়ে দেয়

হযরত উমর রা. কারো দাওয়াতে নয়, কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরআন পড়ার সাথে সাথে কুরআন তাঁর উপর ক্রিয়া করে।

বিভিন্ন হাদিস ও সীরাত গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, উমর ইবনুল খাত্তাব ছিলেন মক্কায় রসুলুল্লাহর শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠ সাহসী যুবক নেতা।

তিনি আল্লাহর রসুলকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত তলোয়ার হাতে নিয়ে বিদ্যুতের বেগে এগিয়ে চলেন। পথিমধ্যে জানতে পারেন, তাঁর বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সায়ীদ ইবনে যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

পথ পরিবর্তন করে তিনি চলে আসেন বোনের বাড়িতে। ঘরে ঢোকার আগেই ভেতর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পান। ঘরে ঢুকেই মারধর শুরু করে দেন ভগ্নিপতিকে, বোনকে। রক্তাক্ত করেন তাদেরকে। তারা প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন: তুমি যা-ই করনা কেন, আমরা যে সত্যের উপর ঈমান এনেছি, তা থেকে কখনো বিচ্যুত হবোনা।

উমর বোনের শরীরে রক্ত এবং তাদের দৃঢ়তা দেখে লজ্জিত হন। ফলে তারা যে বাণী পড়ছিলেন তিনি তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবমাননা না করার শর্তে তাঁর বোন কুরআন লিখিত একটি চর্ম তাঁর হাতে দেন। এতে লেখা ছিলো সূরা তোয়াহা। সূরার প্রথম থেকে পাঠ শুরু করেন তিনি।

আল্লাহর অমিয় বাণী তিনি পাঠ করছিলেন। এর প্রতিটি কথা মোমের মতো গলিয়ে দিচ্ছিল তাঁর পাষাণ হৃদয়কে। আল্লাহর প্রতিটি বাণী তাঁর অন্তর থেকে অন্ধকার দূর করে জ্বেলে দিচ্ছিল মহাসত্যের আলো।

- পরিবর্তন হয়ে গেলো তাঁর হৃদয়। দূর হয়ে গেলো অন্ধ বিশ্বাস।
- তিনি বেরিয়ে এলেন অন্ধকার থেকে আলোতে।
- হ্যাঁ, কুরআন তার প্রকৃত পাঠকের উপর এভাবেই ক্রিয়া করে।

● কুরআন সম্রাট নাজ্জাশীকে ভীষণ কাঁদিয়েছিল

রসুলুল্লাহ সা. নবি হবার পর মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহবান জানাতে শুরু করেন। প্রথমে কিছুকাল একাজ গোপনে করার পর তৃতীয় বছর থেকে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মানুষকে প্রকাশ্য দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন।

তাওহীদের এই দাওয়াত প্রচলিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সুবিধাভোগীদের স্বার্থে আঘাত হানে। ফলে তারা রসুলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠে। তারা এঁদের উপর

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। তারা মুমিনদের উপর চরম নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

রসুলুল্লাহ সা. তাঁর সাথিদের হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করার পরামর্শ দেন। এটি ছিলো ঈসায়ীদের শাসনাধীন দেশ। এদেশের রাজা নাজজাশী ছিলেন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ন শাসক।

দুই কিস্তিতে ৮৩ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা হিজরত করে হাবশায় চলে আসেন।

এতে মক্কার কাফির নেতারা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা হাবশা থেকে মুসলিমদের ফিরিয়ে আনার জন্যে সম্রাটের কাছে দুজন কুটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠায়।

তারা হাবশায় গিয়ে সম্রাটের পারিষদবর্গকে ঘুষ দিয়ে মুসলমানদের ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে কথা বলতে রাজি করায়। পরে তারা সম্রাটের সাথে সাক্ষাত করে মুসলমানদের ধর্মচ্যুত বিভ্রান্ত যুবক বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠাবার আবেদন জানায়। সম্রাটের পারিষদবর্গও এ আবেদন সমর্থন করে। কিন্তু সম্রাট বলেন, আমি তাদের কথা না শুনে তাদের ফেরত পাঠাবোনা।

ফলে তিনি মুসলমানদেরও দরবারে ডেকে পাঠান। তাঁরা দরবারে এলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি, তোমাদের ব্যাপারটা কী?

জবাবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি মক্কার জাহেলি ধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নৈতিক নোংরামির ছবি তুলে ধরেন। সেই সাথে রসুলুল্লাহ সা.-এর আগমন এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও কর্মের মর্মবাণী সম্রাটের সামনে তুলে ধরেন।

তাঁর বক্তব্য শুনার পর সম্রাট বলেন, তোমাদের নবির প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তার কিছু অংশ শুনাও। হযরত জাফর রা. দরবারে সূরা মরিয়মের প্রথম থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করেন।

সে দরবারে উপস্থিত থাকা অন্যতম মুহাজির হযরত উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেন: জাফর যখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন কুরআন সম্রাটের হৃদয়ের উপর এমনভাবে ক্রিয়া করে যে, তিনি কাঁদতে শুরু করে দেন। কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যায়। জাফর যতোক্ষণ তিলাওয়াত করছিলেন, ততোক্ষণ তিনি এভাবে কাঁদতে

থাকেন। ইন্‌জিল খুলে বসা উপস্থিত ধর্মীয় পুরোহিতরাও কাঁদতে থাকে, এমনকি তাদের অশ্রুতে ইন্‌জিল ভিজে যায়।

হযরত জাফর তিলাওয়াত শেষ করলে সম্রাট কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্য দেন। তিনি বলে উঠেন: ঈসার কাছে যে উৎস থেকে বাণী এসেছিল, এ বাণী সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত।"

অতপর সম্রাট আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেন, আমি তোমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবোনা। তোমরা আমার এখানে শান্তিতে বসবাস করো। যতোদিন ইচ্ছা থাকো।

- একজন বিবেকবান ব্যক্তির উপর কুরআন কিভাবে ক্রিয়া করে এ হলো তার এক জ্বলন্ত নযীর?

● কুরআন প্রতিপক্ষের নেতাদের মধ্যে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

কুরআন শুধু মুমিনদের হৃদয়েই ক্রিয়া করেনা, বরং কুরআন তাদের মধ্যেও প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যারা কুরআন প্রতিষ্ঠাকামীদের প্রতিপক্ষ। কুরআন রিপোর্ট দিচ্ছে:

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ •

"যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পেশ করা হয়, তখন তুমি অমান্যকারীদের চেহারায় একটা নেগেটিভ কদাকার ভাবমূর্তি লক্ষ্য করে থাকো, যেনো তারা এখনই আমার আয়াত পেশকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। (হে নবি!) তুমি তাদের বলে দাও: আমি কি তোমাদের এ আচরণের চাইতেও নিকৃষ্ট জিনিসের সংবাদ দেবো? তাহলো: ভয়াবহ আগুণ! যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে সে আগুণে নিক্ষেপ করার অঙ্গীকার করেছেন, আর সেটা বড়ই নিকৃষ্ট আবাস।" (সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৭২)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ •

"যারা অমান্য করে তারা (জনগণকে) বলেঃ তোমরা এ কুরআন শুনোনা। যেখানেই কুরআন উচ্চারণ করা হবে, সেখানেই হৈ হট্টগোল বাধিয়ে দাও। এভাবেই তোমরা কাটিয়ে উঠতে পারবে এর প্রভাব।" (সূরা ৪১ হামিম আস্ সাজদাঃ আয়াত ২৬)

- হাদিস ও তফসির গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, রসুলুল্লাহ সা. মক্কার হাটে-বাজারে ও বিভিন্ন জনসমাগমে লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। ফলে জনগণের উপর কুরআনের গভীর প্রভাব পড়তো। তারা ইসলাম গ্রহণ করতো এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো।

এ অবস্থা দেখে জাহিলিয়্যতের ঝান্ডাবাহী নেতারা ঘাবড়ে যায়। তাই তারা এ অবস্থা প্রতিরোধের জন্যে বাউন্ডেলে ছেলেপুলেদের লেলিয়ে দেয়। তারা তাদের বলেঃ মুহাম্মদ যেখানেই কুরআন পড়বে, তোমরা সেখানেই গিয়ে হৈ হট্টগোল সৃষ্টি করে দেবে, যাতে করে লোকেরা কুরআন শুনতে না পায়। কারণ, কুরআন শুনলেই তারা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করে, এভাবেই তারা কুরআনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে।

এ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকেত বুঝা গেলো-

- রসুলুল্লাহ সা.-এর সময় কুরআন জনগণের মধ্যে চুম্বকের মতো আকর্ষণ ও পরিবর্তন সৃষ্টি করতো।

- কাফির নেতারাও কুরআনের ক্রিয়া ও প্রভাব স্বীকার করতো।

- তারা জনগণকে কুরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যে যেখানেই কুরআন পাঠ করা হতো সেখানেই হাঙ্গামা বাধাতো।

- এ আয়াত থেকে একথাও বুঝা গেলো, কুরআনের প্রকৃত বাহক ও প্রচারক তারা, যাদের কুরআন প্রচারে প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

● প্রতিপক্ষ কুরআন উৎখাত করতে চায়

কুরআনের শত্রুরা কেবল কুরআনের আওয়াযই বন্ধ করতে চাইতোনা, বরং কুরআন সমাজে সত্যের যে আলো, যে দীপ-শিখা জ্বালায়, তাই নিভিয়ে দিতে চাইতোঃ

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ •

"তারা আল্লাহর নূর (কুরআন)-কে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূর (কুরআন)-কে পূর্ণ (প্রতিষ্ঠা) করেই ছাড়বেন, যদিও কাফিররা বিরোধিতা করবে।" (সূরা ৬১ আসসফ: আয়াত ৮)

কুরআনের প্রভাব থেকে জনগণকে দূরে রাখার জন্য এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে কাফিররা বলতো:

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ • كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ •

"যখন তাকে আমাদের (কুরআনের) আয়াত শুনানো হয়, সে বলে: এ-তো প্রাচীন লোকদের কাহিনী। কখনো নয়, বরং এদের অসৎকর্মের কারণে এদের অন্তরে জং ধরেছে।" (সূরা ৮৩ আল মুতাফ্ফিফীন: আয়াত ১৩-১৪)

- আল কুরআনকে প্রাচীন লোকদের কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়াও একটা প্রতিক্রিয়া।

আসলে এভাবে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামের শত্রুরা আল্লাহ্র নূর বা আল কুরআনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়। যেহেতু কুরআন তাদের অর্থ ও ক্ষমতার মসনদ পাল্টে দেয়ার নির্দেশ দেয়।

• কুরআন প্রতিপক্ষের মানসিক যাতনার কারণ

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ • وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ • وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ •

"আর এ (কুরআন) হচ্ছে আল্লাহভীরুদের জন্যে একটি অনুস্মারক (reminder)। আমরা জানি, তোমাদের (জাতির) মধ্য থেকে কিছু লোক (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকবে। অবশ্যি এ (কুরআন) কাফিরদের জন্যে বড়ই অনুতাপ, অনুশোচনা ও যাতনার কারণ।" (সূরা ৬৯ আল হাক্কাহ: আয়াত ৪৮-৫০)

- কুরআন পৃথিবীর জীবনেও প্রতিপক্ষের জন্যে অনুতাপ, অনুশোচনা ও মানসিক যাতনার কারণ। আর আখিরাতের জীবনেও কুরআন তাদেরকে মানসিক যাতনায় নিষ্পেষিত করবে।

- মূলত কুরআনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুনিয়া এবং আখিরাত পরিব্যাপ্ত।

www.nagorikpathagar.org

● আল্লাহর কিতাব যাদের মধ্যে ক্রিয়া করেনা তাদের উপমা হচ্ছে গাধা

যারা আল্লাহর কিতাব না বুঝে পাঠ করে, কিতাব কেমন করে তাদের মধ্যে ক্রিয়া করবে? আর আল্লাহর কিতাব পাঠ করার এবং বহন করার পরও কিতাব যাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনা, তাদের দৃষ্টান্ত তো হতে পারে কেবল ভারবাহী গাধা। কারণ, গাধা কিতাবের বিরাট বোঝা এক শহর থেকে আরেক শহরে বহন করে নিলেও সে জানেনা তার পিঠে কী জিনিস চাপানো আছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব তাওরাতের বাহক ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন:

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ •

"যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করতে পারেনি, তাদের উপমা হচ্ছে সেইসব গাধা যারা বইয়ের বোঝা বহন করে। এর চাইতেও নিকৃষ্ট উপমা হচ্ছে সেইসব লোকদের যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ এরকম যালিমদের সঠিক পথ দেখাননা।" (সূরা ৬২ আল জুমু'আ: আয়াত ৫)

বাদশাহ ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত The Noble Quran-এ এর অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ:

The likeness of those who were entrusted with the (obligation of the) Taurat (Torah) (i.e. to obey its commandments and to practise its legal laws), but who subsequently failed in those (obligations), is as the likeness of a donkey who carries huge burdens of books (but understands nothing from them). How bad is the example (or the likeness) of people who deny the Ayat (proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc.) of Allah. (Surah 62 Al Jumuah: Verse-5)

আরেক ধরনের লোক আছে যারা কখনো কুরআন পড়ে বুঝে দেখেনি যে, কুরআন কী বলছে? কিসের আহবান জানাচ্ছে? কল্যাণের কথা বলছে, নাকি অকল্যাণের কথা বলছে? এভাবে না পড়ে, না বুঝেই

তারা কুরআন থেকে পালায়, কুরআন থেকে দূরে থাকে। এদের উপমাও হচ্ছে, বন্য গাধার পাল। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ • كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ • فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ •

"এদের কি হলো, এরা কেন এই উপদেশবাণী থেকে পিছন ফিরে দৌড়াচ্ছে? এরা যেনো বন্য গাধা, সিংহের ভয়ে দিক বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। (সূরা ৭৪ মুদ্দাসসির: আয়াত ৪৯-৫০)

- এ আয়াতগুলোর আলোকে বর্তমান যুগের মুসলমানদের ভেবে দেখা উচিত কুরআনের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কী? আমাদের অবস্থান কোথায়? কুরআন কি আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে? করলে বুঝের ক্রিয়া, নাকি না বুঝের ক্রিয়া?

● কুরআন কাঁপিয়ে তুলুক মুমিনের হৃদয়

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ • اعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"ঈমানদারদের জন্যে কি এখনো সেসময় আসেনি যে, তারা আল্লাহর যিকর (reminder i. e the Quran) দ্বারা জেগে উঠবে ও তাঁর অবতীর্ণ মহাসত্যের সামনে অবনত হবে? আর তারা সেসব লোকদের মতো হবেনা, ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, অত:পর একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল, ফলে তাদের অধিকাংশই আজ ফাসিক (সীমালংঘনকারী)। জেনে রাখো, মরে (শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও) আল্লাহ যমীনকে (বৃষ্টি দিয়ে) জীবন দান করেন। আমরা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে পেশ করছি যাতে করে তোমরা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও।" (সূরা ৫৭ আল হাদিদ: আয়াত ১৬-১৭)

- এখানে যিকর মানে কুরআন (দ্রষ্টব্য: কুরতবি, জালালাইন, দ্যা-নবল কুরআন)। বলা হয়েছে যার মধ্যে সামান্য ঈমানও আছে, কুরআন অবশ্যই তার অন্তরকে নাড়া দেবে। তার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলবে।

- তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল হবার একটা দীর্ঘ সময় পরে ইহুদি-খৃষ্টানদের অন্তর আল্লাহ্র এই কিতাবগুলোর ব্যাপারে শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়েছিল, কিতাব পড়লে তাদের অন্তর বিগলিত হতোনা এবং আল্লাহর কিতাব তাদের অন্তরে কোনো ক্রিয়া করতোনা।

- ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে তাদের মতো পাষাণ হৃদয়ের হতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করলে যেনো তাদের অন্তর বিগলিত ও আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়, সেভাবে তাদেরকে কুরআন পাঠ করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। (আর নিঃসন্দেহে বেবুঝ পাঠ দ্বারা এমনটি হওয়া সম্ভব নয়)।

- শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপমা পেশ করেছেন। তিনি খরায় মরে যাওয়া শুষ্ক পাষাণ মাঠকেও বৃষ্টি দিয়ে জীবিত করে তোলেন। শক্ত পাষাণ মাটি বৃষ্টির পানি পেয়ে নরম-বিগলিত হয়ে যায়। গজিয়ে উঠে ফসলের গাছ। চারিদেকে দেখা যায় সবুজের সমারোহ। বের হয় ফসলের শীষ। মানুষ কেটে আনে মাঠ থেকে বেঁচে থাকার জীবিকা।

- এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অহিকে বৃষ্টি ও পানির সাথে তুলনা করেছেন। বৃষ্টি-পানি যেমন মরা শুষ্ক পাষাণ যমীনকে নরম বিগলিত করে ফসল জন্মাবার উপযোগী করে তোলে, তেমনি আল্লাহ্র অহি আল্-কুরআনও মানুষের পাষাণ অন্তরকে বিগলিত করে। আল্লাহর নির্দেশাবলি পালনে ব্যাকুল করে তোলে, যা তার জন্যে পরম কল্যাণকর ও সুফলদায়ক।

- এ আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, কুরআন যাদের অন্তরে ক্রিয়া করেনা, তাদের অন্তর আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে পাষাণ হয়ে গেছে, যেমনটি হয়েছিল ফাসিক আহ্লে কিতাবদের।

আসুন ভেবে দেখি, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কোথায়। আসুন, আমরা সজাগ হই।

• • •

www.nagorikpathagar.org

قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ •

"(হে মুহাম্মদ!) তাদের বলে দাও: আমি তো কেবল সেই অহিরই (অর্থাৎ আল কুরআনেরই) অনুসরণ করি, যা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার কাছে অহি আকারে প্রেরিত হয়েছে। এই গ্রন্থ (আল কুরআন) মূলতই আমার প্রভুর পক্ষ থেকে বিশ্বাসীদের জন্যে অন্তর্দৃষ্টির এক উজ্জ্বলতম আলো, এক অনুপম জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং এক মহা অনুকম্পা।" (সূরা ৭: ২০৩)

● কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি

আল কুরআন সুন্দর মানুষ, আদর্শ সমাজ ও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের সর্বোত্তম মাধ্যম। আল কুরআন সাফল্য ও বিজয় লাভের 'মাষ্টার কী' (Mester Key)। এ শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস খুলে দেখুন।

৬১০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হবার সূচনা থেকে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আল কুরআন কতো যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষকে ইতিহাসের স্বর্ণ শিখরে মর্যাদাশীল করেছে! ইতিহাসের অন্তরালে অবস্থিত কতো যে কবিলা আর কওমকে বিশ্ব ইতিহাসের সোনালি পত্রে স্থান করে দিয়েছে! এ কুরআন মেষ পালের রাখালদের মানবেতিহাসের সেরা মানুষ রূপে গড়ে তুলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জোড়া সাম্রাজ্যের শাসক বানিয়ে দিয়েছে। কালো কুচকুচে ক্রীতদাসদের সুপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত করে অসীম সাহসী সেনাপতির পদে সমাসীন করে দিয়েছে। গোত্র প্রিয় বেদুঈনদের মানবতা প্রিয় ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক, প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বীর সেনাপতি ও কর্মবীর বানিয়ে দিয়েছে।

আল কুরআন ব্যক্তির আত্মগঠন ও সাফল্যের সিঁড়ি। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিকশিত করে উঠাতে পারেন সাফল্যের শিখরে। জাতীয়ভাবে গোটা জাতি কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে

www.nagorikpathagar.org

উন্নতির সর্বোচ্চাসনে। আল কুরআন সেরা ব্যক্তি, সেরা সমাজ ও সেরা জাতি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যে কোনো জাতি আল কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে সাফল্য, গৌরব ও মুক্তির বিশ্বজয়ী মিনারের চূড়ায়।

আমাদের দেশে কুরআন পাঠ করা হয় সাধারণত নেকীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কুরআন কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে পাঠ করলে কুরআন থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে কোনো ফায়দা পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন থেকে ফায়দা পেতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ংগম করতে হবে এবং কুরআনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অনুশীলন করতে হবে।

কুরআন একটি গ্রন্থ, একটি বিমূর্ত জীবন ব্যবস্থা। কেবল অনুশীলনের মাধ্যমেই তা মূর্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই যারা কুরআনকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ ও জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করেন, তাদের জীবনের সব চাইতে বড় কর্তব্য হলো আল কুরআনকে বুঝা ও অনুশীলন করা। এভাবেই সফল ও সার্থক হতে পারে কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য আর উপকৃত হতে পারে মানুষ ও মানব সমাজ। তাই এখানে কুরআন নিয়েই বলতে চাই কিছু কথা। এসব কথা হয়তো অনেকেরই অজ্ঞাত নয়, তবুও ন্যায় কথা নিত্যদিন নজরে আনা অন্যায় নয়।

● মানবতার মুক্তির পথ আল কুরআন

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা, অধিকার কোনো কিছুতেই কেউ অংশীদার নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীসহ গোটা মহাবিশ্বের তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রভু, প্রতিপালক, শাসক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই এবং সবকিছুই অসহায়। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁর সন্তুষ্টিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। মানুষের বিচার করবেন। বিচারে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেছে বলে প্রমাণিত হবে, তিনি তাদের বসবাসের জন্যে দান করবেন অফুরন্ত সুখের সামগ্রীর সুসজ্জিত জান্নাত। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন, চিরকাল।

www.nagorikpathagar.org

বিচারে যারা তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, তাদের তিনি নিক্ষেপ করবেন কঠিন শাস্তির দুঃখময় জাহান্নামে।

মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সা. আল্লাহর আখেরি রসুল। তাঁর মাধ্যমে তিনি নাযিল করেছেন মানবতার মুক্তির নির্দেশিকা আল কুরআন। এ গ্রন্থে তিনি বাতলে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায়। কুরআনের ভিত্তিতে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর নারাজি ও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হয়, তা নিজ জীবনে পুংখানুপুংখরূপে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.। তিনি আল্লাহর পথে চলার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কাজ করার নিখুঁত ও পূর্ণাংগ মডেল।

তাই মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা. এর অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী আল কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে পার্থিব জীবনের সার্বিক সুখ, শান্তি ও কল্যাণ আর পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্য। এটাই মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের শাশ্বত উপায়।

● আল কুরআন জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান

আল কুরআন মানুষের জন্যে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত জীবন যাপনের বিধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হযরত জিবরিল আমীনের মাধ্যমে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি আগা গোড়া এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা-সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যত বাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করতে, সে-ই হয়েছে কুপোকাত। আল কুরআন মানব জাতির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুগ্রহ। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া নির্ভুল পথ নির্দেশ ও শাশ্বত জীবন বিধান।

www.nagorikpathagar.org

• মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোন্‌টি মানুষের কল্যাণের পথ আর কোন্‌টি অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি? কোন্‌টি মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্‌টি মুক্তির? কোন্‌টি শাস্তির পথ আর কোন্‌টি পুরস্কারের? কোন্‌টি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোন্‌টি তাঁর অসন্তুষ্টির? –কুরআনের সব কথা এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধান ও হুকুম জানাবার জন্যে তিনি এক সুন্দর অনুপম নিয়ম করেছেন। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে নবি রসুল নিযুক্ত করেছেন। এই নবি রসুলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ এবং তাঁর হুকুম ও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আল্লাহ পৃথিবীতে আর কোনো নবি পাঠাবেননা। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন।

আল কুরআন মানুষকে আল্লাহর পথ দেখায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখায়। জান্নাতের পথ দেখায়। এ কিতাব জীবনের সকল ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ও লাভ-ক্ষতির কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়। এই মহা গ্রন্থই মানুষের জন্যে সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মাপকাঠি।

আল কুরআনই আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, রিসালাতের মর্যাদা, পরকালীন জবাবদিহিতা এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানবার মূল সূত্র। এ কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। লাভ করতে পারে সত্য সঠিক জীবন বিধান। আজো বিশ্বের সমস্যা নিপীড়িত ও শান্তির অন্বেষী মানবতাকে এ কিতাবই দিতে পারে সুখ শান্তি ও মুক্তির দিশা।

• শিখা অনির্বাণ

এ মহাগ্রন্থে বিষয়-বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় করা হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, সুরের সহৃদয় মূর্ছনায়, ছন্দের সাবলীল সম্মোহনে আর বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদনে পাঠককে ধাবিত করে এক অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে। আলোচ্য বিষয়ের পুনরুক্তি

www.nagorikpathagar.org

ও প্রতিধ্বনিতে এখানে পাঠক কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েনা। গোটা গ্রন্থ বিস্ময়কর বর্ণনা ভঙ্গিতে বাঙময়। পাঠকের সংকীর্ণ হৃদয়ের দুয়ার খুলে তাকে প্রসারিত করে দেয় বিশ্বময়। এখানে প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তা ভোলা যায়না, ভুল হয়না, বার বার শুধু দোলা দেয় পাঠকের হৃদয়ে। প্রতিটি কথাই যেনো সদ্যজাত, অথচ চিরন্তন, চির শাশ্বত। এ এমন আলোকবর্তিকা, যা সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে দিয়ে দিবালোকের মতো জ্যোতির্ময় করে তোলে। দুঃখ বেদনায় মর্মপীড়িত মুমিনের হৃদয়কে সিক্ত করে তোলে প্রশান্তির দুর্নিবার ফল্গুধারায়। এ কিতাব শিখা অনিবার্ণ, শারাবান তহুরা। একবার যে এ কিতাবের অমৃত সুধায় সিক্ত করে নিজের হৃদয়, মৃত্যুঞ্জয়ী সাফল্য চুম্বন করে তার পদযুগল।

● আসুন কুরআন পড়ুন

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক মানুষই এ কিতাবের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত নন। এমনকি মুসলিম সমাজের অবস্থাও করুণ। অনেকেই কুরআন মজীদ পড়তে পারেন, কিন্তু এর মর্ম বুঝতে পারেননা। আবার অনেকেই কুরআন মজীদ পড়তেও শিখেননি। অথচ আল কুরআনই হলো মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত বা জীবন পরিচালনার নির্দেশিকা।

আপনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা, আপনার কাজের জন্যে আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি যে কোনো দৃষ্টিভংগিই পোষণ করুন না কেন, একবার কুরআন পড়ে দেখুন। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করুন। আপনার বিবেক, নিরপেক্ষ মন আর মানবিক যুক্তি যদি এ মহাগ্রন্থকে গ্রহণ করে, তবে আসুন, আপনি এ গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরুন। বিবেক ও যুক্তিকে সম্মান দিন।

আপনি তো কতো গ্রন্থ, কতো বই-পুস্তকই পড়ে থাকেন। সকল বই-পত্রের মতো আল কুরআন পড়বার অধিকারও আপনার আছে। আপনি কেন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত এই মহা গ্রন্থকে উপেক্ষা করছেন? এর ফলে কি আপনি একটি বিরাট জিনিস হারাচ্ছেন না? আপনি সব ব্যাপারেই সক্রিয় হতে পারলে কুরআন পাঠের ব্যাপারে কেন সক্রিয় হতে পারবেননা?

তাই আসুন, কুরআন পড়ুন এবং কুরআনের সত্যতা অকাট্যতা ও

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। বিবেক যদি এটিকে গ্রহণ করে, তবে আপনার পক্ষে বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে?

● কুরআন বুঝুন এবং মেনে চলুন

পৃথিবীতে যতো বই পুস্তক ও গ্রন্থই লেখা হয়, সেটা যেকোনো বিষয়েই লেখা হয়ে থাকনা কেন, হোক তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হোক সমাজ বিজ্ঞান, হোক আইন-কানুন, কিংবা হোক তা অন্য কোনো বিষয়ের, তা মূলত লেখা হয়ে থাকে অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে। ব্যক্তিগত চিঠি থেকে আরম্ভ করে পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত সবকিছু থেকেই মানুষ তথ্য, তত্ত্ব, উপদেশ, সতর্কতা, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে।

আর আল কুরআন হলো মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের হিদায়াত বা নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত দুনিয়ার যে কোনো বই পুস্তক ও গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং অপরিহার্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ করা, শিখা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা। সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। এ গ্রন্থে প্রদত্ত নির্দেশিকার আলোকে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে সর্বত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়া। ব্যাপকভাবে কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের আয়োজন করা এবং কুরআন চর্চার আন্দোলন গড়ে তোলা। আপনার বিবেক কি এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারবে?

কোনো বিষয়কে যেমন না বুঝে প্রত্যাখ্যান করা যায়না। তেমনি কোনো বিষয়কে না বুঝে ঠিক মতো জানা এবং মানাও যায়না। কেউ যদি কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে এবং এ গ্রন্থকে মানতে ও অনুসরণ করতে না চান, সে ক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি হলো, গ্রন্থটি পড়ে এবং বুঝে যুক্তির ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, কেন তিনি এটিকে মানবেন না? না পড়ে, না বুঝে গোঁড়ামি, অন্ধতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

www.nagorikpathagar.org

অপর দিকে যারা আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন এবং কুরআনকে মানতে ও অনুসরণ করতে চান, সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে অবশ্যি কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে কুরআনের হুকুম-বিধান ও নির্দেশাবলি সঠিকভাবে মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন কম্পিউটার অপারেশনের পদ্ধতি না জেনে কম্পিউটার চালনা করা সম্ভব হতে পারেনা, ঠিক তেমনি কুরআনকে মানা ও অনুসরণ করার জন্যে কুরআন জানা ও বুঝা অপরিহার্য।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এ কাজ অবশ্যি একটি অপরিহার্য কাজ।

আপনার কাছে কুরআনের দাবি ও আহ্বান হলো, আপনি যেখানেই থাকুন, যে এলাকাই থাকুন, আপনি যদি:

১. আল কুরআনকে বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক অবতীর্ণ ও সুরক্ষিত কিতাব বলে বিশ্বাস করে থাকেন,

২. কুরআনকে মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তাবারুক ওয়া তায়ালার প্রদত্ত গাইড বুক বা নির্দেশিকা বলে মেনে নিয়ে থাকেন,

৩. কুরআনকে মানবতার সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি বলে মেনে নিয়ে থাকেন।

তবে, কুরআনকে আঁকড়ে ধরুন। জানার জন্য কুরআন পড়ুন, মানার জন্য কুরআন পড়ুন। আল কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.-এর জীবনাদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতিকে কুরআনের বাস্তব মডেল ও ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন বুঝবার ও মেনে চলবার অংগীকার করুন। গোটা মানব সমাজকে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করবার এবং কুরআন বুঝাবার চেষ্টা করুন।

● কুরআন বুঝার উপায় কি?

কিন্তু কুরআন বুঝার উপায় কি? কিভাবে সহজ সরল উপায়ে সঠিকভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব? হ্যাঁ, অন্য যে কোনো গ্রন্থ বুঝা ও উপলব্ধি করার জন্যে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে সে পন্থা অবলম্বন করুন। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায়। এটি বাংলাভাষীদের জন্যে একটি বিদেশী ভাষা। আমাদের দেশের অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ বিদেশী ভাষায় লিখিত বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা পড়ে থাকেন। অনেকেই বিদেশী

www.nagorikpathagar.org

ভাষায় অফিস আদালত পরিচালনা করেন। অর্থাৎ সামাজিক ও বৈষয়িক কার্যক্রম জানা, বুঝা ও পরিচালনার জন্যেই আপনি বিদেশী ভাষা শিখেছেন।

কিন্তু কুরআন তো আপনার স্রষ্টা, মালিক, মনিব ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব বুঝা ও অনুধাবন করা আপনার জীবনের অন্য যে কোনো বিষয় বুঝার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কিতাবের নির্দেশাবলি জানা ও মানার উপরই তো নির্ভর করছে আপনার পার্থিব জীবনে সঠিক পথ লাভ এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে মুক্তি ও সাফল্য অর্জন।

তাই আপনি কুরআনের ভাষা শিখার সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভাষা শিখার জন্যে বয়স কোনো বাধা নয়। প্রয়োজন হলো গুরুত্ব অনুভব করার এবং মহান আল্লাহর নির্দেশাবলি জানা ও হিদায়াত লাভ করার তীব্র আকাংখার। সেই সাথে প্রয়োজন এ জন্যে একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেবার।

তবে কুরআন বুঝার জন্যে আরবি শিখতেই হবে, এটা অপরিহার্য নয়। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলা ভাষায় কুরআনের অনেক ক'টি অনুবাদ ও তফসির প্রকাশ হয়েছে। আপনি কুরআন বুঝার জন্যে এসব গ্রন্থের সাহায্য নিন।

● তফসির পড়ে কুরআন বুঝুন

কুরআন মজীদ বুঝা ও হৃদয়ংগম করার জন্যে তফসির পড়া জরুরি। কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সেই প্রাথমিক যুগ থেকে এ যাবত বহু তফসির গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যিনি কুরআনের তফসির করেন বা লিখেন, তাঁকে বলা হয় মুফাসসির। মুফাসসিরগণ কুরআনের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন, হাদিস ও সুন্নতে রসুলের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও আছারের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তফসীরের সাহায্যেই কুরআন বুঝা সহজ।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিস্কারের ফলে কুরআনে বর্ণিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞানসহ বহু বিষয়ে মানুষ এখন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করছে। কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ও মর্ম উপলব্ধি করছে। আধুনিক কালে যারা কুরআনুল করিমের তফসির লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই জ্ঞান-

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও বাস্তবতাকে আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অকাট্য সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে আধুনিক শিক্ষিতদের জন্যে এসব তফসীরের মাধ্যমে কুরআন বুঝা আরো সহজ হয় উঠেছে।

স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের সর্বাধিক তফসির লেখা হয়েছে আরবি ভাষায়। তাছাড়া উর্দূ, ইংরেজি, ফার্সি, বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তফসির লেখা হয়েছে। আমাদের ভাষা বাংলা। আমাদের অধিকাংশ লোকই শুধু বাংলা ভাষা বুঝেন। আলহামদুলিল্লাহ্, এ যাবত আরবি ও উর্দূ থেকে বহু তফসির বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে।

যারা বাংলা তফসির পড়তে চান, তাদের জন্য পরামর্শ হলো, আপনি প্রথমত বাংলায় অনূদিত নিম্নোক্ত তাফসীরগুলোর কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয় নিনঃ

১. তাফসীরে তাবারিঃ মুহাম্মদ ইবনে জারির আত তাবারি (আরবি থেকে অনুবাদ)।
২. তাফহীমুল কুরআনঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।
৩. ফী যিলালিল কুরআনঃ সাইয়েদ কুতুব শহীদ (আরবি থেকে অনুবাদ)।
৪. তফসীরে ইবনে কাসীরঃ ইসমাঈল ইবনে কাসীর (আরবি থেকে অনুবাদ)।
৫. তফসীরে উসমানিঃ সাব্বীর আহমদ উসমানি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।
৬. মা'আরিফুল কুরআনঃ মুহাম্মদ শফি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।
৭. বয়ানুল কুরআন বা তফসীরে আশরাফিঃ আশরাফ আলী থানবি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)

যারা সরাসরি আরবি, উর্দূ ও ইংরেজি তফসির পড়তে চান, তাদের জন্যে উপরোক্ত তাফসীরগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি তফসির পড়ার পরামর্শ রইলো। সেগুলো হলোঃ

৮. রুহুল মু'আনি (তফসীরে আলুসি): শিহাবুদ্দীন আলুসি (আরবি)।
৯. আহকামুল কুরআনঃ আহমদ ইবনে আলী আল জাস্সাস (আরবি)।
১০. তফসীরে কুরতবিঃ ইমাম কুরতবি (আরবি)।

www.nagorikpathagar.org

১১. তাদাব্বুরে কুরআন-আমীন আহসান ইসলাহী (উর্দূ)।

১২. The Holy Quran: A. Yusuf Ali

১৩. The Noble Qur'an: Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali & Dr. Muhammad Muhsin Khan. (শেষোক্ত দুটি মদিনাস্থ বাদশাহ্ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)।

আপনি এই তফসিরগুলো থেকে কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন। আপনি যদি ভালোভাবে কুরআন বুঝতে চান, অথবা আপনি যদি কোথাও কুরআন ক্লাশ পরিচালনা করেন, কিংবা দরসে কুরআন বা তফসির পেশ করেন, তবে একই সাথে তিনটি তফসির পড়ুন। এতে করে আপনি যে অংশ পড়বেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। ক্রমান্বয়ে সবগুলো তফসির পড়ে নিতে পারলে খুবই উপকৃত হবেন।

উপরের ১৩টি তফসিরকে আমরা তফসীরের রীতির দিক থেকে তিন গ্রুপে ভাগ করতে পারি। আপনি তিনটি তফসির পড়তে চাইলে উপরের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী তিন গ্রুপ থেকে তিনটি বাছাই করুন:

গ্রুপ-এক: ২,৩,৮,১১	গ্রুপ-দুই: ১,৪,১২,১৩	গ্রুপ-তিন: ৫,৬,৭,১০

আপনার পাঠ্য গ্রন্থটি প্রথম গ্রুপ থেকে বাছাই করলে অধিক উপকৃত হবেন। কারণ এগুলো সমৃদ্ধতর। বাকি দুই গ্রুপের তফসির পড়বেন সহায়ক হিসেবে। ৯ম তফসিরটি বিধান সংক্রান্ত তফসির। প্রয়োজনে সেটা আলাদাভাবে পড়ে নেবেন। এগুলো হলো আমাদের পরামর্শ। আপনি এর বাইরেও যেকোনো ভালো তফসির পড়তে পারেন। কুরআনের শুধুমাত্র অনুবাদ জানার জন্যে পড়ুন:

১. কুরআনুল করীম: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২. তরজমায়ে কুরআন মজীদ: আধুনিক প্রকাশনী।

৩. The Noble Qur'an: (উপরের তফসীরের তালিকায় ১৩নং)।

● আরো কয়েকটি বইয়ের সাহায্য নিন

যারা আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তবতাও জানতে চান, তারা ২ নম্বর তফসির দ্বারা উপকৃত হবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত

www.nagorikpathagar.org

বইগুলোও পড়ে নিতে পারেন:

1. Scientific Indications in the Holy Quran. (Prepared and published by Islamic Foundation Bangladesh)

2. The Bible, The Quran and Science: Dr Maurice Bucaille. ('বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে)

৩. কুরআনে বিজ্ঞান: ডা. গোলাম মুয়ায্যম।

বাংলা ভাষায় সহজভাবে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বই পড়ে নিলে আপনি দারুণ উপকৃত হবেন। এগুলো থেকে আপনি আল কুরআন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। লাভ করতে পারবেন কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা। এগুলো কুরআন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবে। সে বইগুলো হলো:

১. কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা: খুররম মুরাদ।
২. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি: শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবি।
৩. কুরআনের মর্মকথা (এটি মূলত তফসির 'তাফহীমুল কুরআন'-এর ভূমিকা। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ)।
৪. কুরআন বুঝা সহজ: অধ্যাপক গোলাম আযম।
৫. আল কুরআন আত তাফসীর: আবদুস শহীদ নাসিম।
৬. আল কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য: সাইয়েদ কুতুব।

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নবিগণের জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.-এর নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ পড়ে নেয়া একান্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো পড়ে নিলে খুবই উপকৃত হতে পারেন:

১. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ: নঈম সিদ্দীকী।
২. সীরাতে ইবনে হিশাম অথবা সীরাতে ইবনে ইসহাক।
৩. সীরাতুন নবি: শিবলি নুমানি।
৪. সীরাতে সরওয়ারে আলম: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
৫. নবিদের সংগ্রামী জীবন: আবদুস শহীদ নাসিম।[১]
৬. রসুলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন: আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই।

---

১. দুই খন্ডের এই বইটিতে কুরআনে বর্ণিত ২৪ জন নবির জীবনী কুরআনের আলোকে লেখা হয়েছে।

আরো দু'টি গ্রন্থ আপনার সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। এর একটি হলো: 'আল মুজাম আল মুফাহ্হারাস লিআলফাজিল কুরআনিল কারীম।"

কুরআন মজীদের যেকোনো আয়াত বা শব্দ, সেটি কুরআনের কোন্ সূরার এবং কত নম্বর সূরার কত নম্বর আয়াতে রয়েছে এ গ্রন্থ দ্বারা আপনি নিমিষেই তা বের করতে পারবেন। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি কুরআনের যে কোনো আয়াত বা শব্দ বের করার চাবিকাঠি। এটি মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো আরব দেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এটি তৈরি করেছেন ফুয়াদ আবদুল বাকী।

আর দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি আপনার কাছে থাকা খুবই দরকার সেটি হলো: 'তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা।"

এ গ্রন্থটি হলো, যেকোনো বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অর্থাৎ বিষয়টি কুরআনের কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াতে আছে, তা বের করার চাবিকাঠি। সেই সাথে বিখ্যাত তফসির 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে বিষয়টির তফসির বা ব্যাখ্যাও বের করতে পারবেন। এটি প্রকাশ করেছে ঢাকাস্থ শতাব্দী প্রকাশনী।

- **শুনে কুরআন বুঝুন**

কুরআন বুঝার আরেকটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো শুনে বুঝা। দুনিয়ার সব বিষয় বুঝার জন্যেই মানুষ একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে। শিক্ষকের সাহায্য এবং নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ শিখে থাকে। শিক্ষকের সাহায্য আনুষ্ঠানিকভাবেও নেয়া যায়, উপানুষ্ঠানিক ভাবেও নেয়া যায়, আর নেয়া যায় অনানুষ্ঠানিকভাবেও। সাহাবায়ে কিরাম রা. রসুল সা.-এর নিকট থেকে শুনেই কুরআন শিখেছেন। রসুল সা. ছিলেন তাঁদের শিক্ষক। যারা নিরক্ষর তাদের তো শুনেই কুরআন বুঝতে হবে। বুঝার চেষ্টা করাকে তারাও অবহেলা করতে পারেননা। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিজেরা সরাসরি পড়ার সাথে সাথে যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন এমন লোকদের নিকট থেকেও কুরআনের অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা শুনা, বুঝা ও শিখা প্রয়োজন। তবেই তাদের কুরআন বুঝা ও শিখাটা হবে যথার্থ ও পূর্ণাংগ।

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝার সুযোগ খুব কমই

www.nagorikpathagar.org

আছে। তাই কুরআনের পতাকাবাহীরা সারাদেশেই বিভিন্ন উদ্যোগে 'কুরআন ক্লাশ', 'দরসে কুরআন' এবং 'তাফসীরুল কুরআন' আলোচনার আয়োজন করে। কুরআন শিখা ও কুরআনের মর্ম বুঝার এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষিত এবং নিরক্ষর, নারী এবং পুরুষ সকলেরই যোগদান করা কর্তব্য। কিশোর, তরুণ ও যুবকদেরও এসব অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে যোগদান করা এবং করানো উচিত।

তাছাড়া যার যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই কুরআন ক্লাশ, দরসে কুরআন এবং তাফসীরুল কুরআনের আয়োজন করা প্রয়োজন। যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের এসব প্রোগ্রাম চালানো এবং আলোচনা পেশ করা উচিত।

● কুরআন ক্লাশ চালু করুন

'কুরআন ক্লাশ' মানে আল কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার ক্লাশ। এ ক্লাশ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিত হওয়াই উত্তম। আল কুরআন সম্পর্কে উৎসাহী এবং জানা শুনা আছে, এমন কেউ কুরআন ক্লাশের পরিচালক হবেন। ক্লাশের স্থান বা এলাকা নির্ধারিত থাকবে। এ ক্লাশে আল কুরআনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এবং এভাবে কুরআন মজীদ শেষ করার জন্যে সময় ও ক্লাশের একটি টারগেটও নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে আমপারাটা আগে শেষ করে দিয়ে তারপর প্রথম থেকে শুরু করলে বেশি ভালো হয়।

ক্লাশে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারীগণ নির্ধারিত অংশের উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা জেনে নেবেন। ক্লাশ পরিচালক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন, অন্যদেরকেও বলার সুযোগ দেবেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রত্যেক ক্লাশেই নিজেদের জীবনে ও পরিবারে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু সময় পর্যালোচনা হতে পারে। এভাবে কুরআন ক্লাশের মাধ্যমে আমরা কুরআন বুঝা এবং কুরআনের জ্যোতিতে জীবন ও সমাজকে আলোকিত করার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

তাই, আপনি যেই হোন, যেখানেই থাকুন, আপনার পরিমণ্ডলে কুরআন ক্লাশ চালু করুন। আপনার বাসায়, প্রতিবেশীর বাসায়, বৈঠকখানায়, ক্লাবে, কর্মস্থলে, মসজিদে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেখানেই কুরআনের ব্যাপারে দু'চারজনকে আগ্রহী করতে পারেন, সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাশ চালু করে দিন। নিজে পরিচালনা করুন, অথবা আপনার চেয়ে অধিক জানা কাউকে পেলে তাঁকে দিয়ে পরিচালনা করান।

আপনি যদি কুরআন ক্লাশ পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আপনার নাই বলে মনে করেন, তবে তাতেও অসুবিধা নেই। কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসির নিয়ে বসুন, নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করুন এবং তার উপর সবাই মিলে আলোচনা করুন। সে অংশটুকুর তাৎপর্য ও শিক্ষা আলোচনা করুন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক ক্লাশে আলোচনা করুন। নিয়মিত অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতেই কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসির থাকলে ভালো হয়।

কুরআন ক্লাশে অংশগ্রহণের জন্যে মানুষকে ডাকুন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি, সহকর্মী, প্রতিবেশী এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে ডাকুন। অনুরোধ করুন নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে, অন্তত যেদিন পারে সেদিন অংশ নিতে। মহিলারা নিজেদের মধ্যে ক্লাশ চালু করুন অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের সংগে বসুন। ছোটদেরকেও কুরআন ক্লাশে ডাকুন। কুরআন ক্লাশে মুসলিম অমুসলিম সকলেই অংশ নিতে পারেন।

● দরসুল কুরআনের ব্যবস্থা করুন

'দরসে কুরআন' মানে কুরআন শিক্ষাদান। এটি মূলত একটি পরিভাষা। এর প্রচলিত অর্থ হলো, কুরআন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট অংশের উপর শিক্ষামূলক আলোচনা পেশ করা। তিনি আলোচনাকে এভাবে সাজিয়ে পেশ করবেন:

প্রথমত: নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করে শুনাবেন।

দ্বিতীয়ত: মাতৃভাষায় সে অংশের অর্থ বলবেন।

তৃতীয়ত: উক্ত অংশের পটভূমি বা শানে নযুল আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে অংশটি যে সূরার অন্তর্ভুক্ত, সেটি নাযিলের সময়কাল এবং তার

পটভূমিও সংক্ষেপে বলবেন। প্রাসংগিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

চতুর্থত: পটভূমির আলোকে আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন।

পঞ্চমত: কুরআনের উক্ত বক্তব্যের সাথে নিজেদের বর্তমান জীবন ও সমাজের তুলনামুলক আলোচনা করবেন। নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখবেন।

ষষ্ঠত: আল্লাহর বাণীর আলোচ্য অংশে নিজেদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয় পাওয়া গেলো সেগুলো উল্লেখ (point out) করবেন।

সপ্তমত: কুরআনি শিক্ষার আলোকে উপস্থিত সকলকে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাবেন।

অষ্টমত: শ্রোতাদের প্রাসংগিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সহজ-সরল ও যথার্থ জবাব দেবেন। তথ্যভিত্তিক জবাব দেবেন।

এই হলো দরসে কুরআন। যিনি দরস পেশ করেন তাকে 'মুদাররিস' বা শিক্ষক বলা হয়। দরসের ব্যবস্থা নিয়মিতও হতে পারে, অনিয়মিতও হতে পারে। আপনি নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে এবং মসজিদে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো স্থানে দরসে কুরআন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। নিজের পক্ষে সম্ভব না হলে আপনি আয়োজন করুন এবং দরস পেশ করতে পারেন এমন কাউকে দাওয়াত দিয়ে দরসে কুরআন পেশের ব্যবস্থা করুন।

এভাবে যেসব স্থানে দরসের মাধ্যমে কিছু লোক কুরআনের ব্যাপারে উৎসাহী হবে তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাশ চালু করুন।

● তফসিরুল কুরআনের অনুষ্ঠান করুন

'তফসিরুল কুরআন অনুষ্ঠান' বা 'তফসির' কথাটি বাংলাদেশে সুপরিচিত। সাধারণত কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মাহফিলে কুরআনের কোনো অংশের উপর তফসির পেশ করেন। তফসির মহফিলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী পুরুষ সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে। তফসির মহফিল, মাঠ, মসজিদ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যেকোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং যেকোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তাই, যেখানেই যাদের পক্ষে সম্ভব, স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপকভাবে তফসির মহফিলের আয়োজন করা প্রয়োজন। তফসির মহফিলের মাধ্যমে মানুষের মন যখন কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাদেরকে নিয়মিত কুরআন ক্লাশে শরিক করাও সহজ।

● কুরআন তিলাওয়াত শিখুন

আমাদের দেশে পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে অনেকেই ছোট বেলায় কুরআন পড়া শিখতে পারেননা। এটা মুসলমানদের জন্যে খুশির বিষয় নয়। ছোট বেলায় যাদের কুরআন পড়তে শিখার সুযোগ হয়নি; কিংবা পড়তে পারলেও শুদ্ধ করে পড়তে পারেননা, তাদের একটি জরুরি কর্তব্য হলো, কুরআন পড়তে এবং বিশুদ্ধভাবে পড়তে শিখার প্রতি মনোনিবেশ করা।

মনে রাখবেন, কুরআন আমাদের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহর বাণী। তিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে এ কালাম অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এ কালাম পড়তে জানা এবং এর অর্থ ও মর্ম বুঝা দু'টোই মুসলমানদের জন্যে অতীব জরুরি বিষয়। এক্ষেত্রে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

আজকাল সহজে ও স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখার বেশ ক'টি পদ্ধতি আবিস্কার হয়েছে। এসব পদ্ধতিতে সারাদেশেই কুরআন শিখাবার চেষ্টা চলছে। আপনিও এসব পদ্ধতির ক্লাশে শরিক হয়ে দ্রুত কুরআন পড়তে শিখে নিন। এসব পদ্ধতিতে অল্প সময়ে কুরআন পাঠ শিখানো হয়। এভাবে যদি শিখার সুযোগ না পান, তবে আপনার আশ পাশের কোনো আলেমকে অনুরোধ করে তাঁর কাছ থেকে শিখে নিন। মোটকথা, আপনি কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্যে নিজের মধ্যে পেরেশানি সৃষ্টি করুন।

● লেখার অভ্যাস থাকলে লিখুন

মানুষের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ হলো, তিনি মানুষকে, 'বলে' এবং 'লিখে' মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাইতো আল্লাহ পাক বলেন: 'আল্লামাহুল বায়ান' অর্থাৎ তিনি মানুষকে বলতে শিখিয়েছেন এবং 'আল্লামা বিল কলম' -তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

যারাই আল্লাহর কালাম বা কালামের কিছু অংশ হলেও শিখেছেন, বুঝেছেন, তাদের কর্তব্য হলো নিজেরা তা মেনে চলবেন এবং অন্যদেরকেও তা শিখাবেন, বুঝাবেন এবং মেনে চলার জন্যে আহ্বান জানাবেন। মৌখিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করাতো সকলেরই দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে লেখার যোগ্যতাও দান করেছেন, এ দায়িত্ব পালনে কলম ধরাও তাদের কর্তব্য। তাই আপনি আপনার লেখার যোগ্যতাকে মানুষের কাছে আল্লাহর কালামের মর্মবাণী পৌঁছে দেবার জন্যে নিয়োজিত করুন। কলমের সাহায্যে মানুষকে আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য বুঝাবার চেষ্টা করুন। যারা আল কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয় তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বাণীও সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং যারা তাঁর বাণী শিখবে এবং মানুষকে শিখাবে, মানুষের মাঝে তাঁর কালামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করবে, তারা যে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা।

আপনি কলম ধরুন। কুরআনের উপর লিখুন। সহজ ভাষায় কুরআনের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরুন। কুরআনের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখুন। চিন্তা করুন, চিন্তা করলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে হাজারো বিষয়। মৌলিক মানবীয় গুনাবলি, নৈতিক চরিত্র, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, মানবাধিকার, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আন্দোলন, সংগঠন, আইন-আদালত, সরকার, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনি দিক নির্দেশনা পাবেন আল কুরআনে। তাই কুরআনি আদর্শে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ সমাজ গড়ার উচ্চাকাংখা নিয়ে আপনি এসব বিষয়ে লিখে যান অবিরাম।

লেখার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার করে যান। কলম চালিয়ে যান। পত্র পত্রিকায় লিখুন। বই পুস্তক লিখে প্রকাশ করুন। লেখক হিসেবে কলমের সাহায্যে আল্লাহর কালামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন।

- **আসুন অংগীকার করি**

এ যাবতকার আলোচনা থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কালাম আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

www.nagorikpathagar.org

পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি। তাই আসুন অংগীকার করি:

১. আমি আল্লাহ্‌র বাণী আল কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণ করবো।

২. আমরা আল কুরআন শিখবো, বুঝবো এবং আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আজীবন যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

৩. নিজের জীবনে আল কুরআনকে মেনে চলবো এবং আল কুরআনের নির্দেশিত পথে ও পন্থায় জীবন যাপন করবো।

৪. অন্যদেরকে আল কুরআন শিখাবো ও বুঝাবো। আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করবো এবং কুরআনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো।

৫. মানুষকে আল কুরআনের নির্দেশিত পথে আসার এবং এর আদর্শ ও বিধি বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার আহ্বান জানাবো।

৬. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিভাগে আল কুরআনের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

আসুন, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের উপর অর্পিত এই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করি। আসুন, আমরা এগুলো পালনের অংগীকার করি। আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যে যদি আমরা অংগীকার করি এবং আল্লাহর সাহায্য চাই, তবে অবশ্যি সচেষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য অবধারিত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

"যারা আমার পথে চলার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করে, আমি অবশ্যই আমার পথে চলতে তাদের সাহায্য করি।" (সূরা ২৯ আল আনকাবূত: আয়াত ৬৯)

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ •

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এ দু'টোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো বিপথগামী হবেনা, হবেনা ধ্বংস। শুনো, সে দু'টোর একটি হলো - আল্লাহ্‌র কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি হলো তাঁর রসুলের সুন্নাহ।" (বিদায় হজ্জের ভাষণ)

আসুন, আমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু আল কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। আসুন, জানার জন্যে কুরআন পড়ি, বুঝার জন্যে কুরআন পড়ি, শিখার জন্যে কুরআন পড়ি। আসুন, আমরা মানার জন্যে কুরআন পড়ি। বুঝাবার ও শিখাবার জন্যে কুরআন পড়ি, প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়ণ করার জন্যে কুরআন পড়ি।

সত্যি আমরা যদি কুরআনকে আমাদের জীবনের সকল কর্মকান্ডের চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, আমরা যদি -

ক. আমাদের ব্যক্তি জীবনে. খ. পরিবারে, গ. সমাজের সকল স্তরে এবং ঘ. রাষ্ট্র ও সরকারের সকল বিভাগে-

কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করি, তবেই এ কুরআন আমাদের বানাবে-

ক. শ্রেষ্ঠ মানুষ, খ. আদর্শ নাগরিক ও গ. সেরা জাতি।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (আল কুরআন)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং (এ ব্যাপারে) নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করোনা।" (সূরা ৩ আলে ইমরানঃ আয়াত ১০৩)

• • •

www.nagorikpathagar.org

• কুরআন আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পঠিত (মতলূ)

আল কুরআন মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয় এবং মানব রচিত কোনো গ্রন্থের মতোও নয়। এটি মহাবিশ্ব ও মহাজগতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিতাব। এটি তাঁর বাণী। তবে তিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন মানুষের ভাষায়।

ফলে এ কিতাবের অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই সকলের কাছে সুস্পষ্ট। আল কুরআনের এই অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্য কেবল বক্তব্যের দিক থেকেই নয় বরং ভাষার দিক থেকেও এবং পাঠ রীতির দিক থেকেও।

আল কুরআনের ভাষা এবং এর পাঠরীতি এতো মুগ্ধকর, এতো ছন্দময়, এতো মধুময়, এতো ম্যাগনেটিক যা পাঠক এবং শ্রোতা উভয়কেই নিয়ে যায় এক অনাবিল নৈসর্গিক নহরের কূলে। এর কারণ হলো কুরআন মজীদের-

- বক্তব্যও আল্লাহর,
- ভাষাও আল্লাহর,
- তিলাওয়াত (রীতি)ও আল্লাহর।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই রসুলুল্লাহ সা.-কে কুরআনের পাঠ দান করা হয়েছে, তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং যেভাবে তাঁর প্রতি তিলাওয়াত করা হয়েছে, তাঁকেও ঠিক অনুরূপ তিলাওয়াত করতে বলা হয়েছে।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ •

"(হে নবি!) আমি যখন (তোমার প্রতি) কুরআন পড়ি, তখন তুমি কেবল সে পাঠেরই অনুসরণ করবে।" (সূরা ৭৫ আল কিয়ামা: আয়াত ১৮)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ •

"এগুলো আল্লাহর আয়াত, নিশ্চিত সত্যের সাথে এগুলো আমি তোমার প্রতি তিলাওয়াত করছি।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৫২, সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১০৮, সূরা ৪৫ আল জাসিয়া: আয়াত ৬)

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, কুরআনের বক্তব্য এবং ভাষা যেমন আল্লাহর, তেমনি আল্লাহই তাঁর ভাষা রসুলকে পাঠ করেও শুনিয়েছেন এবং রসুলকে সেই পাঠই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এজন্যেই কুরআনকে বলা হয় মাতলূ (مَتْلُوّا) অর্থাৎ সে কিতাব যা রসুলকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে।

রসুল সা. আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতেই কুরআন পাঠ করেছেন। অর্থাৎ-

- আল্লাহর বাণী
- আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে
- আল্লাহর রসুল পাঠ করতেন।

এতে করে রসুলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ এতোই আকর্ষণীয়, প্রভাব বিস্তারকী ও মনোমুগ্ধকর হতো যে শ্রোতাদের হৃদয়মন কুরআন ও কুরআনের আহ্বানের প্রতি ব্যাকুল হয়ে ধাবিত হতো। একারণেই আল্লাহর রসুলের মুখে কুরআন শুনে মক্কার কাফিরাও সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল।

বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, অন্যান্য হাদিস গ্রন্থাবলি এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সা. মক্কায় যখনই লোকদেরকে ও লোক সমাবেশ কুরআন শুনাতেন, তখনই কাফির নেতাদের নির্দেশে বখাটে ছেলেপেলেরা সেখানে হৈ হট্টগোল শুরু করে দিতো। ফলে লোকেরা আর কিছুই শুনতে পেতনা এবং তিনিও আর শুনাতে পারতেননা। এভাবে রসুল সা.-এর প্রতিপক্ষ কুরআন শুনিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বানের পথ রুদ্ধ করে দিলো।

একদিন নেতৃবৃন্দসহ কুরাইশ কাফিররা কোনো কারণে কা'বায় সমবেত হয়। এই সুযোগে হঠাৎ করে রসুলুল্লাহ সা. তাদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে দাওয়াতি বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। তিনি বক্তৃতায় সূরা আন্ নাজম (সূরা নম্বর-৫৩) পাঠ করতে থাকলেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর প্রভাববিস্তারকারী তিলাওয়াতে সবাই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লো। তারা হৈ হট্টগোল বাদ দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর তিলাওয়াত শুনতে লাগলো। কুরআনের প্রচন্ড প্রভাবে কাফির নেতারা পর্যন্ত তাদের বিরোধিতার কথা ভুলে গেলো। এমনকি সূরার শেষের দিকে সিজদার আয়াত পাঠ করে যখন তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, তখন নেতারাসহ সব কাফির মুশরিকরাও তাঁর সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বুখারি শরিফে কথাটি এভাবে উল্লেখ হয়েছে:

www.nagorikpathagar.org

سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنّ وَالْإِنْسِ •

"নবী করীম সা. সূরা আন্ নাজম পড়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন আর তাঁর সাথে উপস্থিত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।"

● **কুরআন বিশেষ রীতিতে পাঠ করা জরুরি**

যেহেতু কুরআন মানুষের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও মনিবের বাণী;

- যেহেতু কুরআন ঈমানের অন্যতম বিষয়;
- যেহেতু আল্লাহ পাক কুরআনে মানুষের জীবন যাপনের বিধান দিয়েছেন;
- যেহেতু কুরআন মেনে চলা না চলার মধ্যে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য;
- যেহেতু সালাতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে;
- যেহেতু মুমিনদের জন্যে কুরআন জানা ও মানা অপরিহার্য করা হয়েছে;
- যেহেতু কুরআন পাঠ করলে সওয়াবের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;

সেজন্যে পৃথিবীর মানুষের কাছে কুরআন এক তুলনাহীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থের সাথে আর অন্য কোনো গ্রন্থের তুলনা হয়না। মানুষের কাছে এই মহাগ্রন্থ এক অনন্য-অসাধারণ গ্রন্থ।

বিশেষ করে যারা এই গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছেন, এই পৃথিবীতে তাঁদের কাছে এ গ্রন্থের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। কারণ যে মহান স্রষ্টার প্রতি তারা ঈমান এনেছেন, এটি তাঁরই বাণী। তাদের কাছে এই কুরআনের চাইতে বড় বিস্ময় আর কিছু নেই।

নি:সন্দেহে মানব সৃষ্টি এবং এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি (creation of the univers) জ্ঞানীদের কাছে এক মহাবিস্ময়। কিন্তু মানুষের কাছে কুরআন তার চাইতেও বড় বিস্ময়। কারণ কুরআন মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা সংক্রান্ত ম্যানিউয়াল (manual)।

এসব কারণে কুরআন পাঠ করার একটি বিশেষ রীতি (style) থাকা জরুরি। এটা তো আমাদের যুক্তির কথা কিন্তু যুক্তির কথা ছাড়াও প্রমাণ আছে। তা হলো:

www.nagorikpathagar.org

- কুরআন যাঁর বাণী, স্বয়ং তিনিই কুরআনকে বিশেষ রীতিতে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

- কুরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি বিশেষ রীতিতে কুরআন পাঠ করেছেন।

- কুরআনের বাহক যাদের শুনিয়েছেন, তাঁরাও বিশেষ রীতিতে কুরআন পাঠ করেছেন।

তাই, আল্লাহ যে রীতিতে তাঁর রসুলের প্রতি কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, সে রীতিতেই কুরআন পাঠ করা জরুরি।

রসুলুল্লাহ সা.-যাঁর কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি যে রীতিতে কুরআন পাঠ করেছেন, সে রীতিতেই কুরআন পাঠ করা জরুরি।

তাছাড়া রসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে যারা কুরআন শুনেছেন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম - তাঁরা যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন - তাও অনুসরণ করা দরকার।

● কুরআনের নির্দেশঃ কুরআন পড়তে হবে তারতীলের সাথে

কুরআন কী রীতি, কী স্টাইল ও কী নিয়মে পড়তে হবে, সে সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। কুরআন বলছে, কুরআনকে তারতীলের সাথে পাঠ করতে হবে।

কুরআন মজীদে দুটি আয়াতে তারতীলের কথা উল্লেখ হয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআনকে 'তারতীল' করেছেনঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ●

"কাফিররা বলেঃ পুরো কুরআন তার প্রতি একবারেই অবতীর্ণ হলোনা কেন? হ্যাঁ আমি (এ কুরআন ভাগে ভাগে নাযিল করেছি, আর) তা করেছি এজন্যে, যাতে করে তোমার অন্তরকে দৃঢ়তা ও মজবুতি দান করি। এ উদ্দেশ্যে আমি কুরআনকে তারতীল করেছি তারতীল করার মতো।" (সূরা ২৫ আল ফুরকানঃ আয়াত ৩২)

অপর আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলকে কুরআন তারতীল করতে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا •

"আর কুরআনকে তারতীল করো তারতীল করার মতো।" (সূরা ৭৩ আল মুযযাম্মিলঃ আয়াত ৪)

তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ স্বয়ং কুরআন থেকেই জানা গেলো। কিন্তু তারতীল শব্দের অর্থ কী? এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? রসুলুল্লাহ সা. কীভাবে তারতীল করতেন? - এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার। সম্মুখে আমরা এ বিষয়গুলোই তুলে ধরবো।

• তারতীল শব্দের অর্থ কী?

তারতীল (تَرْتِيْلٌ) শব্দ এসেছে রতল (رَتَلَ) ধাতু থেকে। মিল্টন কাওয়ান তার বিখ্যাত অভিধান 'আল মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মু'আসিরা'- তে 'রতল' (رَتَلَ) মানে লিখেছেনঃ

- Tidy (সুশৃংখল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথ সাজানো)

- Neat (সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম)

- Well-ordered (সুশৃংখল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুলভাবে পরিচালিত)।

- to be regular (নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া)

- to phrase elegantly (পরিচ্ছন্ন, মার্জিত সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ ও চমৎকারভাবে প্রশংসা করা)

- Singsong recitation (সুকণ্ঠে আবৃত্তি করা)

তাহলে আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেনঃ

"তারতীল করো তারতীল করার মতো।" -একথার তাৎপর্য কী দাঁড়ায়?

তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করার তাৎপর্য মূলত তারতীলের আভিধানিক অর্থ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। অভিধান থেকে 'রতল' বা 'তারতীল'-এর যেসব অর্থ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়- তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করা মানে-

- সুবিন্যস্তভাবে কুরআন পাঠ করা।
- সুশৃংখলভাবে পাঠ করা।
- পরিপাটি করে পাঠ করা।
- সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠ করা।

- যথাযথ (to the point) পাঠ করা।
- সুরুচি সম্মতভাবে পাঠ করা।
- চমৎকার ভংগিতে পাঠ করা।
- খাঁটি ও অবিমিশ্রভাবে পাঠ করা।
- দক্ষ পাঠকের মতো পাঠ করা।
- ফিটফাট ও ছিমছাম উচ্চারণ পদ্ধতিতে পাঠ করা।
- নির্ভুলভাবে পাঠ করা।
- নিয়মানুগ ও প্রথানুগ পদ্ধতিতে পাঠ করা।
- পরিচ্ছন্নভাবে পাঠ করা।
- মার্জিত পদ্ধতিতে পাঠ করা।
- আড়ম্বরপূর্ণ পদ্ধতিতে পাঠ করা
- সুকণ্ঠে আবৃত্তি করা।
- পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সুবিন্যস্ত, চমৎকার ও সুরুচিসম্পন্ন ধ্বনিতে পাঠ করা।
- হরফ, শব্দ ও বাক্যের হক আদায় করে পাঠ করা এবং
- যথাস্থানে যথাযথ যতিচিহ্ন প্রয়োগ পদ্ধতিতে পাঠ করা।

● বিভিন্ন তফসীরে 'তারতীলুল কুরআন'-এর ব্যাখ্যা

১. তফসীরে খাযেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ খাযেন (মৃত্যুঃ ৭৪১হি.)

"আল্লাহ তায়ালা কিয়ামুল লাইল (রাত জেগে নামায পড়ার) নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তারতীলুল কুরআনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ দীর্ঘ রাত জেগে নামায পড়ো আর নামাযে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে হৃদয় দিয়ে মর্ম উপলব্ধি করে কুরআন পাঠ করো। তারতীল করে কুরআন পাঠ করার মাধ্যমেই একজন মুসল্লি নিবিষ্ট মনে কুরআনের মর্মে প্রবেশ করতে পারেন, আল কুরআনের বক্তব্য বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারেন এবং কুরআনের আয়াতসমুহের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে পারেন।

- এভাবে কুরআন পাঠ করলেই অন্তরে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের তীব্র অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত হয়।

- আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাঁর অশেষ নি'আমত ও পুরস্কার লাভের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এভাবে পাঠ করলেই সেগুলো দ্বারা পাঠকের হৃদয় আশা-আকাংখা ও আবেগ-উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে উঠে।

- অবাধ্য লোকদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা বারবার যেসব শাস্তির কথা

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ করেছেন, এভাবে পাঠ করলেই সেগুলো দ্বারা পাঠকের মন ভীত ও সতর্ক হয়ে উঠে।

- এভাবে পাঠ করলেই কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি ও উপমাসমূহ থেকে উপদেশ লাভ করা যায়।

- এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালার সার্বিক পরিচয় লাভের মাধ্যমে পাঠকের হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে।

গরগর করে দ্রুত পাঠ করে যাওয়াটা কুরআনের মর্ম না বুঝার প্রমাণ।

মোটকথা, তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করা মানে-অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি মনোনিবেশ করে কুরআন পাঠ করা।"

২. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম বা তফসীরে ইবনে কাসিরঃ ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির দামেস্কী (মৃতুঃ ৭৭৪ হিঃ)

"ওয়া রাত্তিলিল কুরআনা তারতীলা মানে- থেমে থেমে ধীরে সুস্থে কুরআন পড়ো। এতে কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে সুবিধা হবে।

রসুলুল্লাহ সা. এভাবেই কুরআন পাঠ করতেন।

- আয়েশা রা. বলেনঃ রসুলুল্লাহ্ যখন একটি সূরা পাঠ করতেন, তখন সেটিকে তারতীলের সাথে পাঠ করতেন। এতে সময় যতো দীর্ঘই লাগতোনা কেন, সেটার পরোয়া করতেন না। (সহিহ বুখারি)

- আনাস রা.-কে রসুলুল্লাহ্ সা.-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেনঃ রসুলুল্লাহ্ সা. টানা কণ্ঠস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। যেমন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ার সময় তিনি আল্লাহ্, রাহমান এবং রাহীম টেনে পড়তেন। (সহিহ বুখারি)

- উম্মে সালামা রা-কে রসুলুল্লাহ্ সা.-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তিনি অনুচ্ছেদ দিয়ে দিয়ে প্রতিটি আয়াত আলাদা করে পাঠ করতেন। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে থামতেন। 'আলহামদু- লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পড়ে থামতেন। 'আর রাহমানির রাহীম' পাঠ করে থামতেন। 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' পাঠ করে থামতেন। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি)

- এছাড়া রসুলুল্লাহ সা. সুন্দর মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতে বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

- তিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতে বলেছেন।

- ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন: তোমরা কুরআনকে গরগর করে বালি পড়ার মতো অনর্গল পড়ে যেয়োনা। প্রলাপ বাক্যের মতোও পড়ে যেয়োনা। এর প্রতিটি বিস্ময়ের কাছে থামো, হৃদয়কে নাড়া দাও। একটি সূরা দ্রুত শেষ করে ফেলাটাই যেনো তোমার উদ্দেশ্য না হয়।"

৩. জামেউল আহকাম বা তফসীরে কুরতবি: মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতবি (মৃত্যু-৬৭ হি:)।

"তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করো মানে-দ্রুত পাঠ করবেনা, সহজ-সরলভাবে পাঠ করো, মর্ম উপলব্ধি করে পাঠ করো এবং তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে পাঠ করো।

আলকামা র. এক ব্যক্তিকে মধুর কণ্ঠে কুরবান পাঠ করতে শুনে বলে উঠেন: আমার বাবা-মা এর জন্যে কুরআন হোক, এ তারতীল করে কুরআন পড়ছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, স্পষ্ট ও যথার্থ উচ্চারণ করে এবং শব্দ ও আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তা দ্বারা নিজের হৃদয়কে প্রভাবিত করে পাঠ করার নামই তারতীল। হাসান বসরি র. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করে কাঁদতে দেখে এরশাদ করেন: আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে তারতীল করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, এটাই সেই তারতীল।"

৪. তাফহীমুল কুরআন: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

"কুরআনকে তারতীল করো তারতীল করার মতো অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ও দ্রুতগতিতে পড়োনা। বরং ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়ো। এক একটি আয়াত পড়ে থেমে যাও- যাতে করে মন আল্লাহর বাণীর অর্থ ও তার দাবিকে পুরোপুরি উপলব্দি করতে পারে এবং বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনো জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির উল্লেখ থাকলে তাঁর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভীতি যেনো মনকে ঝাঁকুনি দেয়। কোনো জায়গায় তাঁর রহমত ও করুণার বর্ণনা এলে হৃদয়-মন যেনো কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। কোনো জায়াগায় তাঁর গযব ও শাস্তির উল্লেখ এলে হৃদয়-মন যেনো ভয়ে কম্পিত হয়। কোথাও কোনো কিছু করার নির্দেশ থাকলে কিংবা

www.nagorikpathagar.org

কোনো কাজ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকলে কি কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং কোন্ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেনো ভালোভাবে বুঝে নেয়া যায়। মোট কথা, কুরআনের শব্দগুলো শুধু মুখ থেকে উচ্চারণ করার নাম কুরআন পাঠ নয়, বরং মুখ থেকে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে। হযরত আনাস রা.-কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে বললেন, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন। (সহিহ বুখারি)

হযরত উম্মে সালামাকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন: নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। যেমন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পড়ে থামতেন,

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন এবং কিছু সময় থেমে থেকে-

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি)

আরেকটি রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন: নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তেন। (তিরমিযি, নাসায়ী) হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন, একদিন রাতে আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দু'আর বিষয় আসছে সেখানে দু'আ করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। (মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত আবু যর বর্ণনা করেছেন, একবার রাতের নামাযে কুরআন

তিলাওয়াত করতে করতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌঁছলেন:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ •

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে 'তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।"

তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেলো।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারি)

৫. তাদাব্বুরে কুরআন: আমীন আহসান ইসলাহী

"ওয়ারাত্তিলিল কুরআনা তারতীল"-এ আয়াতে কুরআন পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নামাযে থেমে থেমে কুরআন পাঠ করো।

বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, রসুলুল্লাহ সা. সুকণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন। প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। কখনো কখনো কোনো আয়াতের মর্মবাণী তাঁকে এতোই প্রভাবিত করতো যে, তিনি আয়াতটি বার বার উচ্চারণ (repeat) করতেন। কোনো আয়াতে আল্লাহর আযাবের কথা উল্লেখ হলে সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর কাছে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যে আয়াতে আল্লাহর রহমতের কথা উল্লেখ হতো, সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করতেন। যেসব আয়াতে সিজদা করার নির্দেশ কিংবা ইংগিত রয়েছে, সেগুলো পাঠ করার সময় অবিলম্বে নির্দেশ পালন করতেন এবং সিজদায় অবনত হয়ে পড়তেন।

এটাই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত কুরআন পাঠ পদ্ধতি। রসুলুল্লাহ সা. কুরআনের এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন বলে প্রমাণিত। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ পদ্ধতিই ফলদায়ক।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কুরআন পাঠের এই নির্দেশিত, কার্যকর ও ফলদায়ক পদ্ধতি কেবল ততোদিনই চালু ছিলো, যতোদিন তারা

www.nagorikpathagar.org

কুরআনকে জানা-বুঝা, উপলব্ধি করা ও চিন্তা গবেষণার বস্তু এবং জীবন যাপনের গাইড বুক মনে করতো। অতপর কুরআন যখন মুসলমানদের কাছে কেবল হুসূলে সওয়াব ও ইসালে সওয়াব' (সওয়াব অর্জন ও সওয়াব পৌঁছানোর) বস্তুতে পরিণত হলো, তখন থেকে এ মহাগ্রন্থকে এমন পদ্ধতিতে পাঠ করা শুরু হয়েছে, যার নমুনা দেখতে পাই আমরা হাফেযগণের তারাবীহ ও শবীনা পড়ার মধ্যে।"

৬. আল মীযানঃ মুহাম্মদ হুসাইন আত্‌তাবাতাবয়ী

আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইন আত্‌তাবা তাবায়ী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'আল মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন'- এ লিখেছেনঃ

তারতীলুল কুরআন মানে-কুরআনের প্রতিটি হরফ স্পষ্ট স্পষ্ট করে পাঠ করা।

দুররে মনছুর গ্রন্থে আস্‌কারীর সূত্রে হযরত আলীর উপদেশসমূহ উল্লেখ হয়েছে। তাতে হযরত আলী রা. বলেনঃ রসুলুল্লাহ সা.-কে তারতীলের সাথে কুরআন পাঠের ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ "স্পষ্ট স্পষ্ট করে পাঠ করো। গদ্যের মতো গড় গড় করে কিংবা পদ্যের মতো টেনে হিঁচড়ে পড়োনা। কুরআনের প্রতিটি বিস্ময়কর বক্তব্য (আয়াত) পাঠ করে থামো, তার দ্বারা হৃদয়কে আন্দোলিত করো। কোনো একটি সূরা (দ্রুত পাঠ করে) শেষ করাটাই যেনো তোমার উদ্দেশ্য না হয়।

আল কাফীতে সনদসহ আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ কুরআনের প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়ো, কবিতার মতো টেনে টেনে পড়োনা, আবার গদ্যের মতো গড় গড় করেও পড়োনা। বরং কুরআন দ্বারা অন্তরের জং পরিষ্কার করো। একটি সূরা শেষ করতে পারাটাই যেনো তোমার উদ্দেশ্য না হয়।

তাউস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ কোন্ ব্যক্তির কুরআন পাঠ সবচাইতে সুন্দর? জবাবে তিনি বলেনঃ যার পাঠ শুনলে তুমি বুঝবে লোকটি আল্লাহকে ভয় করছে। (উসূল আল কাফী)

www.nagorikpathagar.org

উসূল আল কাফীতে সনদসহ আলী ইবনে আবি হামযা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আবু আবদুল্লাহ র. বলেছেনঃ কুরআন অনর্গল পড়ে যাবার জিনিস নয়। বরং কুরআন পাঠ করবে থেমে থেমে, ধীরে সুস্থে। যখন এমন কোনো আয়াত পাঠ করবে, যাতে জান্নাতের আলোচনা আছে, তখন সেখানে থামো এবং আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করো। যখন এমন কোনো আয়াত পাঠ করবে, যাতে জাহান্নামের আলোচনা রয়েছে, তখন সেখানে থামো এবং আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

'মাজমা' গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, আবু বসীর আবু আবদুল্লাহ র. থেকে 'তারতীল' শব্দের অর্থ শুনেছেন। আবু আবদুল্লাহ র. বলেছেনঃ তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করা মানে- থেমে থেমে পাঠ করা এবং সুন্দর মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে পাঠ করা।

একই গ্রন্থে উম্মে সালামা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি আয়াত বিচ্ছিন্ন করে আলাদা আলাদাভাবে পাঠ করতেন।

একই গ্রন্থে আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সা. টানা সুরে কুরআন পাঠ করতেন।"

৭. The Holy Quran: English Translations of the meanings and commentary by Abdullah Yusuf Ali.

"And recite the Qur'an 5756
in slow measured rhythmic tones.

5756. At this time there was only Sura. xcvi, lviii and possibly Sura lxxiv and the opening Sura (Al-Hamd). For us, now, with the whole of the Quran before us, the injuction is specially necessary. The words of the Quran must not be read hastily, merely to get through so much reading. They must be studied, and their deep meaning pondered over. They are themselves so beautiful that they must be lovingly pronounced in rhythmic tones.

www.nagorikpathagar.org

৮. তফসির উসমানি: শিব্বির আহমদ উসমানি

“আর কুরআন পাঠ করো তারতীলের সাথে।”

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানি এ আয়াতাংশের তফসির করেছেন নিম্নরূপ:

“কুরআন ধীরে সুস্থে থেমে থেমে পাঠ করো, যাতে করে একেকটি শব্দ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। এভাবে পাঠ করলে কুরআন বুঝতে ও অনুধাবন করতে সহজ হয়। এভাবে পাঠ করলেই কুরআন মনের উপর ক্রিয়া করে এবং হৃদয়ে আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।”

৯. সফওয়াতুত্ তাফাসীর: মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি

“ওয়ারাত্তিলিল কুরআনা তারতীলা-এর অর্থ হলো, রাত্রের নামাযে কুরআন পাঠ করো ধীর-স্থিরভাবে, মনোনিবেশ সহকারে, থেমে থেমে। এভাবেই তোমার পক্ষে কুরআন বুঝতে এবং কুরআনের মর্ম ও বক্তব্য সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করতে সহজ হবে। রসুলুল্লাহ সা. কুরআনের প্রতিটি আয়াত পাঠ শেষে যতিচ্ছেদ দিয়ে থেমে থেমে পাঠ করতেন। প্রতিটি হরফ স্পষ্ট করে পাঠ করতেন। কোনো আয়াতে আল্লাহ্র রহমতের কথা উল্লেখ পেলে সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে নিতেন। যেখানে আল্লাহর আযাবের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

• • •

www.nagorikpathagar.org

রসুলুল্লাহ সা. নিজে কিভাবে কুরআন পাঠ করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে কিভাবে কুরআন পাঠ করতে বলেছেন, শিখিয়েছেন– সে বিষয়ে আলোচনা করবো হাদিসের আলোকে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সরাসরি কতিপয় হাদিস উল্লেখ করবো। অতপর হাদিসগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবো, কুরআন পাঠ পদ্ধতির ব্যাপারে রসুলুল্লাহর সা.-এর নির্দেশনা কী?

এভাবে একালের কুরআনের বাহকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে- রসুলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাথিদের কুরআন পাঠ পদ্ধতি। আর এভাবেই নির্ণয় করা সহজ হবে নিজেদের জন্যে কুরআন পাঠের সঠিক পন্থা।

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا •

হাদিস ১: ইয়ালি ইবনে মামলাক উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা.-কে রসুলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন: তাঁর কুরআন পাঠ ছিলো পরিষ্কার, আলাদা আলাদা ও প্রতিটি হরফের স্বতন্ত্র উচ্চারণ-রীতির।" (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ •

হাদিস ২: উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: রসুলুল্লাহ সা. প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের পর পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করে থামতেন। তারপর 'আর রাহমানির রাহীম' পাঠ করে থামতেন।" (তিরমিযি)

পৃষ্ঠা: ৮০

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:

www.nagorikpathagar.org

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا•

হাদিস ৩: বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি: তোমরা তোমাদের কণ্ঠের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করো। কেননা সুকণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।" (দারেমি)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ•

হাদিস ৪: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআন দ্বারা 'তাগান্না' করেনা/হয়না।" (সহিহ বুখারি)

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে 'ইয়াতাগান্না' (يَتَغَنَّ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক দিক থেকে এর দুটি অর্থ হয়:

১. গানের সুর বা সুমধুর ধ্বনি।

২. মুখাপেক্ষাহীন বা বিমুখ হওয়া।

এই শব্দটির একাধিক অর্থ হবার কারণে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে হাদিসটির অর্থ নির্ণয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। কেউ একটি অর্থ গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ আরেকটি অর্থ গ্রহণ করেছেন।

প্রথম অর্থের দিক থেকে হাদিসটির অর্থ হয়: যে ব্যক্তি গানের সুরে বা সুমধুর ধ্বনিতে কুরআন পাঠ করেনা, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক থেকে হাদিসটির অর্থ হয়: যে ব্যক্তি কুরআন পেয়ে অন্যসব মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতি থেকে বিমুখ বা মুখাপেক্ষাহীন হয়না, সে আমাদের দলের লোক নয়।

প্রথম অর্থটি সুকণ্ঠে কুরআন পাঠ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় অর্থটি স্বয়ং এই হাদিসের মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে হাদিসটির মর্ম দাঁড়ায় এই যে: 'যারা গানের সুরে বা সুমধুর ধ্বনিতে কুরআন পাঠ করবেনা, তারা রসুলুল্লাহ সা.-এর দলের লোক নয়।"-যুক্তি বলে রসুলুল্লাহ সা. এই অর্থে 'তাগান্না' শব্দ

ব্যবহার করেননি। কারণ সবলোকের কণ্ঠে গানের সুর আসেনা আর সবার কণ্ঠেই সুমধুর ধ্বনি উচ্চারিত হয়না। এমনকি সাহাবায়ে কিরামেরও অধিকাংশের কণ্ঠেই সুমধুর ধ্বনি উচ্চারিত হতো না। আবু মূসা আশআরী রা. উবাই ইবনে কাআব রা. এবং ইবনে আব্বাস রা.-সহ কেবল কয়েকজন সাহাবিই সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়। বাকিদের অবস্থা তাঁদের মতো ছিলো না।

এসব কারণে 'যারা গানের সুরে কুরআন পাঠ করেনা, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়'- হাদিসটির এই অর্থ গ্রহণ করা যুক্তি সংগত মনে হয়না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থটি এ হাদিসের বক্তব্যের সাথে যুক্তিসংগত মনে হয়। 'যে ব্যক্তি কুরআন পেয়েও অন্যান্য মত ও পথ থেকে বিমুখ হয়না, সে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সা.-এর দলভুক্ত থাকতে পারেনা।" - এ অর্থ খুবই যথার্থ ও যুক্তি সংগত।

অপর একটি হাদিস থেকে জানা যায়, একবার হযরত উমর রা. চামড়া বা প্রস্তর খন্ডে লেখা তাওরাতের কিছু অংশ কোথাও পেয়ে রসুলুল্লাহ সা.-কে দেখাতে নিয়ে আসেন। এতে রসুলুল্লাহ সা. রাগান্বিত হয়ে বলেন: আজ মূসা জীবিত থাকলেও আমারই অনুসরণ করতেন। এ প্রসংগে তিনি অন্য সব গ্রন্থ ও মত-পথ থেকে বিমুখ হবার নির্দেশ দেন।

ঈমান ও আদর্শের দিক থেকে এ হাদিসটির দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করাই সঠিক বলে মনে হয়, আর স্বাভাবিকভাবেই প্রথম অর্থ গ্রহণ করা ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ •

হাদিস ৫: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: আল্লাহ কোনো জিনিসের প্রতি এতোটা কান দেননা, যতোটা কান দেন একজন নবির সুকণ্ঠে কুরআন পাঠের প্রতি।" (বুখারি, মুসলিম)

ব্যাখ্যা: ফরিদাবাদ মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম ও মিশকাত শরিফের অনুবাদক মরহুম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী সাহেব এ হাদিসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

"আল্লাহর কান দেয়া বা আল্লাহ্র কান পাতিয়া শুনা অর্থ- 'আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

পছন্দ করা'। সুকণ্ঠে বা সুর করিয়া পড়ার অর্থ- তাজবীদের নিয়মানুযায়ী খুব সুন্দর করিয়া পড়া যাহাতে মানুষের অন্তর বিগলিত হয় এবং উহাতে খোদাভীতির সঞ্চার হয়। আর তা হলো আরবদের স্বাভাবিক সুরে পড়া এবং যেখানে জিজ্ঞাসা আছে সেখানে জিজ্ঞাসার স্বরে, যেখানে আদেশ বা নিষেধ আছে সেখানে আদেশ বা নিষেধের স্বরে এবং যেখানে ধমক আছে সেখানে ধমকের স্বরে পড়া। বাজনার তালের সাথে মিল করে পড়া কুরআনকে বিগড়ানোরই নামান্তর। আজকাল কোনো কোনো লোক এভাবে পড়তে আরম্ভ করেছে। মিশরীরাই এ ব্যাপারে আগে ভাগে। আমাদের দেশের লোকেরা জিজ্ঞাসা, আদেশ-নিষেধ ও ধমকের স্বরের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করেনা। সকল স্থানেই একটানা সমানভাবে পড়ে যায়। এই উভয় দিকই দুষণীয় এবং বর্জনীয়।"[১]

মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাতে ইমাম নববী এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন: " হাদিসটিতে আল্লাহ্ তায়ালার শুনার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বড় পুরস্কার বা সওয়াব দান করা। ইমাম শাফেয়ী, তাঁর অনুসারীগণ এবং অধিকাংশ উলামার মতে 'ইতাগান্না বিল কুরআন' মানে হলো -উত্তম বা সুমিষ্ট সুরে কুরআন পাঠ করা। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মতে এর অর্থ হলো- কুরআনকে যথেষ্ট মনে করা এবং মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়া। অবশ্য কাযি ইয়ায এ বিষয়ে ইবনে উয়াইনার দুটি স্বতন্ত্র মত উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি মতানুযায়ী এর অর্থ হলো কুরআনকে যথেষ্ট মনে করা। অপর মতানুযায়ী সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করা।"

عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ أَنَسٌ ﵁ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ؟ ﷺ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ •

হাদিস-৬ঃ কাতাদা থেকে বর্ণিত, আনাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রসুলুল্লাহ সা. কিভাবে কুরআন পাঠ করতেন? জবাবে আনাস রা. বলেছেন: 'রসুলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ ছিলো টানা টানা।" -একথা বলে আনাস 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করলেন।

---

১. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী অনূদিত মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় জিলদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৮৬ ইং,এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার,ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

এতে তিনি 'আল্লাহ' টেনে পড়লেন, 'রাহমান' টেনে পড়লেন এবং 'রাহীম' টেনে পড়লেন।" (সহিহ বুখারি)

عَنْ عَبِيدَةَ الْمُلَيْكِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَوَسَّدُوْا الْقُرْآنَ، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، و تَغَنُّوهُ وَتَقَنَّوْهُ، وَاذْكُرُوْا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوْا ثَوَابَهُ ؛ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا •

হাদিস ৭: রসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবি আবিদাতুল মুলাইকি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: হে কুরআনওয়ালা লোকেরা! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানিয়োনা; বরং রাত্রে ও দিনে একে তিলাওয়াত করো এর হক আদায় করে। আর এ কিতাবকে মানুষের কাছে প্রকাশ করো, সুকণ্ঠে পাঠ করো এবং তাৎপর্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা গবেষণা করো, তবেই তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে। তাছাড়া এর দ্বারা দ্রুত ফল লাভ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়োনা। কারণ, এর ফল অবশ্যি ফলবে।" (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা: বালিশ বানানো মানে-মুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা। অথবা এর অর্থ এমন জিনিস বানানো, যা কেবল ঘুমন্ত লোকদের কাজে লাগে, জাগ্রত ও সক্রিয় লোকদের প্রয়োজন হয়না।

عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً؟ فَقَالَ: اَلَّذِيْ اِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ قَالَ طَاوُسٌ وَكَانَ طَلَقَ كَذَالِكَ •

হাদিস ৮: তাউস থেকে মুরসাল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: সুকণ্ঠে কুরআন পাঠকারী এবং উত্তম তিলাওয়াতকারী কে? -জবাবে তিনি বলেন: ঐ ব্যক্তি, যার কুরআন পাঠ শুনলে তোমার মনে হবে, সে আল্লাহকে ভয় করছে।" -তাউস বলেন: (তাবেয়ী) তলক এভাবেই কুরআন পাঠ করতেন। (দারেমি)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِيْنَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ

أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ •

হাদিস ৯: জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে আরবও ছিলো, অনারবও ছিলো (অর্থাৎ যারা ঠিকভাবে আরবি উচ্চারণ করতে পারতোনা)। তবু রসুলুল্লাহ সা. বললেন: পাঠ করতে থাকো, প্রত্যেকটিই উত্তম। অচিরেই এমন লোকেরা আসবে, যারা তীর সোজা করার মতো কুরআনের পাঠ ঠিক করবে। তারা কুরআন দ্বারা নগদ (দুনিয়াতেই) প্রতিদান লাভ করতে উদ্যোগী হবে, (পরকালের) অপেক্ষা করবেনা।" -(আবু দাউদ, বায়হাকি)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَسَيَجِيْئُ بَعْدِيْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ •

হাদিস ১০: হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: কুরআন পাঠ করো আরবের উচ্চারণ পদ্ধতিতে (সু'র), আর দূরে থাকো আহ্লে ইশ্ক ও আহ্লে কিতাবের উচ্চারণ পদ্ধতি (সুর) থেকে। অচিরেই আমার পরে এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা গান ও বিলাপের (কাব্যিক) ছন্দে কুরআন পাঠ করবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা (তারা কুরআন বুঝবেনা, উপলব্ধি করবেনা)। তাদের অন্তর হবে ফিতনায় পরিপূর্ণ (পার্থিব মোহগ্রস্ত)। অনুরূপ হবে ঐসব লোকদের অন্তরও, যারা তাদের পদ্ধতিকে পছন্দ করবে।" (বায়হাকি, রিয্যীন)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ•

হাদিস ১১: আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়ে, সে কুরআন বুঝেনি।" (তিরমিযি, আবু দাউদ, দারেমি)

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ •

হাদিস ১২: উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম বিন হাকিম বিন হিযামকে (নামাযে) এমন এক পদ্ধতিতে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম, যে পদ্ধতিতে আমি পড়িনা, অথচ আমাকে এর পাঠ শিখিয়েছেন স্বয়ং রসুলুল্লাহ সা.। তখন আমি হিশামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম। তবে তাকে নামায শেষ করতে অবকাশ দিলাম। অতপর সে নামায শেষ করলো। তখন আমি তার চাদর তার গলায় পেঁচিয়ে তাকে রসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একে এমন এক পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করতে শুনেছি, যে পদ্ধতিতে আপনি আমাকে শিখাননি।" রসুলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। আর তাকে বললেন: পড়ো। সে পড়লো, ঠিক সেভাবেই যে আমি তাকে পড়তে শুনেছি। তার পাঠ শুনে রসুলুল্লাহ সা. বললেন: কুরআন এ পদ্ধতির পাঠেও নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি পাঠ করো। আমি পাঠ করলাম। তিনি বললেন: কুরআন এ পদ্ধতির পাঠেও নাযিল হয়েছে। মূলত কুরআন সাতটি পাঠ রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের যার জন্যে যেভাবে সহজ, সেভাবেই পাঠ করো। (বুখারি, মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা: এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মিশকাত শরিফের অনুবাদক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী লিখেছেন: সকল ভাষার আঞ্চলিক রীতি বিভিন্ন। আমরা বলি: যাইব, যাব, যাইমু; পুত্র, পুত, পোয়া, হোলা ইত্যাদি। আরবি ভাষায় আঞ্চলিক রীতিসমূহও বিভিন্ন ছিলো ও আছে। নিরক্ষর ও বুড়াদের সুবিধার জন্যে হুজুরের জামানায় কুরআন পাঠের বিভিন্ন রীতি অনুমোদন করা হয়েছিল।[২]

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَقْرَأَنِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ •

হাদিস-১৩: ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: জিবরিল আমাকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করালেন। আমি তাকে ফেরত পাঠাতে থাকলাম। আমি পাঠ পদ্ধতি বৃদ্ধি করতে আবেদন জানাতে থাকলাম। আল্লাহ্ তা বৃদ্ধি করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত পদ্ধতির সংখ্যা সাতে পৌঁছলো। ইবনে শিহাব যুহুরি বলেন: বিশ্বস্ত সূত্রে আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, এই সাত রীতি অর্থের দিক থেকে একই, এতে হালাল হারামের মধ্যে কোনো বিভিন্নতা সৃষ্টি করেনা।" (বুখারি, মুসলিম)

عَنْ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ لَقِيَ رسولُ اللهِ ﷺ جبريلَ فقالَ يا جبريلُ إِنِّي بعثتُ إلى أُمَّةٍ أُمِّيِّيْنَ منهمُ العجوزُ والشَّيخُ الكبيرُ والغلامُ والجاريةُ والرَّجلُ الَّذي لم يقرأ كتابًا قطُّ قالَ يا محمَّدُ إن القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ •

হাদিস-১৪: উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা. এক সাক্ষাতকালে জিবরিলকে বললেন: 'হে জিবরিল! আমি একটি নিরক্ষর জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কিশোর,

২. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী অনূদিত মিশকাত শরিফ দ্বিতীয় জিলদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৮৬ ইং, এমদাদিয়া লাইব্রেরি চকবাজার,ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

কিশোরী এবং পড়ালেখা না জানা লোকেরা রয়েছে।" জিবরিল বললেন: হে মুহাম্মদ, সমস্যা নেই, কুরআন সাত প্রকার পাঠ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ করা হলো।" তিরমিযি)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً. سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهَا. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ. قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَالَ: لَا تَخْتَلِفُوْا. فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا • (بخاري)

হাদিস-১৫: ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রসুলুল্লাহ সা. থেকে যেভাবে কুরআন পাঠ করতে শিখেছি, এক ব্যক্তিকে তার চাইতে ভিন্ন রকম কুরআন পাঠ করতে শুনলাম। তাই আমি লোকটিকে রসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে নিয়ে এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। এতে আমি তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন: তোমরা দুজনেই উত্তম পাঠকারী, সুতরাং বিবাদ করোনা। তোমাদের পূর্ববর্তীরা বিবাদ করে ধ্বংস হয়েছে। (সহিহ বুখারি)

হাদিসগুলোর সারকথা: ক্রমিক নম্বর দিয়ে পয়েন্টওয়ারী সাজালে উপরোক্ত পনেরটি হাদিস থেকে আমরা নিম্নরূপ নির্দেশনা পাই:

০১. রসুলুল্লাহ সা. প্রতিটি হরফের স্বতন্ত্র ও পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন।
০২. প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেন।
০৩. তিনি প্রতিটি আয়াত শেষ করে থামতেন। প্রতিটি ছোট বড় বাক্য শেষে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে পাঠ করতেন।
০৪. তিনি বলেছেন: তোমরা সুকণ্ঠে কুরআন পাঠ করো।
০৫. আল্লাহ পাক নবির সুকণ্ঠে কুরআন পাঠকে খুবই পছন্দ করেন।
০৬. রসুলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ ছিলো টানা টানা। তিনি মদ্দের হরফগুলো টেনে পড়তেন।
০৭. তিনি কুরআনকে লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ ও প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
০৮. তিনি কুরআন পাঠকালে কুরআনের তাৎপর্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন।
০৯. তিনি বলেছেন, যার কুরআন তিলাওয়াত শুনলে মনে হবে সে আল্লাহকে ভয় করছে, সে ব্যক্তিই উত্তম ও সুকণ্ঠে কুরআন পাঠকারী।
১০. তিনি অনারবদের অশুদ্ধ উচ্চারণকেও উত্তম পাঠ বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

১১. তিনি বলেছেন, অচিরেই তীর সোজা করার মতো কুরআন পাঠ শুদ্ধ করার লোকেরা আসবে, তবে তারা এর দ্বারা দুনিয়ার ফায়দা লাভে উদ্যোগী হবে।
১২. তিনি আরবদের পাঠরীতিতে (লাহানে) কুরআন পাঠ করতে বলেছেন।
১৩. তিনি 'আহ্লে ইশ্ক' অর্থাৎ প্রেমিকদের মিলন-বিরহের সুরে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।
১৪. তিনি 'আহ্লে কিতাব' অর্থাৎ ইহুদি-খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের রীতিতে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।
১৫. তিনি গান ও বিলাপের কাব্যিক ছন্দে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।
১৬. কুরআন যাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করেনা, অর্থাৎ যারা কুরআনের তাৎপর্য ও মর্ম উপলব্ধি না করেই কুরআন পাঠ করে, তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন।
১৭. তিনি বলেছেন, যারা কুরআন উপলব্ধি না করে গান ও বিলাপের সুরে তা পাঠ করে, তাদের অন্তরে ফিতনা বা পার্থিব মোহ জন্ম নেয়।
১৮. যারা উপরোক্ত লোকদের পাঠ পদ্ধতিকে পছন্দ করবে, তাদের অন্তরেও ফিতনা বা পার্থিব মোহ জন্ম নেবে।
১৯. তিনি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তিন দিনের কমে যারা খতম করে, তারা কুরআন না বুঝেই পাঠ করে।
২০. কুরআন সাত রকম পাঠে পড়া যায়। এর প্রতিটি পাঠই সঠিক।
২১. যার জন্যে যেভাবে পাঠ করা সহজ, তিনি তাকে সেভাবেই পাঠ করতে বলেছেন।
২২. যতোক্ষণ কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারামের ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টি না হবে, ততোক্ষণ বিভিন্ন ধরনের পাঠ বৈধ।
২৩. আল্লাহ তায়ালা নিরক্ষর আরব, বৃদ্ধ ও কিশোর আরব এবং অনারবদের সুবিধার্থে বিভিন্ন রকম পাঠের অবকাশ দিয়েছেন।
২৪. রসুলুল্লাহ সা. পাঠের বিভিন্নতা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেছেন।

• • •

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনের পাঠরীতি: আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের বিশ্লেষণ[১]

● রসূলুল্লাহ সা. মনোজ্ঞ রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন তিলাওয়াত (পাঠ) করার একটি চমৎকার আদর্শ রীতি ছিলো। কুরআন পাঠের এই রীতি কখনো তিনি বাদ দেননি।

- তিনি কুরআন পাঠ করতেন তারতীলের সাথে। অর্থাৎ কিছুটা আওয়ায করে, গতিশীল ধীর গতিতে, আয়াতে আয়াতে নেমে, স্পষ্ট করে, মনোজ্ঞ সুর ও রীতিতে (in a pleasant tone and style).

- রসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ ছিলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত। তিনি থেমে থেমে সবিরাম কুরআন পাঠ করতেন। প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। এমনকি অর্থবোধক আয়াতংশ পাঠ করেও থামতেন। তিনি 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করে থামতেন। 'আর রাহমানির রাহীম' পড়ে থামতেন। 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' পাঠ করে নিশ্বাস নিতেন। - তিনি এভাবেই থেমে থেমে পাঠ করতেন।

- তাঁর কুরআন পাঠ ছিলো স্পষ্ট, পরিষ্কার।
- তিনি প্রতিটি হরফ ও অক্ষরের ধ্বনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন।
- তিনি প্রতিটি আয়াত আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করতেন।
- একটি বক্তব্য শেষ হলে একটু বিরতি দিয়ে আরেকটি বাক্য পাঠ করতেন।
- তিনি মদ্দের হরফ (টানের হরফ) প্রলম্বিত করে পড়তেন।
- তিনি কুরআন পাঠের প্রারম্ভে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' বলে শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নিতেন।
- তিনি অন্যদের কাছ থেকে কুরআন শুনতে পছন্দ করতেন। একবার তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে কুরআন পাঠ করে শুনাতে আদেশ করেন। হযরত ইবনে মাসউদ তাঁকে কুরআন পাঠ করে

---

১. এই অংশটি নেওয়া হয়েছে আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিমের যাদুল মা'আদ গ্রন্থ থেকে। এখানে আমরা মূল আরবি থেকে হুবহু বাংলা অনুবাদ পেশ করেছি।

www.nagorikpathagar.org

শুনান। তিনি এতোটা বিনয়ের সাথে তার কুরআন পাঠ শুনেন যে, তার দু'চোখ থেকে গন্ড বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

রসুলুল্লাহ সা. সর্বাবস্থায়ই কুরআন পাঠ করতেন। তিনি কুরআন পাঠ করতেন:

- দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,
- বসে বসে,
- শুয়ে শুয়ে,
- অযু অবস্থায়ও এবং
- হদছ অবস্থায়ও,
- তিনি মনোরম সুরে কুরআন পাঠ করতেন।

● গানের সুরে কুরআন পাঠের তাৎপর্য ও মতভেদ

সুনানে আবু দাউদে আবদুল জাব্বার ইবনুল ওয়ার্দ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আবু মুলাইকা আমাকে বলেছেন, তাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ বলেছেন: একদিন আবু লুবাবা আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমরাও তাঁর পিছে পিছে চললাম। তিনি এসে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর ঘরে এসে তাকে দেখলাম, তিনি একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ •

'যে গানের সুরে কুরআন পড়বেনা, সে আমাদের লোক নয়।"

আবদুল জাব্বার ইবনুল ওয়ার্দ বলেন, আবু মুলাইকা থেকে এ ঘটনা শুনে আমি তাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মদ (আবু মুলাইকা)! কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর যদি সুন্দর না হয়, তবে সে কী করে গানের সুরে কুরআন পাঠ করবে?

তিনি বললেন: সে সাধ্যানুযায়ী সুন্দর আওয়াযে পাঠ করবে।"

আসলে গানের সুরে কুরআন পাঠ করা যাবে কিনা- সে ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিষয়টির সমাধান হওয়া দরকার। উভয় পক্ষের মতামত ও তাদের যুক্তি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

একদল বড় আলেম গানের সুরে টেনে হিচঁড়ে কুরআন পাঠ করাকে অপছন্দ করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমদ র., ইমাম মালিক র. ও অন্যান্য আলেমগণ।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন সূত্র থেকে এ প্রসংগে ইমাম আহমদ রহ.-এর নিম্নরূপ মতামত পাওয়া যায়ঃ

আলী ইবনে সায়ীদ বলেছেন, ইমাম আহমদের মত হলোঃ ইলহানের সুরে কুরআনী পাঠ (সঙ্গীতের সুরে কুরআন পাঠ) আমার ভালো লাগেনা। এ ধরনের পাঠ নব উদ্ভাবন (বিদআত)।

- মারূযী বলেছেন, ইমাম আহমদের মতে ইলহানের সাথে কুরআন পাঠ করা বিদ্‌আত। তিনি বলেছেন, তোমরা এ ধরনের কুরআন তিলাওয়াত শুনবে না।
- আবদুর রহমান আল মুত্তাতিব বলেছেন, ইমাম আহমদের মতে ইলহান করে (গানের সুরে) কুরআন পাঠ করা বিদআত।
- আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল, ইউসুফ মূসা, ইয়াকুব ইবনে হাব্বান আছরম এবং ইবরাহীম ইবনে হারিছ বলেন, ইমাম আহমদ বলেছেনঃ ইলহানের সাথে (গানের সুরে) কুরআন পাঠ আমার ভালো লাগেনা। তবে কেউ যদি আবু মূসা আশআরী রা.-এর মতো পাঠ করে এবং সে পাঠ যদি কুরআনের মর্ম দ্বারা হৃদয় গলিয়ে দেয় সেটা ভিন্ন কথা।
- সালেহ বলেছেন, 'তোমাদের আওয়ায দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্য মন্ডিত করো'- ইমাম আহমদ এ হাদিসের 'সৌন্দর্য মন্ডিত করো' কথাটির অর্থ করেছেনঃ 'সুন্দর আওয়াযে পাঠ করো।"
- 'যে সুর করে কুরআন পড়েনা, সে আমাদের লোক নয়'- এই হাদীসের অর্থ ইবনে উয়াইনা করেছেন - গানের সুরে পাঠ করা।
- ইমাম শাফেয়ী র.-এর অর্থ করেছেন- উঁচু আওয়াযে পাঠ করা।
- মু'আবিয়া ইবনে কুররা বর্ণিত সুরা ফাতিহা তারজী (স্পন্দন) করে পাঠ করার হাদিসকে আবু আবদুল্লাহ গানের সুরে কুরআন পাঠ করার দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।
- ইবনে কাসিম ইমাম মালিক সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে নামাযে সুর করে কুরআন তিলাওয়াত (পাঠ) করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেনঃ এটা আমার পছন্দ হয়না। এ-তো গান। এভাবে কুরআনকে গানের সুরে পাঠ করে লোকেরা পয়সা উঠায়।
- আনাস ইবনে মালিক রা., সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব র., সায়ীদ ইবনে জুবায়ের র., কাসিম ইবনে মুহাম্মদ র. হাসান বস্‌রি র., ইবনে সীরীন র. এবং ইব্রাহীম নখয়ী র. সুর করে কুরআন পাঠ করাকে মকরূহ (অপছন্দনীয়) মনে করতেন।

www.nagorikpathagar.org

- আবদুল্লাহ্ ইবনে ইকবারি বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এসে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-কে জিজ্ঞাসা করলোঃ হুজুর! সুর দিয়ে কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে আপনার মত কি? ইমাম তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বললোঃ 'মুহাম্মদ'। তখন ইমাম আহমদ তাকে বললেনঃ তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, লোকেরা লম্বা সুর করে তোমাকে 'মূ-উ-হা-া-ম্মা-াদ' বলে ডাকুক?
- একদল উলামা বলেছেন, গানের সুরে কুরআন পাঠ করা মানে- সুন্দর ও আকর্ষণীয় আওয়াযে পাঠ করা, সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা এবং আওয়ায ও লাহানকে ইচ্ছা মাফিক সুর করে পাঠ করা। - এটা হচ্ছে ইবনে মুবারক ও নদর ইবনে শামীলের বক্তব্য।
- যারা সুর করে কুরআন পাঠ করাকে বৈধ মনে করেন, তারা তাদের এ মতের পক্ষে কয়েকটি দলিল পেশ করেন। সেগুলো হলোঃ
- হযরত উমর রা. আবু মূসা আশআ'রী রা.-কে বলেছিলেন, 'হে আবু মূসা! আমাদের প্রভুকে স্মরণ করাও।" তখন আবু মূসা রা. কুরআন পাঠ করেন এবং ইলহানের সাথে (সুর করে) পাঠ করেন। - একথাগুলো বর্ণনা করেছেন ইবনে জরীর তাবারি। তিনি হযরত উমরের একথাটিও উল্লেখ করেছেনঃ তোমাদের কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তবে আবু মূসার মতো মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করো।
- উকবা ইবনে আমের রা. সুন্দরতম কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন। একদিন হযরত উমর রা. তাকে বলেন, 'আমাকে অমুক সূরাটি পড়ে শুনাও।" তিনি সূরাটি পাঠ করেন। হযরত উমর তার কণ্ঠে সূরাটি শুনছিলেন আর তাঁর চোখে অশ্রু ঝরছিল।
- ইবনে আব্বাস রা. এবং ইবনে মাসউদ রা. সুর করে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।
- আতা ইবনে আবি রিবাহ বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবি ইয়াযিদ রমযান মাসে মসজিদে সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী খুঁজতেন।
- তাহাভি লিখেছেন, আবু হানিফা র. এবং তাঁর সাথিরা সুর করা কুরআন পাঠ শুনতেন।
- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাকাম বলেন, আমি দেখেছি, আমার পিতা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইউসুফ ইবনে আমর সুর করা কুরআন পাঠ শুনতেন।
- ইবনে জরীর তাবারিও সুর করে পাঠ করাকে বৈধ মনে করতেন।
- যারা সুর করে পাঠ করাকে বৈধ মনে করেন, তারা তাবারির উদ্ধৃত

www.nagorikpathagar.org

হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন: হাদিসে যে 'গেনা' (সুর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ হলো, এমন যুক্তিসংগত সুন্দর আওয়ায ও সুর, যার দ্বারা পাঠকারী কুরআনের মর্মকে শ্রোতাদের অন্তর বিগলিত করার মতো করে পেশ করে। যেমন কবিতা আবৃত্তি। তাতেও গানের সুর আছে। সে সুর কবিতার মর্মকে শ্রোতাদের অন্তরে বিদ্ধ করে তাদেরকে ব্যাকুল করে তোলে।

একদল লোক বলেন, গানের সুর এবং স্পন্দন কুরআনের শব্দের রূপ বদলে ফেলে।

অন্যরা বলেন, গানের সুর ও স্পন্দন দ্বারা শব্দের রূপ বদলায়না। শব্দতো শব্দই থাকে। বরং সুর ও স্পন্দন দ্বারা শ্রোতার অন্তরে শব্দের মর্ম কার্যকরভাবে গেঁথে যায়।

যারা সুর ও স্পন্দন করে কুরআন পাঠ করাকে বৈধ মনে করেননা, তারা হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। হযরত হুযাইফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা কুরআনকে আরবদের স্বর ও উচ্চারণ ভংগিতে পাঠ করো। আহলে কিতাব ও ফাসিকদের লাহানে (উচ্চারণ ভংগিতে) পাঠ করোনা। আমার পরে অচিরেই এমনসব লোকের আগমন ঘটবে, যারা স্পন্দন করে এবং গান ও বিলাপের সুরে কুরআন পাঠ করবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা (অন্তরে প্রবেশ করবেনা)। তাদের অন্তর ফিতনায় ভরপুর থাকবে আর যারা তাদের পাঠ শুনবে, তাদের অন্তরও ঐ রকম হবে।"

- হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবুল হাসান ও রিযযীন 'তাজরীদুস্ সিহাহ্' গ্রন্থে এবং আবু আবদুল্লাহ আল হাকাম তিরমিযি 'নাওয়ারুল উসূল' গ্রন্থে।

- কাজী আবু ইয়ালী তাঁর জামে গ্রন্থে এই হাদিসটিকে স্পন্দন করে এবং গান ও বিলাপের সুরে কুরআন পাঠ নাজায়েয হবার পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই সাথে তিনি আরো একটি হাদিসকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেটি হলো: নবি করিম সা. একবার কিয়ামতের শর্তাবলি বর্ণনা করেন। সেই প্রসংগে তিনি একথাও বলেন: তখন কুরআনকে বাঁশীর সুরে পাঠ করা হবে। এমনসব লোক (কারী হিসেবে) কুরআনকে বাঁশীর গানের মতো গেয়ে বেড়াবে, যাদের ইল্‌মও থাকবেনা, আমলও থাকবেনা।

- অপর একটি বর্ণনায় আছে, একদল কারীর সাথে যিয়াদ আন নাহদি হযরত আনাসের কাছে আসে। তিনি তাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে বললেন। সে উচ্চস্বরে স্পন্দন করে পাঠ করতে শুরু করলো। তার পাঠ শুনে হযরত আনাসের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি তাকে বললেন: ওহে শুনো, আল্লাহর নবির সাথিগণ এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেননা।"

- দারু কুতনিতে এই হাদিসও উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ সা. কাঁপা গলায় আযান দেয়া মুয়াযযিনকে আযান দিতে নিষেধ করে দেন। তিনি তাকে বলেন, আযান তো সহজ-সরল কথা। তুমি সহজ-সরল ভাষায় পারলে আযান দাও, নইলে আযান দিওনা।"

আসলে রসুলুল্লাহ্ সা.-এর তিলাওয়াত ছিলো টানা টানা, স্পষ্ট ও সাবলীল। তিনি এক 'আলিফ'-কে কয়েক আলিফ এবং এক 'ইয়া'-কে কয়েক 'ইয়া' টানতেন না। তিনি সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম সুন্দর সাবলীল সুরে, মহব্বতের সাথে ভাবের আবেগ ভরা হৃদয় নিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। এতে যদি তাঁদের কণ্ঠে কম্পন বা স্পন্দন সৃষ্টি হতো, তা হতো হৃদয় থেকে উৎসারিত ভাব প্রকাশের জন্যে স্বতস্ফূর্তভাবে। এটাই সুন্নত সম্মত বাস্তব ও অকৃত্রিম কুরআন তিলাওয়াত।

● কুরআন পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে আরো কিছু মতামত

- ইমাম যুহরি বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ সা.-এর কুরআন পাঠ ছিলো আয়াত আয়াত। অর্থাৎ আয়াতের শেষে থেমে প্রতিটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পাঠ করতেন।

- প্রতিটি আয়াতের শেষে থেমে থেমে পাঠ করাই সর্বোত্তম কুরআন পাঠ, যদিও পরবর্তী আয়াতের সাথে তার সম্পর্ক থাকে।

- কোনো কোনো কুরআনের আলিম বলেছেন, থামা উচিত সেখানে, যেখানে গিয়ে বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে এক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ্ সা.-এর রীতির অনুসরণ করাই উত্তম।

- এ বক্তব্য যাদের, তাদের মধ্যে ইমাম বায়হাকি অন্যতম। তিনি তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে থামাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যদিও পরবর্তী আয়াতের সাথে বক্তব্যের সম্পর্ক থাকে।

- রসুলুল্লাহ সা. নামাযে দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেও তা তারতীলের সাথে (থেমে থেমে) পাঠ করতেন, তাতে যতো দীর্ঘ সময়ই ব্যয় হতোনা কেন।
- তিনি কখনো কখনো (নামাযে) একটি আয়াতই ভোর হওয়া পর্যন্ত পূনরাবৃত্তি করতে থাকতেন।
- কুরআন পাঠের কোন্ রীতিটি উত্তম - তারতীলের সাথে (প্রতিটি আয়াতে থেমে থেমে) অল্প পাঠ করা, নাকি দ্রুততার সাথে বেশি পাঠ করা? - এ বিষয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।
- ইবনে মাসউদ রা. এবং ইবনে আব্বাস রা.-সহ অনেক মনীষী বলেছেন, তারতীলের সাথে বুঝে-ভেবে-উপলব্ধি করে কুরআন অল্প পাঠ করা উপলব্ধি না করে দ্রুততার সাথে বেশি পাঠ করার চাইতে অনেক উত্তম।

এই মনীষীগণের যুক্তি হলো, কুরআন তো 'পাঠ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করা' (recitation for recitation)-এর জন্যে নাযিল হয়নি। বরং কুরআন পাঠ করার উদ্দেশ্যই হলো-

- কুরআন বুঝা,
- কুরআনের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা,
- কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করা এবং
- কুরআনের উপর আমল করা।
- তাঁরা বলেন, কুরআন আমরা পাঠ করি আর মুখস্ত করি, সর্বাবস্থায়ই এর উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের তাৎপর্য ও মর্ম উপলব্ধি করা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং প্রচার ও তা বাস্তবায়ন করা।
- তাঁদের কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, কুরআন নাযিলই হয়েছে আমল ও বাস্তবায়নের জন্যে। সুতরাং কুরআন পড়ো আমল ও বাস্তবায়ন করার জন্যে।
- এ জন্যে কুরআনের ইল্‌ম ও আমলওয়ালা লোকদেরকেই 'আহ্‌লুল কুরআন' বলা হতো, তারা কুরআনের হাফিয না হলেও।
- পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করেছে, অথচ সে কুরআন বুঝেওনা এবং কুরআন অনুযায়ী আমলও করেনা, সে ব্যক্তি আহলুল কুরআন নয়, যদিও সে কুরআনের প্রতিটি হরফ বিশুদ্ধ ও যথাযথ উচ্চারণ করে।
- তাঁরা বলেন, ঈমান হলো সর্বোত্তম আমল। আর কুরআনের বুঝ, জ্ঞান ও উপলব্ধিই ঈমানকে বৃদ্ধি ও ফলপ্রসূ করে।

তাঁরা বলেন, না বুঝে এবং উপলব্ধি না করে কুরআন তিলাওয়াত

www.nagorikpathagar.org

করাটা তো নেককার, বদকার, মুমিন, মুনাফিক সকলের জন্যেই সমান। যেমন রসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ মুনাফিক কুরআন পাঠকারীর উদাহরণ হলো রায়হান ফুল, যার ঘ্রাণ ভালো, কিন্তু স্বাদ তিক্ত।"

তাঁরা বলেন, কুরআনের ভিত্তিতে মানুষকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এই চার শ্রেণীর মানুষ হলোঃ

একঃ ঈমান ও কুরআনওয়ালা লোক। এরাই সর্বোত্তম মানুষ।
দুইঃ ঈমান ও কুরআন বিহীন লোক।
তিনঃ ঈমান বিহীন কুরআন জানা লোক।
চারঃ কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ ঈমানদার লোক।

তাঁরা বলেন, এদের মধ্যে যেমন কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ ঈমানদার লোকরা ঈমান বিহীন কুরআন জানা লোকদের চাইতে উত্তম। ঠিক তেমনি যারা কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করে এবং বুঝে ও ভেবে চিন্তে কুরআন তিলাওয়াত করে, তারা বুঝ ও উপলব্ধি ছাড়া দ্রুত অধিক পাঠকারী লোকদের চাইতে উত্তম।

তাঁরা বলেন, এটাই রসুলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত। তিনি উপলব্ধি করে, ভেবে চিন্তে কুরআন পাঠ করতেন। দীর্ঘ সূরাকেও তিনি এভাবেই দীর্ঘ সময় নিয়ে পাঠ করতেন। আর এ কারণেই তিনি কখনো একটি আয়াতই ভোর হওয়া পর্যন্ত বার বার পড়তেন।

ইমাম শাফেয়ী র.-এর অনুসারীদের মতে কুরআন দ্রুত বেশি বেশি পাঠ করা উত্তম। তারা যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন, সেগুলো হলোঃ

- ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি পুণ্য লাভ করবে আর প্রতিটি পুণ্য হবে দশগুণের। আমি বলছিনা যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম একটি হরফ।" -হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযি এবং তিনি বলেছেন এটি সহিহ হাদিস (অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে, হাদিসটির সূত্র 'গরীব')।
- তাঁরা বলেন, উসমান রা. এক রাকাতে কুরআন খতম করতেন (এটা তাঁর দ্রুত বেশি পড়ারই প্রমাণ)।
- এ ছাড়া তাঁরা আরো বলেন, পূর্বসূরীরা অনেকেই বেশি বেশি কুরআন পাঠ করতেন।
- এই মতভেদের সমাধান হলো এই যে, বুঝে বুঝে, ভেবেচিন্তে

www.nagorikpathagar.org

উপলব্ধি করে কুরআন পাঠ করাই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভের উপায়। আর অধিক পাঠে সওয়াবের সংখ্যা অধিক। যেমন, এক ব্যক্তি দান করলো মূল্যবান সোনা ও মণিমুক্তা (jewels) এবং আরেক ব্যক্তি দান করলো অনেকগুলো খুচরা পয়সা।

- সহিহ বুখারিতে কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আনাস রা.-কে রসুলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন: 'তিনি টেনে টেনে পাঠ করতেন।"
- শু'বা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে জানালাম, 'আমি খুব দ্রুত কুরআন পাঠ করি এবং প্রতি রাত্রে একবার বা দুইবার খতম করি।" আমার বক্তব্য শুনে ইবনে আব্বাস রা. বললেন: তুমি যা করছো তার চাইতে একটি সূরা পাঠ করাকে আমি অধিক পছন্দ করি। হ্যাঁ, তুমি যদি সেরকম করতে চাও, তবে এমনভাবে পাঠ করো যেনো তোমার কান পরিষ্কারভাবে শুনে এবং অন্তর হৃদয়ংগম করে।
- ইব্রাহীম নখয়ী বলেছেন, আলকামা ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। একবার তিনি তাঁর সুকণ্ঠে ইবনে মাসউদ রা.-কে কুরআন পাঠ করে শুনান। হযরত ইবনে মাসউদ তাঁর কুরআন পাঠ শুনে বললেন, তোমার জন্যে আমার মা-বাপ উৎসর্গ হোক, থেমে থেমে ধীরে সুস্থে তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করো, এভাবেই কুরআন অলংকৃত হয়।
- ইবনে মাসউদ রা.-এর আরেকটি বক্তব্য হলো: কুরআনকে পদ্যের মতো টেনে হিঁচড়ে, কিংবা গদ্যের মত গড় গড় করে পড়ে যেয়োনা। প্রতিটি বাক্য শেষে থামো, তার তাৎপর্য দ্বারা অন্তরকে নাড়া দাও।
- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আরো বলেছেন: যখন তুমি আল্লাহর আহবান- 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আ-মানু- হে ঈমানদার লোকেরা।" কথাটা পাঠ করবে, তখন তুমি সচেতন হয়ে উঠেবে। কারণ এখনই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো ভালো কাজ করার হুকুম করবেন, কিংবা কোনো মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেবেন।
- আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা বলেন: আমি একবার এক মহিলার ঘরে গিয়েছিলাম। আমি তার ঘরে বসে 'সূরা হুদ' পড়ছিলাম। আমার পড়া শুনে তিনি আমাকে বললেন: হে আবদুর রহমান! তুমি এভাবে (এতো দ্রুত) সূরা হুদ পড়ছো! আল্লাহর কসম, আমি আজ ছ'মাস ধরে সূরা হুদ পড়ছি, এখনো শেষ করতে পারিনি ॥

•••

www.nagorikpathagar.org

পবিত্রতা ও অযু ছাড়া কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা যাবে কি?

কুরআন সুন্নাহ এবং বিবেক বুদ্ধি ও মনীষীদের বক্তব্যের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ •

"(হে মুহাম্মদ!) আমি সমস্ত মানুষের জন্যে এই মহাসত্য কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এখন যে সঠিক পথ গ্রহণ করবে, তাতে তার নিজেরই কল্যাণ হবে। আর যে ভুল পথেই চলতে থাকবে, তার ভুলের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তাদের (গুমরাহীর) জন্যে তুমি যিম্মাদার নও।" (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ৪১)

● জাগ্রত বিবেকের উন্মুক্ত প্রশ্নমালা

কুরআন মজীদ অহি আকারে অবতীর্ণ হলেও রসুলুল্লাহ সা. তা লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। তিনি চামড়া ও প্রস্তর খন্ডে কুরআন লিখিয়েছেন। ফলে তাঁর সময় কুরআন একটি বাঁধাই করা একক গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করেনি, বরং চামড়া ও পাথরের পাতে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত ছিলো। তাঁর সময় মূল কুরআন মুখস্ত করার প্রতিই অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। তাছাড়া সেসময় কুরআনকে একক গ্রন্থাকারে বাঁধাই করে সকলের কাছে পৌঁছানোটাও কোনো সহজ ব্যাপার ছিলোনা। তাই তখন বিপুল সংখ্যক লোক ধারাবাহিকভাবে কুরআন মুখস্ত করে তাঁদের স্মৃতিতে গেঁথে নিয়েছিলেন। স্মৃতিপট থেকেই তাঁরা তা দিনরাত পাঠ করতেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কুরআন একক গ্রন্থকারে লিখিত ও বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু তখনকার গ্রন্থাবদ্ধ কুরআনের কপি সংখ্যা ছিলো খুবই সীমিত।

পরবর্তীকালে কুরআন ব্যাপকভাবে গ্রন্থ আকারে লিখিত হতে থাকে। ছাপাখানা আবিষ্কার হবার পর তো সীমা সংখ্যাহীন কপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। আরো পরে এসে অফসেট মেশিন আবিষ্কার

www.nagorikpathagar.org

হয়, কম্পিউটার আবিষ্কার হয়। কুরআনের মুদ্রণ ও প্রকাশনার সংখ্যা হাজারো গুণ বৃদ্ধি পায়।

কাতিবরা (লেখকরা) কুরআন লেখে (কপি করে), কম্পোজিটররা কম্পোজ করে, প্রুফ রিডাররা প্রুফ দেখে, পেস্টাররা পেস্টিং করে, পজেটিভ থেকে প্লেট তৈরি করা হয়, ছাপাখানায় মেশিনম্যানরা কুরআন ছাপে। বাইন্ডিং খানায় বাইন্ডাররা কুরআন বাঁধাই করে, বাহকরা বহন করে।

বাজারে বইয়ের দোকানে মুদ্রিত কুরআন শরিফ বিক্রি হয়। দোকানদাররা কুরআন শরিফ বিক্রি করে। ক্রেতারা কিনে। মসজিদে, মাদ্রাসায় গ্রন্থাগারে পাঠ করার জন্যে কুরআন সংরক্ষিত আছে।

বিশ্বের সকল দেশে প্রায় সব মুসলমানদের ঘরে ঘরে পড়ার জন্যে কুরআন সংরক্ষণ করা হয়।

এভাবে কুরআন মুদ্রণ করে প্রকাশ করা, সরবরাহ করা, সংগ্রহ করা এবং সংরক্ষণ করার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম লোকের কুরআন ধরতে ও স্পর্শ করতে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এই সকল পর্যায়ের কাজ যতো রকম লোককে এবং যতো প্রকার শ্রমিক, কর্মচারী, টেকনিশিয়ান ও কর্মকর্তাকে করতে হয়, তাদের সকলকেই কি সর্বাবস্থায় পবিত্র ও অযু অবস্থায় কুরআন ধরতে ও স্পর্শ করতে হবে?

- তাদের কেউ যদি বে-অযু হয়ে পড়ে,
- কেউ যদি অপবিত্র-জুনুবি হয়ে পড়ে, কিংবা
- কারো যদি মাসিক শুরু হয়ে যায়,
- তখন সে অবস্থায় কি তারা কুরআন ধরতে ও স্পর্শ করতে পারবে?

কুরআন পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য। কুরআন শিখা, কুরআন পাঠ করা এবং কুরআন মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই ফরয। তাছাড়া কুরআন পাঠ করা বিরাট সওয়াবেরও কাজ। নামায ছাড়াও সব সময়ই কুরআন পাঠ করতে এবং কুরআনের বিভিন্ন অংশ ও আয়াত পাঠ করতে মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে বলা হয়েছে। কুরআন শিখাতে ও এর শিক্ষা প্রচার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মোট কথা, আল্লাহ ও তাঁর রসুল ব্যাপকভাবে দিবারাত্রি কুরআনের চর্চা ও প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও তিন ব্যক্তির প্রশ্ন-

১. বে-অযুর প্রশ্ন।

২. অপবিত্র জুনুবির প্রশ্ন এবং

৩. ঋতুবতীর (হায়েয-নেফাসের কারণে অপবিত্র মহিলার) প্রশ্ন।

অর্থাৎ কেউ কি বিনা অযুতে, কিংবা জুনুবি অবস্থায়, অথবা হায়েয-নেফাস চলাকালে-

১. কুরআন পাঠ করতে পারবে?

২. কুরআন ধরতে ও স্পর্শ করতে পারবে?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। সে প্রশ্নটি নিয়ে সমাজে ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে। সে প্রশ্নটি হলো, কুরআন কি শুধু মুসলিমরাই পাঠ করবে? অমুসলিমরা, কাফিররা, ইহুদি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখ, জরথুস্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মালম্বী ও জাতির লোকেরা কি কুরআন পড়তে ও ধরতে পারবেনা?

এভাবে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জন্ম নিয়েছে অনেকগুলো প্রশ্ন। এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব জানা না গেলে কুরআন সম্পর্কে এবং কুরআন পাঠ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করাও সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া ছাড়া আল্লাহর কিতাবকে তার সঠিক মর্যাদা দেয়াও সম্ভব নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য হাসিল করাও সম্ভব নয়। আমরা অহরহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো এখানে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে পেশ করছি:

০১. কুরআন কি শুধু মুমিন ও মুসলিমদের জন্যে নাযিল হয়েছে? নাকি সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে?

০২. অমুসলিমদের কুরআন থেকে হিদায়াত (সঠিক পথ) সন্ধান করার অধিকার আছে কি?

০৩. অমুসলিমরা কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করার অধিকার রাখে কি?

০৪. কোনো কাফির বা মুশরিক গোসল বা অযু করলে পবিত্র হয় কি?

০৫. কোনো মুসলিম বিনা অযুতে মুখস্ত কুরআন পাঠ করতে পারবে কি?

০৬. কোনো মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে কি?

০৭. কোনো মুসলিম অপবিত্র-জুনুবি (গোসল ফরয হয়েছে এমন)

অবস্থায় এবং ঋতুবতী (মাসিক চলাকালে এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী অপবিত্র অবস্থায়) কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে কি?

০৮. সূরা ওয়াকিয়ার নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য কি?

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ পবিত্ররা ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করেনা।" (সূরা ৫৬ ওয়াকিয়া: আয়াত ৭৯)

০৯. কুরআন মস্তিষ্কে ধারণ করা, কানে শ্রবণ করা, চোখে দেখা, মুখে উচ্চারণ করা এবং হাতে স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? উল্লেখ্য, এসবগুলো একই ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ।

১০.অপবিত্র অবস্থায় একটি আয়াতের অংশ, কিংবা একটি পূর্ণ আয়াত, অথবা দুই আয়াত পাঠ করার মধ্যে আর গোটা কুরআন পাঠ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

১১.শিখার উদ্দেশ্যে, হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

১২.যেসব গ্রন্থে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে সেসব গ্রন্থ, কুরআনের তফসির গ্রন্থ এবং শুধু কুরআন শরিফ স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? কাপড় মুড়ি দিয়ে স্পর্শ করা এবং বাঁধাইর বোর্ডের উপর স্পর্শ করার মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

১৩.বিনা অযুতে কুরআন পাঠের সময় তিলাওয়াতের সিজদা এলে বিনা অযুতে সিজদা করা যাবে কি? নাকি সিজদা করার জন্যে অযু করতে হবে?

১৪.কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রকৃত পন্থা কী?

- এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কি? এসব ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত (রীতি) কী ছিলো? সাহাবায়ে কিরাম কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন? এসব ব্যাপারে পরবর্তীকালের লোকদের বক্তব্য কি? এসব ব্যাপারে আমাদের সমাজে কী রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত আছে? পরবর্তীকালের লোকদের বক্তব্য এবং সমাজে প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ কুরআন সুন্নাহ্র স্পীরিটের সাথে কতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? যুক্তি ও কিয়াসের সাথে কতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এবার আমরা এ প্রশ্নগুলোর জবাব খতিয়ে দেখবো। এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব সন্ধান করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যেই অবশ্য কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। আমরা তৌফিক কামনা করছি মহান আল্লাহর কাছে। তিনিই আমাদের প্রভু ও হিদায়াত দাতা।

www.nagorikpathagar.org

- **জবাবের ভিত্তি**

এই প্রশ্নসমূহের জবাব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামী শরিয়ার উৎস ও ভিত্তিসমূহের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। একথা তো আমাদের সকলেরই জানা যে, ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস হলোঃ

১. আল কুরআন এবং

২. রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সুন্নাহ (অর্থাৎ প্রমাণিত সুন্নত)।

এ দুটোই ইসলামী শরিয়ার মূল উৎস, মূল ভিত্তি। এ দুটো ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের অট্টালিকা।

৩. তবে আমরা যদি কোনো ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ইজ্মা (মতৈক্য) পাই, সেটাকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করবো। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কখনো কোনো ভুল বিষয়ে মতৈক্য পোষণ করেননি। তবে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতের কথা ভিন্ন। কোনো ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। সেসব ক্ষেত্রে আমরা কুরআন সুন্নাহ্র স্পীরিট এবং যুক্তির বিচারে কোনো এক বা একাধিক সাহাবির মত গ্রহণ করতে পারি।

৪. বাকি থাকলো ইজতিহাদ, কিয়াস বা যুক্তির কথা। ইজতিহাদ করা হয় এবং কিয়াস প্রয়োগ করা হয় সেসব ক্ষেত্রে, যেসব ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্তে কোনো সুস্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশ নেই, এমনকি সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও নেই। ইজতিহাদ এবং কিয়াসের ক্ষেত্রেও মতের বিভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের ইজমা থেকে কোনো ব্যাপারে বিধান পাওয়া না গেলে, সে ব্যাপারে কিয়ামত পর্যন্ত কিয়াস ও ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। তবে অতীতে যেসব মুজতাহিদগণ কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন, তাঁদের যাঁর মতই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের ইজমার স্পীরিটের নিকটবর্তী পাওয়া যাবে, তাঁর মত গ্রহণ করাই উত্তম। যাচাই বাছাই না করে সব ব্যাপারে কেবল তাঁদের কোনো একজনের মতামতের উপর নির্ভর করলেই ভুলে নিমজ্জিত হবার আশংকা থাকে।

আমরা তাঁদের যাঁর মতই কুরআন সুন্নাহ্র স্পীরিটের ভিত্তিতে অধিকতর যুক্তিসংগত পাবো, তাঁর মত গ্রহণ করবো। কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আমরা আমাদের কিয়াস (যুক্তি) খুব একটা প্রয়োগ করবোনা।

www.nagorikpathagar.org

এই চার পদ্ধতিতেই আমরা উপরোক্ত প্রশ্নমালার জবাব খুঁজে বের করবো। তৌফিক মহান আল্লাহর হাতে।

প্রশ্নমালা ও জবাব

১. কুরআন কাদের জন্যে নাযিল হয়েছে?

প্রশ্ন-১: কুরআন কি শুধু মুসলমানদের জন্যে নাযিল হয়েছে, নাকি সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে?

জবাব: এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং কুরআনেই রয়েছে। আমরা কুরআন এবং কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা.-এর কর্মনীতি থেকে এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব পেশ করছি।

কুরআন বলে মুহাম্মদ সা. সমগ্র বিশ্ব মানবের রসুল:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا

"আমি চাইলে প্রতিটি জনপদেই একজন করে সতর্ককারী (রসুল) পাঠাতে পারতাম।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৫১)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ •

"(হে মুহাম্মদ) বলো: হে মানব জাতি! অবশ্য অবশ্যি আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই মহান আল্লাহ্র রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর কর্তৃত্বের মালিক।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ১৫৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ •

"সমগ্র মানব জাতিকে সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ক করার জন্যে আমি তোমাকে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছি। তবে অধিকাংশ মানুষই জানেনা।" (সূরা ৩৪ আস্ সাবা: আয়াত ২৮)

মুহাম্মদ সা. যে গোটা বিশ্ব মানুষের রসুল এ আয়াতগুলো থেকে সে কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ আল কুরআনও যে গোটা বিশ্ব মানুষের পথ প্রদর্শনের

জন্যে নাযিল হয়েছে, এবার দেখুন তার অকাট্য প্রমাণ:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ •

"রমযান মাস, এ মাসেই অবতীর্ণ করা হয়েছে আল কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে 'হুদা' (সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশিকা) হিসেবে এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশিকার প্রমাণ ও মানদন্ড হিসেবে।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৮৫)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ •

"এ কিতাব মানব জাতির জন্যে (সঠিক পথের) সুস্পষ্ট বিবৃতি আর আল্লাহভীরুদের জন্যে উপদেশ।" (সূরা ৩ আল ইমরান: আয়াত ১৩৮)

وَأُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُم بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ •

"আমার কাছে এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদেরকে এবং ঐ সমস্ত মানবমন্ডলীকে সতর্ক করার জন্য, যাদেরকে তা পৌঁছুবে।" (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ১৯)

বাস্, একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, কুরআন শুধু মুমিনদের জন্যে নয়, শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের হিদায়াতের জন্যে কুরআন নাযিল হয়েছে।

কুরআন লিখিতভাবে নাযিল হয়নি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ সা.-এর যুগে কুরআন লিখে বা ছেপে সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোও সম্ভব ছিলনা। কুরআন ছিলো তাঁর স্মৃতিপটে গাঁথা। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন সব মানুষকে পাঠ করে শুনাতে:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ •

"আর আমি তোমার প্রতি আয্-যিক্র (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যেনো তুমি মানুষকে তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও- যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে করে তারা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৪৪)

এছাড়া সূরা (৬২) আল জুম'আর দ্বিতীয় আয়াতে রসুল সা.-কে যে

www.nagorikpathagar.org

মানুষকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেকথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। আরো বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছে।

হাদিস এবং সীরাতের গ্রন্থাবলিতে প্রমাণিত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সা. হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে সমবেত মানুষকে, কাফির মুশরিকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। কুরআনের প্রভাব থেকে জাহেলি সমাজকে দূরে রাখার জন্যে কাফির নেতারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ হয়েছে:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ •

"কাফিররা বললো: তোমরা এই কুরআন শুনোনা। আর (তোমাদেরকে কুরআন শুনাতে শুরু করলে) তোমরা হৈ হট্টগোল বাঁধিয়ে দিও। তবেই হয়তো তোমরা জিতবে।" (সূরা ৪১ হা মীম আস সিজদা: আয়াত ২৬)

এতোক্ষণ আমরা কুরআন থেকে যেসব আয়াত উল্লেখ করলাম, সেগুলো থেকে পয়লা নম্বর প্রশ্নের জবাব পরিষ্কার হয়ে গেলো। আমরা অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম:

১. মুহাম্মদ সা. কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর রসুল।

২. মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ আল কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের মানুষের কাছে তাঁর রসুলকে কুরআন পৌঁছাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. রসুলুল্লাহ সা. কাফির-মুশরিকসহ সব মানুষের কাছে তাঁর সাধ্যানুযায়ী কুরআন পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা ঈমান আনার, তারা ঈমান এনেছেন।

৫. রসুল সা. সকল মানুষের কাছে কুরআন পৌঁছাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু কাফির (নেতারা) জনগণকে কুরআন থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬. তাছাড়া কুরআন গোটা মানবজাতিকে এক আল্লাহ্র দাসত্বের আহ্বান জানায়। সেজন্যে কুরআন গোটা মানবজাতির পাঠ্য:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ •

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের একমাত্র প্রভুর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২১)

৭. এ ছাড়া রসুল সা.-এর সময় কাফির-মুশরিকরা কুরআন পড়েছে, শুনেছে, বুঝেছে, তারপর কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছে। আল্লাহ তায়ালাও কুরআনেই আবার তাদের সেসব মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন। যেমন:

ক. কাফিররা বলে: এ (কুরআন) তো মিথ্যা মনগড়া জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সে (মুহাম্মদ) নিজে রচনা করেছে আর অন্য কিছু লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৪)

খ. তারা কি বলে যে: সে (মুহাম্মদ) এই কুরআন রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরাও এ কুরআনের (সূরার) মতো একটি সূরা রচনা করে দেখাও।" (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৩৮)

কুরআনে অনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে। দেখুন: সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৩। সূরা ৫২ আততূর: আয়াত ৩০। সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৩৭। সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ১১১। সূরা ১১ হুদ: আয়াত ১৩। সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ২১। সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ১৭। সূরা ২৯ আনকাবূত: আয়াত ৬৭।

পরিষ্কার হলো, মুহাম্মদ সা. গোটা মানব জাতির জন্যে রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। কুরআন গোটা বিশ্ব-মানুষের জন্যে হিদায়াতের গ্রন্থ। রসুল সা.-এর যুগে মুমিনরা ছাড়াও কাফির, মুশরিক, ইহুদি, খৃষ্টান সকলেই কুরআন পড়েছে, শুনেছে, বুঝেছে। তারপর এর দ্বারা কেউ হিদায়াতের পথে এসেছে, আবার কেউবা কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২. অমুসলিমরা কুরআন থেকে হিদায়াত সন্ধান করতে পারবে কি?

প্রশ্ন-২: অমুসলিমদের কুরআন থেকে হিদায়াত (সঠিক পথ) সন্ধান করার অধিকার আছে কি?

জবাব: এক নম্বর প্রশ্নের জবাবে প্রদত্ত অকাট্য দলিল থেকে সুপ্রমাণিত হয়ে গেছে যে–

ক. "কুরআন বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে হিদায়াতের গ্রন্থ।" সুতরাং হিদায়াতের সন্ধান প্রদানের জন্যে সকল মানুষকেই কুরআন পড়তে দিতে হবে। আর যারা হিদায়াতের সন্ধান পেতে চায় তারা তো অবশ্যি কুরআন পড়বে। অমুসলিমদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কার আছে?

খ. রসুলুল্লাহ সা. অমুসলিমদের কাছেই কুরআন পেশ করেছিলেন, তারপর কেউ ঈমান এনেছে, কেউ আনেনি। সকল মানুষের কাছে কুরআন পেশ করার জন্যে রসুল সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গ. তাই এটা মুসলমানদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য কাজ যে, তারা অমুসলিমদের কুরআন পড়তে দেবে। আর কোনো অমুসলিম যদি নিজেই আগ্রহী হয়ে কুরআন পড়তে চায়, তবে সে যেখানে কুরআন পাবে, সেখান থেকেই কুরআন নিয়ে পড়ার, বুঝারও গবেষণা করার অধিকার রাখে। যেমন, আল্লাহর আলো, বাতাস যে কেউ যখন তখন গ্রহণ করার অধিকার রাখে; যেমনি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে যে কেউ গবেষণা করার অধিকার রাখে, ঠিক তেমনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ আল্লাহ্র আয়াত (কুরআন) পাঠ করার, বুঝার এবং এ নিয়ে গবেষণা করার অধিকার রাখে। তারপর সে সত্য গ্রহণ করবে কি করবেনা, সে দায় দায়িত্ব তার। তাকে হিদায়াত করা, না করার বিষয়টি মহান আল্লাহর হাতে। দেখুন আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

"এ গ্রন্থ (আল কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্যে একটি উপদেশ ও স্মারক ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা ৮১ আত তাকভীরঃ আয়াত ২৭)

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ • وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

"এই কাফিররা যখন 'আয যিক্র' (আল কুরআন) শুনে, তখন তারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেনো তারা তোমার মূলোৎপাটন করে ছাড়বে। আর তারা বলেঃ (কুরআন পেশকারী) এই লোকটি নিশ্চয়ই পাগল। অথচ এ কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক মহান উপদেশ।" (সূরা ৬৮ আল কলমঃ আয়াত ৫১-৫২)

www.nagorikpathagar.org

كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ • فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ •

"(তাদের দাবি) কখনো মানা হবেনা। এ (কুরআন) তো একটি উপদেশ মাত্র। যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।" (সূরা ৭৪ আল মুদ্দাসসির: আয়াত ৫৪-৫৫)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ •

"এই লোকদের কি হলো যে, তারা এই মহান উপদেশ (আল কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" (সূরা ৭৪ মুদ্দাসসির: আয়াত ৪৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا •

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেনা? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে? (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ: আয়াত ২৪)

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ

وَمَن ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيْلٍ •

"(হে মুহাম্মদ) আমি সকল মানুষের জন্যে এই মহাসত্য কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এখন যে সঠিক পথ গ্রহণ করবে, তাতে তার নিজেরই কল্যাণ হবে। আর যে ভুল পথেই চলতে থাকবে, তার ভুলের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তাদের (গুমরাহীর) জন্যে তুমি যিম্মাদার নও।" (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ৪১)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ .... قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ •

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ •

"হে আহলে কিতাব (ইহুদি-খৃষ্টানরা)! ---- তোমাদের কাছে তো এসে গেছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি আলো (অর্থাৎ রসূল মুহাম্মদ) এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব (আল কুরআন)। এর মাধ্যমে আল্লাহ সেইসব লোকদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তোষ লাভের আকাংখী, আর নিজ অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে বের করে নিয়ে আসেন আলোতে এবং তাদের পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে।" (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ১৫-১৬)

কুরআনের এই আয়াতগুলো থেকে অনেকগুলো বিষয় দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো:

০১. আল কুরআন গোটা বিশ্ববাসী (জ্বিন ও মানুষ) সকলের জন্যে উপদেশ গ্রন্থ।
০২. রসুলুল্লাহ সা. কাফিরদের কাছে কুরআন পেশ করতেন। তারা কুরআন শুনে ভ্রূকুটি করতো। তারা কুরআন শুনে তাকে পাগল বলতো।
০৩. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ গ্রন্থ। যে কেউ এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, করতে পারে।
০৪. কাফিরদের কাছে রসুল সা. কুরআন পেশ করতেন। তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো।
০৫. কাফিররা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতোনা, সে জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের তিরস্কার করেছেন। বলেছেন, তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে নাকি?
০৬. আল্লাহ্ তায়ালা নবির মাধ্যমে সকল মানুষের জন্যে কুরআন নাযিল করেছেন।
০৭. যে কেউ কুরআন থেকে হিদায়াত অনুসন্ধান করতে পারে। যে কেউ এর উপদেশ গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে।
০৮. যাদের কাছে কুরআন পেশ করার পরও তারা হিদায়াতের পথে আসেনি, তাদের বিপথগামিতার জন্যে নবি বা কুরআন পেশকারী দায়ী থাকবেননা।
০৯. এই কুরআন ইহুদি-খৃষ্টানদের জন্যেও এসেছে। তারা আল্লাহর সন্তোষ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা চাইলে তাদেরকে কুরআনের পথে আসতে হবে। এ জন্যে তাদেরকে কুরআন পড়তে, বুঝতে ও মেনে নিতে হবে।
১০. কুরআন হলো আলো। যে কেউ অন্ধকার থেকে এ আলো দ্বারা মুক্তি ও কল্যাণের পথে আসতে পারে।

কুরআন থেকে অমুসলিমদের হিদায়াত সন্ধান করার অধিকার অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। স্বয়ং কুরআনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হলো, পৃথিবীর যে কোনো মানুষ কুরআন থেকে হিদায়াত সন্ধান করতে পারে, করা উচিত, করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া তাদের কাছে কুরআন পেশ করা মুমিনদেরও অবশ্য কর্তব্য কাজ।

www.nagorikpathagar.org

৩. অমুসলিমরা কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে কি?

প্রশ্ন-৩: অমুসলিমরা কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করার অধিকার রাখে কি?

জবাব: এ প্রশ্নের জবাব দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে যেসব কুরআনিক দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

যেহেতু অমুসলিমরা অবশ্যি কুরআন থেকে হিদায়াত সন্ধান করতে পারবে, সেজন্যে তারা অবশ্যি কুরআন পাঠও করতে পারবে। আর কুরআন পাঠ করতে হলে অবশ্যি তা স্পর্শ করতে পারবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে যে আয়াতগুলো পেশ করা হয়েছে, সেগুলো আরেকবার দেখে নিন। অমুসলিমরা যে কুরআন পাঠ করতে পারবে, সেগুলোই তার প্রমাণ। যেমন একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا •

"তারা কি গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে দেখতে পারেনা? -নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে?' (সূরা ৩৮ মুহাম্মদ: আয়াত ২৪)

গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন এবং কুরআন থেকে সত্য-সন্ধান করার জন্যে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হলে অবশ্যি কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে হবে।

তাই কুরআনের এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত যে কোনো মানুষকে কুরআন পাঠ ও স্পর্শ অধিকার দিয়েছে।

সহিহ বুখারিসহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সা. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত পত্রটিতে বিসমিল্লাহ্সহ সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতটি লেখা ছিলো। সুতরাং বুঝা গেলো, রসুলুল্লাহ সা. অমুসলিমকে কুরআন পড়তে দিয়েছিলেন এবং তারা তা পড়েছিল এবং স্পর্শও করেছিল।

হযরত উমর রা. মুশরিক থাকাকালে দু'জন বড় সাহাবি ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রা. এবং সায়ীদ ইবনে যায়েদ[১] রা. তাঁকে কুরআন পড়তে ও স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দসহ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

---

১. হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ আশারায়ে মুবাশ্শারারও একজন ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশামের বর্ণনা হলোঃ

- উমর রসুলুল্লাহকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রওয়ানা করেন।

- পথিমধ্যে নঈমের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। নঈম ইতোমধ্যে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন।

নঈমঃ উমর কোথায় যাচ্ছো?

উমরঃ আমি ধর্মত্যাগী মুহাম্মদের সন্ধানে যাচ্ছি। ---- আমি তাকে হত্যা করবো।

নঈমঃ তুমি কি মনে করেছো, মুহাম্মদকে হত্যা করলে বনু আব্‌দে মানাফ তোমাকে আস্ত ছেড়ে দেবে? তুমি বরং গিয়ে নিজের ঘর সামলাও।

উমরঃ কেন আমার পরিবারে কী হয়েছে?

নঈমঃ তোমার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সায়ীদ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

নঈমের কথা শুনামাত্র উমর ছুটলেন বোন-ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। সেখানে রসুলুল্লাহ্‌র সাহাবি খাব্বাব ইবনে আরাত রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফাতিমা ও সায়ীদকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর কাছে (চামড়া বা প্রস্তর খন্ডে) সূরা তোয়াহা লেখা ছিলো। তাঁরা উমরের পদধ্বনি টের পেয়ে যান। খাব্বাব রা. ঘরের অভ্যন্তরে একটি কোঠরীতে লুকিয়ে পড়েন। ফাতিমা কুরআনের অংশটুকু লুকিয়ে ফেলেন। উমর ঘরে প্রবেশের আগেই তাদের কুরআন পাঠ শুনে ফেলেছিলেন।

উমর ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের কী পাঠ করতে শুনলাম? সায়ীদ ও ফাতিমা বললেনঃ আপনি কিছুই শুনেননি।" উমর বললেনঃ আমি জেনে গেছি, তোমরা মুহাম্মদের ধর্মগ্রহণ করেছো?'

- একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সায়ীদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আঘাত করতে থাকেন।

- ফাতিমা তার স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে উমর তাকেও চপেটাঘাত করেন। ফলে ফাতিমার শরীরও রক্তাক্ত হয়ে যায়।

পৃষ্ঠাঃ ৮১

- এমতাবস্থায় সায়ীদ ও ফাতিমা দু'জনেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেনঃ আমরা এক আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান এনেছি, ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের কেউ এ সত্য থেকে ফেরাতে পারবে না। আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

- বোনকে রক্তাক্ত দেখে উমর লজ্জিত হলেন। বললেন: তোমরা কী পড়ছিলে- আমাকে দেখাও। উল্লেখ্য, উমর শিক্ষিত ছিলেন।

- ফাতিমা বললেন: ওটা আপনার হাতে দিলে আপনি তো সেটির অবমাননা করবেন।

- উমর দেব-দেবীদের শপথ করে বললেন, তিনি ওটার অবমাননা করবেন না, ফিরিয়ে দেবেন।

- ফাতিমা বললেন, আপনি তো মুশরিক। এটা পবিত্র হয়ে পড়তে হয়, তাই গোসল করে আসুন।

- অন্য বর্ণনায় এসেছে, ফাতিমা বললেন: আপনি তো অপবিত্র। অথচ এ গ্রন্থ পবিত্র হয়ে পড়তে হয়। তাই আপনি গোসল করে আসুন।

- উমর গোসল করে এসে কুরআন পাঠ করলেন। কিছুটা পাঠ করেই বললেন: এ-তো চমৎকার কথা, অতি উত্তম বাণী।" --- তারপর রসুলুল্লাহ্ সা.-এর কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন।"

এবার এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ ঘটনা থেকে তো একথা পরিষ্কার, এ সময় উমর মুশরিক ছিলেন, মুর্তিদের খোদা মানতেন। ফাতিমাও বলেছেন: আপনি তো মুশরিক।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো মুশরিক কি গোসল করলেই পবিত্র হয়ে যায়?- না, মুশরিকরা গোসল করলেও পবিত্র হয়না। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا •

"হে ঈমানদার লোকেরা! অবশ্যি মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পরে তাদেরকে আর মসজিদুল হারামের কাছে আসতে দিওনা।" (সূরা ৯ আত তাওবা: আয়াত ২৮)

- এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়ে গেলো, মুশরিকরা আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকেই অপবিত্র। তাই গোসল দ্বারা কোনো মুশরিকের পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে, ফাতিমা উমরকে গোসল করে পবিত্র হতে বললেন কিভাবে?

- আসলে ফাতিমা উমরকে কিসের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করতে বলেছিলেন?

www.nagorikpathagar.org

ফাতিমা রা. হয়তো কেবল এতোটুকুই বলেছিলেন যে, আপনি গোসল করে পবিত্র হয়ে আসুন। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে একথারও সমর্থন পাওয়া যায়।

তবে আমরা যদি এখানে যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো, বিভিন্ন বর্ণনায় উমরকে গোসল করানোর উদ্দেশ্য যা-ই বলা হোক না কেন, মূলত ফাতিমার উদ্দেশ্য ছিলো উমরকে সে মুহূর্তে ক্রোধ থেকে পবিত্র করা। কারণ, তাঁর আশংকা ছিলো রাগের মাথায় তার ভাই কুরআনের অবমাননা করতে পারেন, ছুঁড়ে ফেলতে পারেন, নষ্ট করে ফেলতে পারেন।

তাছাড়া নিশ্চয়ই ফাতিমার এটাও কামনা ছিলোঃ আমার ভাই যদি রাগমুক্ত শান্ত মেজাযে কুরআন পাঠ করেন, তবে অবশ্যি আল্লাহ্‌র বাণী তাঁকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবে এবং তিনি মুসলিম হয়ে যাবেন।

যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি বলে, ফাতিমা অবশ্যি এ দুটি উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ভাইয়ের রাগ দমন করানোর জন্যে তাঁকে গোসল করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাগ দমনের জন্যে গোসল করতে এবং অযু করতে বলতেন।

ফাতিমার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা (terget and tact) সফল হয়েছে। হবেই তো, কারণ ভাইয়ের সাথে কী রকম কর্মপন্থা অবলম্বন করলে, কী ফল দাঁড়াবে, তা তো বোনই ভালো জানেন। তাছাড়া দুজনই তো ছিলেন খাত্তাবের বেটা আর বেটি। রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (তাদের দু'জনের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন)।

এবার দেখা যাক, এ ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? হ্যাঁ, এ ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পেলামঃ

- কঠিন নির্যাতনের মুখেও ঈমানের উপর অটল থাকতে হবে।
- কোনো মুশরিক তথা কোনো অমুসলিম যদি কুরআন পড়তে চায়, তাকে কুরআন পড়তে দিতে হবে।
- কোথাও কারো দ্বারা কুরআন অবমাননার আশংকা থাকলে সেখানে কুরআনকে হিফাযত করতে হবে।
- অমুসলিমদেরকে শান্ত ও সুস্থ মেজাযে কুরআন পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

- অমুসলিমরা কুরআন স্পর্শ করতে পারবে।

৪. কাফির মুশরিক গোসল বা অযু করলে পবিত্র হয় কি?

প্রশ্ন-৪: কোনো কাফির বা মুশরিক গোসল করলে অথবা অযু করলে পবিত্র হয় কি?

জবাব: এ প্রশ্নের জবাব তৃতীয় প্রশ্নের জবাবেই এসে গেছে। তবে এখানে কেবল এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা অনুযায়ী কোনো অমুসলিম গোসল ও অযু করলে পবিত্র হয়না।

৫. মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন পাঠ করতে পারবে কি?

প্রশ্ন-৫: কোনো মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন পাঠ করতে পারবে কি?

জবাব: কুরআনে ও হাদিসে কোথাও বিনা অযুতে কুরআন পাঠে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। সুতরাং বিনা অযুতে কুরআন পাঠ করা সম্পূর্ণ জায়েয। সাহাবায়ে কিরামও এটাকে জায়েয মনে করতেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ নিজের জন্যে অপছন্দ করতেন।

৬. কোনো মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে কি?

প্রশ্ন-৬: কোনো মুসলিম বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে কি?

জবাব: কুরআন হাদিসে কোথাও কোনো মুসলিমকে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়নি। কোনো কোনো সাহাবি নিজের জন্যে এ কাজকে অপছন্দ করতেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তবে সবাই নন।

বিভিন্ন মযহাবের লোকেরা বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তবে তাদের বক্তব্য স্ব-বিরোধিতাপূর্ণ। যেমন:

- বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ মকরূহ (অপছন্দনীয়)। (ইব্রাহিম নখয়ী, হাসান বসরি)
- বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে। (যাহেরি মযহাব)
- বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। (হানাফি ও শাফেয়ি মযহাব)
- কোনো ফলক বা মুদ্রায় কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে তা বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবে। (শাফেয়ী মযহাব)
- বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা, তবে গেলাফের উপর দিয়ে স্পর্শ করা যাবে। (হানাফি মযহাব)

- বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা, তবে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে করা যাবে। (মালিকি মযহাব)
- কুরআন স্পর্শ করতে শিশুদের জন্যে অযু শর্ত নয়। (শাফেয়ী মযহাব)
- বিনা অযুতে কুরআনের অক্ষরের উপর হাত দেয়া যাবেনা, তবে পাশের খালি জায়গায় হাত দেয়া যাবে। (হানাফি ও হাম্বলি মযহাব)
- বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা, তবে তফসির গ্রন্থ স্পর্শ করা যাবে বা তফসির লেখা অংশ স্পর্শ করা যাবে। (হানাফি ও হাম্বলি মযহাব)

ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী ব্যক্তিদের কিয়াস (যুক্তি বা গবেষণা) মান্যও করা যেতে পারে, অমান্যও করা যেতে পারে। তাছাড়া যে কোনো একটি যুক্তিসংগত মতের উপরও আমল করা যেতে পারে। তবে কিছুতেই কুরআনের অকাট্য হুকুম, প্রমাণিত সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (মতৈক্য) অমান্য করা যেতে পারেনা। উপরের মতগুলো বিভিন্ন মযহাবের বিভিন্ন ব্যক্তির মত। আবার একই মযহাবে বিভিন্ন মতও রয়েছে। এসব মতের অধিকাংশ যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধিতে টিকেনা।

৭. ঋতুবতী ও জুনুবি কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে কি?

প্রশ্ন ৭: কোনো মুসলিম জুনুবি (গোসল ফরয হয়েছে এমন অপবিত্র ব্যক্তি) এবং ঋতুবতী (মাসিক চলাকালীন ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী অপবিত্র অবস্থায়) কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে কি?

জবাবঃ এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত দিয়েছেন।

ক. কুরআনে এ বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

খ. এ প্রসংগে কয়েকটি হাদিস নিম্নরূপ-

আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযিতে হযরত আলী আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত হয়েছঃ

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص لَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ لَيْسَ الْجَنَابَةِ •

“জানাবত (অপবিত্র) অবস্থা ছাড়া কোনো কিছুই রসুলুল্লাহ সা.-কে কুরআন থেকে বিরত রাখতোনা।”

www.nagorikpathagar.org

- হযরত আলী রা.-এর এ বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ সা.-এর কুরআন স্পর্শ করা সংক্রান্ত নয় বরং পাঠ করা সংক্রান্ত। কারণ রসুলুল্লাহ সা. সাক্ষর ছিলেন না। তিনি কুরআন দেখে দেখে পাঠ করতেন না। কুরআন তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিলো। স্মৃতি থেকেই তিনি (মুখস্ত) কুরআন পাঠ করতেন।

- জানাবতের গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কুরআন পাঠ না করাটা ছিলো রসুলুল্লাহ সা.-এর ব্যক্তিগত নিয়ম। হযরত আলীর বক্তব্য থেকেই এটা বুঝা যায়। তাছাড়া অন্যদেরকেও জানাবত অবস্থায় কুরআন পাঠ থেকে বিরত থাকতে হবে এমন কোনো নির্দেশিকা এখানে নেই।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর মুরসাল হাদিসের[২] সংকলনে এই মুরসাল হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইবনে হাযমের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ সা. ইয়েমেনের নেতৃবৃন্দের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে একথাটিও লেখা ছিলোঃ

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"একজন পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কুরআন স্পর্শ করবেনা।" এই হাদিসটি সম্পর্কে কথা আছে। অর্থাৎ-

- রসুল সা. মদিনায় সাহাবিগণের উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ জারি করেননি, করেছেন ইয়েমেনের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে।

- এখানে 'পবিত্র ব্যক্তি' বলতে রসুল সা. মুমিন ব্যক্তি বুঝিয়ে থাকতে পারেন। কারণ মুশরিকরা অপবিত্র।

- তাছাড়া শিরক, জাহিলিয়াত ও বিদ্বেষের অপবিত্রতাসহ কেউ কুরআন লিখিত চর্ম বা প্রস্তুর খন্ড ধরলে সে সেটার অবমাননা করতে পারে, এমন আশংকায়ও তিনি একথা বলে থাকতে পারেন। আরেকটি সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়, রসুলুল্লাহ সা. সাহাবিগণকে শত্রুদের এলাকায় কুরআন নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তাদের হাতে কুরআন পড়লে, তারা কুরআনের অবমাননা করতে পারে।

---

২. মুরসাল হাদিস হলো সেই হাদিস, সাহাবির মাধ্যম ছাড়াই পরবর্তী বর্ণনাকারী যে হাদিস বর্ণনা করেন।

www.nagorikpathagar.org

- এছাড়া এটি একটি মুরসাল হাদিস, সহিহ নয়। অথচ বুখারিতে উল্লেখিত একটি সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়, রসুলুল্লাহ সা. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে কুরআনের আয়াত লেখা ছিলো।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিস উল্লেখ হয়েছে তিরমিযি এবং আবু দাউদে। ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি হলো:

لَا تَقْرَاِ الْحَآئِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ •

"ঋতুবতী এবং জুনুবি কুরআনের কিছু অংশও পাঠ করবেনা।"

- এই হাদিসটি রেওয়ায়াত (বর্ণনাগত দিক) এবং দেরায়াত (বিচার বুদ্ধিগত দিক) উভয়দিক থেকেই পরিত্যাজ্য।

বর্ণনাগত দিক থেকে হাদিসটি দুর্বল, ক্রুটিপূর্ণ ও অজ্ঞাত ধরনের। হাদিসটি উল্লেখ করার পর ইমাম তিরমিযি হাদিসটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ اِنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيْثَ مَنَاكِيْرَ. كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ •

"হাদিসটি নবি সা. থেকে ইবনে উমর> নাফে> মুসা ইবনে উকবা- এই সূত্রে একমাত্র ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ---- আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (অর্থাৎ -ইমাম বুখারি)-কে বলতে শুনেছি, ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ নামক এই বর্ণনাকারী হিজায ও ইরাকের লোকদের নামে (সূত্রে) প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য হাদিসসমূহ বর্ণনা করে থাকে। -এই বক্তব্য দ্বারা তিনি (ইমাম বুখারি) যেনো হিজায ও ইরাকের লোকদের সূত্রে এই ব্যক্তির এককভাবে বর্ণিত হাদিসকে জয়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে-

- হাদিসটির বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ 'ছিকা রাবী' (বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী বর্ণনাকারী) নন, জয়ীফ রাবী।

- তাছাড়া হিজাযের লোকদের নামে এই ব্যক্তির এককসূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

- অপর কোনো নির্ভরযোগ্য রাবী হাদিসটি বর্ণনা করেননি।

- ইমাম বুখারি হিজায ও ইরাকের লোকদের নামে এই ব্যক্তির বর্ণনাকে পরিত্যাগ করেছেন।

দেরায়াতর দিক থেকেও হাদিসটিকে গ্রহণ করা যায়না।

এ প্রসংগে প্রথম কথা হলো, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন।

- তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন ঋতুবতী ও জুনুবির জন্যে কুরআন পাঠ করা বৈধ নয়, ঠিক নয়।

- কেউ কেউ বলেছেন বৈধ এবং বৈধ হিসেবে তাঁরা আমলও করেছেন।

- কেউ কেউ বলেছেন আয়াতের অংশ পাঠ করা যাবে, পূর্ণ আয়াত নয়।

- কেউ কেউ বলেছেন কুরআনের যেসব আয়াত যিকর-আযকার ও তসবীহ- তাহলীল হিসেবে পাঠ করা হয়ে থাকে, সেগুলো পাঠ করা যাবে।[৩]

এসব মতামত এবং মতামতের বিভিন্নতা থেকে বুঝা যায়, আমাদের সম্মানিত সল্‌ফে সালেহীন উক্ত হাদিসটিকে হাদিস হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং ঋতুবতী ও জুনুবি অবস্থায় কুরআন পাঠের ব্যাপারে তাঁরা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁদের মতামতের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়া হায়েয নিফাস অবস্থায় ঋতুবতী সাতদিন যাবত, চল্লিশ দিন যাবত এবং জুনুবি দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন পাঠ থেকে বিরত থাকাটা বিবেক বুদ্ধি সম্মত নয়।

---

৩. এইসব মতামত বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন- আল ফিকহু আলাক মাযাহিবিল আরবায়া। আল মুগনী - ইবনে কুদামা।

www.nagorikpathagar.org

আরো মজার ব্যাপার হলো, হাদিসটিতে বলা হয়েছে, 'ঋতুবতী এবং জুনুবি কুরআনের কিছু অংশও পাঠ করবেনা।" - একথাটি হাস্যকর। কারণ, সাতদিন, চল্লিশদিন যাবত একজন মুমিন মহিলা সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইন্নাল্লিাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যালেমীন- ইত্যাদি তাসবীহ তাহলীল করবেনা, এমনটি কল্পনাই করা যায়না। উল্লেখ্য, এগুলো সবই কুরআনের অংশ।

- 'কুরআনের কোনো অংশই পাঠ করবেনা,' বলে যে চরম ও কট্টর কথা এই বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই এটি রসুলুল্লাহ সা.-এর বক্তব্য বলে মনে হয়না। মহান সাহাবি হযরত ইবনে উমর রা. থেকেও একথাটি বর্ণিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়না।

- এ হাদিসটির বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশের ব্যাপারে ইমাম বুখারির সিদ্ধান্ত যৌক্তিক ও যথার্থ বলেই প্রমাণ হয়।

- এ প্রসংগে আর কোনো সহিহ হাদিস নেই।

গ. বিভিন্ন মনীষীর মতামত:

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস জানাবত (অপবিত্র) অবস্থায় কুরআন পাঠ করাকে দূষণীয় মনে করতেননা। তিনি নিজেও এরূপ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতেন। (আল মুগনিঃ ইবনে কুদামা র.)

- হযরত উমর রা. হযরত আলী রা. তাবেয়ী হাসান বসরি র. ইব্রাহিম নখয়ী র. এবং ইমাম যুহরি জানাবত ও হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন পাঠ করাকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) মনে করতেন। (আল মুগনিঃ ইবনে কুদামা রা.)

- প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পাঠ করাকে দূষণীয় মনে করতেননা। (আল মুগনিঃ ইবনে কুদামা র.)

- মালিকি মযহাবে নাপাক অবস্থায় কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা নাজায়েয বটে, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঋতুবতী (মাসিক ও নিফাস চলাকালে) পড়তেও পারবে এবং স্পর্শও করতে পারবে। (দ্রষ্টব্যঃ আল ফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)

- হাম্বলি মযহাবে নাপাক অবস্থায় কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা না

www.nagorikpathagar.org

জায়েয। তবে আয়াতের অংশ বিশেষ পাঠ করতে পারবে, কিন্তু আয়াত শেষ করতে পারবেনা।

- হানাফি ও শাফেয়ী মযহাবের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা না জায়েয।

- যাহেরি মযহাবের মতে পাক-নাপাক, ঋতুবতী-অঋতুবতী সবাইর জন্যে সর্বাবস্থায় কুরআন পাঠ করা ও স্পর্শ করা সম্পূর্ণ জায়েয। তাঁদের মতে, এ বিষয়টি না জায়েয হবার পক্ষে কুরআন সুন্নাহতে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। আর বিভিন্ন ব্যক্তি না জায়েয হবার পক্ষে যেসব মতামত দিয়েছেন - তা সবই দলিল-প্রমাণ বিহীন এবং অযৌক্তিক। (দ্রষ্টব্য- আল মুহাল্লা ১ম খণ্ডঃ ইবনে হাযম র.)

৮. লা-ইয়ামাস্‌সুহূ ইল্লাল মুতাহ্‌হারূন-এই আয়াতটির তাৎপর্য কি?

প্রশ্ন-৮ঃ সূরা ওয়াকিয়ার নিম্নোক্ত আয়াতটির তাৎপর্য কি?

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ

"পবিত্ররা ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করেনা।" (সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়াঃ আয়াত ৭৯)

জবাবঃ সূরা ওয়াকিয়ার এ আয়াতটি একটি প্রসংগের মধ্যবর্তী আয়াত। কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে হলে অবশ্যি তার পূর্বাপর প্রসংগের সাথে মিলিয়ে বুঝতে হবে। প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল আভিধানিক অর্থে কিছুতেই কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ করা যেতে পারেনা। প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুরআনের কোনো আয়াতের মনগড়া অর্থ করা বিরাট অপরাধ।

বড়ই দুঃখের বিষয় হলো, প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অযৌক্তিকভাবে অনেকেই এ আয়াতটিকে নিজেদের মনগড়া মতের পক্ষে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, এটি বিনা অযুতে এবং অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ হবার দলিল। অথচ এই মতের সাথে আয়াতটির তাৎপর্যের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

আয়াতটির প্রকৃত তাৎপর্য পরিষ্কার করার জন্যে আমরা এখানে আয়াতটির (১) আগের-পরের প্রাসংগিক আয়াতগুলো উল্লেখ করবো, (২) শানে নুযূল (নাযিলের প্রেক্ষিত) উল্লেখ করবো (৩) মুফাসসিরগণের বক্তব্য উল্লেখ করবো এবং (৪) আয়াতটি যে ঐ বিশেষ মতের দলিল নয়-তাও উল্লেখ করবো।

www.nagorikpathagar.org

১. প্রাসংগিকতাঃ

পূর্বাপর যে প্রাসংগিকতায় আয়াতটি এখানে উল্লেখ হয়েছে তা নিম্নরূপ:

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ • وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ • اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ • فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ • لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ • تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ • اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ • وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ •

বাংলা "অতএব, আমি শপথ করছি গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের কক্ষপথের। তোমাদের যদি বুঝ-জ্ঞান থাকে, তবে এটা একটা বড় শপথ। অবশ্য অবশ্যি এ এক অতীব মযার্দাবান কুরআন। এক সুরক্ষিত গ্রন্থে এটি লিপিব্ধ রয়েছে। পবিত্ররা ছাড়া আর কেউই তা স্পর্শ করতে পারেনা। নিখিল বিশ্বের মালিকের পক্ষ থেকে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও কি তোমরা এ বাণীকে অসত্য বলে ঘোষণা করছো? আর তা (মেনে নেয়ার পরিবর্তে) অস্বীকার -অমান্য করার পথ অবলম্বন করছো? (সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া: আয়াত ৭৫-৮২)

যে পূর্বাপর প্রাসংগিকতার মধ্যে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, এখানে তা উল্লেখ হলো। পূরো অংশটি চোখের সামনে রেখেই মধ্যবর্তী ঐ আয়াতটির তাৎপর্য খুঁজতে হবে।

২. নাযিলের প্রেক্ষিত বা শানে নুযূলঃ

আল্লামা ইবনে কাসির (মৃত্যু: ৭৪৪হি:) তাঁর বিখ্যাত তফসির 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীমে' উপরোক্ত আয়াতগুলোর শানে নুযূল সম্পর্কে লিখেছেন:

"ইবনে যায়েদ বলেছেন: কুরাইশ কাফিররা মনে করতো- 'শয়তানরা কুরআন নিয়ে আসে।" -এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন, না, তাদের কথা ঠিক নয়। 'এ কুরআন পবিত্ররা (ফেরেশতারা) ছাড়া আর কেউই স্পর্শ করতে পারেনা।" কুরআনের অন্য জায়গায়ও আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ধরনের কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন:

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ • وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُوْنَ • اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ •

"এই কিতাব শয়তানরা নিয়ে আসেনি। এটা তাদের করণীয়ও নয়। আর এটা করতে তারা সক্ষমও নয়। তাছাড়া (এ কিতাব অবতীর্ণের সময়) তা শুনা থেকেও তাদেরকে বহু দূরে রাখা হয়।" (সূরা ২৬ আশ্ শোয়ারা: আয়াত ২২১-২২৩)। এ আয়াতগুলোর অবতীর্ণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে এটাই সর্বোত্তম কথা।"

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (শাহাদাত: ১৯৬৬) তাঁর বিখ্যাত তফসির 'ফী যিলালিল কুরআন'-এ এ আয়াতগুলোর শানে নুযূল সম্পর্কে লিখেছেন:

"মুশরিকরা মনে করতো, শয়তানরা কুরআন নিয়ে আসে। -এখানে তাদের সেই ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত কুরআনকে শয়তানরা স্পর্শ করতে পারেনা। এ কুরআন পবিত্র ফেরেশতারা নিয়ে আসে।"

আল উস্তায সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ইং) তাঁর বিখ্যাত তফসির তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতগুলোর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন: "কাফিররা কুরআন সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করতো এ আয়াতগুলোতে তার জবাব দেয়া হয়েছে। তারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জ্বিন এবং শয়তানরা তাকে এই কুরআন শিখিয়ে দিচ্ছে।

তাদের এসব অভিযোগের প্রতিবাদ এখানে ছাড়া ও কুরআনের অন্যান্য স্থানে করা হয়েছে। যেমন সূরা শোয়ারার ১১০-১১২ আয়াতে তাদের এসব অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।"

৩. বিভিন্ন তফসীরে এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা:

● **তাফসীরে ইবনে কাসির:** 'অবশ্যি এ এক মর্যাদাবান কুরআন।"- অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ এ কিতাব এক মহান কিতাব। 'এক সুরক্ষিত গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে।" অর্থাৎ এ মর্যাদাবান কিতাবটি এক মহাসম্মানিত গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: সেই গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে, যেটি রয়েছে আকাশে। 'পবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।" অর্থাৎ- ফেরেশতারা ছাড়া। ইবনে জরীর তাবারী কাতাদার সূত্রে বলেছেন: পবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা মানে - আল্লাহর সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত মূল গ্রন্থটি পবিত্ররা ছাড়া আর কেউই স্পর্শ করতে পারেনা। নতুবা পৃথিবীতে আমাদের কাছে যে কুরআন আছে তাতো অপবিত্র মুশরিক মজুসি,

www.nagorikpathagar.org

মুনাফিক সকলেই স্পর্শ করে। আবুল আলিয়া বলেছেন: ‘পবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।” এখানে ‘পবিত্র' বলে হে গুনাহ-খাতাওয়ালা (মানুষরা)! তোমাদেরকে বুঝানো হয়নি।” ইবনে যায়েদ বলেছেন: কাফির কুরাইশরা মনে করতো শয়তানরা কুরআন নিয়ে আসে। এখানে তাদের অভিযোগের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, না, এ কিতাব (নাযিলকালে) পবিত্ররা ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারেনা। সূরা শোয়ারার ১১০-১১২ আয়াতেও তাদের এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা পূর্বাপরের সাথেও সামঞ্জস্যশীল।[৪] ‘নিখিল জগতের মালিকের পক্ষ থেকে তা অবতীর্ণ হয়েছে।” অর্থাৎ- এ কুরআন নাযিল করেছেন স্বয়ং মহাবিশ্বের মালিক। এ কিতাব সম্পর্কে তারা যে বলছে, এটা যাদু কিংবা গণকের কথা অথবা কবিতা -মূলত এ কিতাব সে সবের কিছুই নয়। মহাবিশ্বের মালিকের পক্ষ থেকে অবর্তীণ এ এক মহাসত্য। এতে সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।”

● **ফী যিলালিল কুরআন** - সাইয়েদ কুতুব শহীদ: আল্লাহ বলেন, ‘নক্ষত্র সমূহের অবস্থানস্থলের শপথ করছি।” বস্তুত বিষয়টি এতো পরিষ্কার যে, শপথের কোনো প্রয়োজন নেই। ‘তোমরা যদি জানতে তবে এটা একটা গুরুত্বপুর্ণ শপথ।” বস্তুত যেখানে শপথের আদৌ প্রয়োজন নেই এবং শপথ ছাড়াই বিষয়টি পরিষ্কার, সেখানে শপথের এই ভংগিটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। নিশ্চয়ই এটা মহাসম্মানিত কুরআন, সুরক্ষিত গ্রন্থে স্থাপিত, একে পবিত্র ছাড়া কেউ স্পর্শ করেনা। এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

অর্থাৎ তোমরা যেমন কুরআনকে জ্যোতিষীর বাণী, পাগলের প্রলাপ, আল্লাহর নামে মনগড়া প্রাচীন কিস্‌সাকাহিনী এবং শয়তানের নিয়ে আসা কথা- ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে থাকো ওসব কিছুই এটা নয়। এটা মহাসম্মানিত কুরআন।

‘সুরক্ষিত গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত।” এর ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে পবিত্ররা ছাড়া একে কেউ স্পর্শ করেনা। বস্তুত মুশরিকরা মনে করতো, শয়তান কুরআন নিয়ে এসেছে। এখানে তাদের সেই ধারণা

---

৪. এইসব মতামত বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন- আল ফিকহু আলাক মাযাহিবিল আরবায়া। আল মুগনী - ইবনে কুদামা।

খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত কুরআনকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনা। একে নিয়ে এসেছে পবিত্র ফেরেশতারা। এটাই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। সুতরাং 'লা' শব্দটি এখানে নেতিবাচক বা নিষেধবাচক নয়। কেননা পৃথিবীতে কার্যত পবিত্র ও অপবিত্র মুমিন ও কাফির সব ধরনের লোকই কুরআন স্পর্শ করে থাকে। কাজেই এই অর্থে গ্রহণ করলে নেতিবাচক অর্থ মানানসই হয়না। নেতিবাচক অর্থ মানানসই হয় যদি এটিকে কাফিরদের এই উক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা যায় যে, 'কুরআনকে শয়তান নিয়ে এসেছে।" আর মূলত এ আয়াতে শয়তান কর্তৃক কুরআন বহন করে আনার ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে। কেননা যে সুরক্ষিত মূল গ্রন্থে কুরআন রয়েছে সেখান থেকে তাকে স্পর্শ করা ও বহন করে আনার কাজটি পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া আর কেউ করেনি।

আর এই ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়। 'এটি নাযিল হয়েছে বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে।" অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে এ কিতাব আসেনি।

অবশ্য দুটি হাদিস দ্বারা এ আয়াতের অন্য অর্থ প্রকাশ করা হয়। - তাহলো: "পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ কুরআনকে স্পর্শ করতে পারবেনা।" তবে ইবনে কাসির এই উভয় হাদিসের সনদ অনির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই হাদিস দুটিকে গ্রহণ না করা উচিত বলে রায় দিয়েছেন।

● **আল কুরআনুল করীম উর্দু তরজমা ও তফসির:** শাইখ মুহাম্মদ জুনাগড়ি ও শাইখ সালাহুদ্দীন ইউসুফ (বাদশা ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদিনা মুনাওয়ারা থেকে প্রকাশিত): فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ 'এক সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ' -অর্থাৎ: লওহে মাহফুযে।

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ 'পবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।" - এখানে 'তা' সর্বনামটি লওহে মাহফুযের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পবিত্ররা বলে 'ফেরেশতাদের' বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'তা' সর্বনাম 'কুরআনের' স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যের তাৎপর্য হলো, উর্ধ্বাকাশে ফেরেশতারা ছাড়া আর কেউ কুরআন স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। এখানে মুশরিকদের অভিযোগ খন্ডন

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছে। তারা বলছিল, শয়তানরা কুরআন নিয়ে আসে। তাদের একথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলছেন: শয়তানরা এ কুরআন স্পর্শই করতে পারেনা। শয়তানদের প্রভাব থেকে এ কুরআন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

● **তাফসীরে উসমানি- আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি:**

"সেটাকে কেবল তারাই স্পর্শ করে, যাদেরকে পবিত্র বানানো হয়েছে।"

ব্যাখ্যা: হযরত শাহ ছাহেব লিখেছেন: "অর্থাৎ- সে কিতাবকে কেবল ফেরেশতারাই স্পর্শ করতে পারে। সেই কিতাবে এই কুরআন লিপিবদ্ধ আছে ফেরেশতাদের হাতে কিংবা লওহে মাহফুযে।"[৫]

● **মাআরিফুল কুরআন- মুফতি মুহাম্মদ শফী:** খ্যাতনামা আলেমে দীন মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব তার তফসির মা'আরিফুল কুরআনে উপরোক্ত আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখেছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁর মূল বক্তব্য তুলে ধরছি:

فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ এক সুরক্ষিত গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে' -এখানে সুরক্ষিত বলে লওহে মাহফুয বুঝানো হয়েছে। يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ পবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।" - এ আয়াতটির দুটি অর্থ হতে পারে: (এক) পবিত্ররা মানে-ফেরেশতারা, যারা লওহে মাহফুয পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। আর এখানে স্পর্শ করা কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, লওহে মাহফুযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া। তফসীরে কুরতবিতেও এ অর্থই করা হয়েছে। (দুই) দ্বিতীয় অর্থ অনুয়ায়ী আমাদের কাছে যে কুরআন রয়েছে-তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া।[৬] (সংক্ষেপিত)

● **তাফহীমুল কুরআন: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী:**

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ • وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيمٌ •
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ • فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ • لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

---

৫. এই ব্যাখ্যায় অতপর তিনি কেউ কেউ বলেন বলে - যারা কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তাদের মত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটা উপরে উল্লেখিত শাহ(আবদুল আযীয) সাহেবের মতের সাথে সাংঘর্ষিক।

৬. অতপর তিনি কুরআন পাঠ ও স্পশের্র জন্য অযু ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মতামত তুলে ধরেন।

www.nagorikpathagar.org

• تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ • أَفَبِهٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ
• وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ •

"অতএব, না,[৩৬] আমি শপথ করছি তারকাসমূহের ভ্রমণ পথের। এটা এক অতি বড় শপথ যদি তোমরা বুঝতে পারো। এ তো মহাসম্মানিত কুরআন।[৩৭] একখানা সুরক্ষিত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ।[৩৮] পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।[৩৯] এটা বিশ্ব-জাহানের রবের নাযিলকৃত। এরপরও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করছো? এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ রেখেছো এই যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো?' (সূরা ৫৬ ওয়াকিয়াঃ আয়াত ৭৫-৮২)

ব্যাখ্যাঃ "৩৬. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে বসে আছো ব্যাপার তা নয়। কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কসম খাওয়ার আগে এখানে لا শব্দের ব্যবহার করায় আপনা থেকেই একথা প্রকাশ পায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলছিল। সেসব কথার প্রতিবাদ করার জন্যেই এ কসম খাওয়া হচ্ছে।

৩৭. তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থান স্থল' অর্থ তাদের স্থান, তাদের মনযিল ও তাদের কক্ষপথসমূহ। আর কুরআনের মহাসম্মানিত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে ঐগুলোর শপথ করার অর্থ হচ্ছে উর্ধ জগতে সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা যতো সুসংবদ্ধ ও মজবুত এই বাণীও ততটাই সুসংবদ্ধ ও মজবুত। যে আল্লাহ ঐ ব্যবস্থা তৈরি করেছেন সে আল্লাহ এই বাণীও নাযিল করেছেন। মহাবিশ্বের অসংখ্য ছায়াপথ (Galaxies), ঐ সব ছায়াপথের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন নক্ষত্র (Stars) এবং গ্রহরাজি (Planets) বাহ্যত ছড়ানো ছিটানো দেখা গেলেও তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সুসংবদ্ধতা বিরাজমান এ মহাগ্রন্থও ঠিক অনুরূপ পূর্ণ মাত্রার সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবন বিধান পেশ করে। যার মধ্যে আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র, ইবাদত, তহযীব তমদ্দুন, অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি মোট কথা মানব জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত

www.nagorikpathagar.org

পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এর কোনো একটি দিকই আরেকটি দিকের সাথে সামঞ্জস্যহীন ও বেখাপ্পা নয়। অথচ এই ব্যবস্থা বিভিন্ন আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভাষণে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ঊর্ধ্বজগতের জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা যেমন অপরিবর্তনীয়, তাতে কোনো সময় সামান্য পরিমাণ পার্থক্য সূচিত হয়না, ঠিক তেমনি এই গ্রন্থে যেসব সত্য ও পথ নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে তাও অটল ও অপরিবর্তনীয় তার একটি বিন্দুকেও স্ব-স্থান থেকে বিচ্যুত করা যেতে পারেনা।

৩৮. এর অর্থ 'লাওহে মাহফুয'। এটি বুঝাতে كِتَابٌ مَكْنُوْنٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন লিখিত বস্তু যা গোপন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা কারো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুরক্ষিত ঐ লিপিতে কুরআন মজীদ লিখিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ-তায়ালার কাছে তা সেই ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যাতে কোনো রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব নয়। কারণ, তা যে কোনো সৃষ্টির ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে।

৩৯. কাফিররা কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করতো এটা তার জবাব। তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জিন ও শয়তানরা তাঁকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। যেমনঃ সূরা শূ'আরাতে বলা হয়েছেঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ • وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُوْنَ •
اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ •

"শয়তান এ বাণী নিয়ে আসেনি। এটা তার জন্য সাজেও না। আর সে এটা করতেও পারেনা। এ বাণী শোনার সুযোগ থেকেও তাকে দূরে রাখা হয়েছে।" (সূরা ২৬ শোয়ারাঃ আয়াত ২১০-২১২)

এ বিষয়টিই এখানে এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "পবিত্র সত্তারা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।" অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক এ বাণী নিয়ে আসা কিংবা নাযিল হওয়ার সময় এতে কর্তৃত্ব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যে, সময় 'লাওহে মাহফুয' থেকে তা নবির সা. প্রতি নাযিল করা হয় সে সময় পবিত্র সত্তাসমূহ অর্থাৎ পবিত্র

www.nagorikpathagar.org

ফেরেশতারা ছাড়া কেউ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনা। ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে সব রকমের অপবিত্র আবেগ অনুভূতি এবং ইচ্ছা আকাংখা থেকে পবিত্র রেখেছেন।

আনাস বলেন মালেক, ইবনে আব্বাস রা., সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলীয়া, সুদ্দী, দাহ্হাক এবং ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। বাক্য বিন্যাসের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, বাক্যের ধারাবাহিকতা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতিবাদ করার পর কুরআন মজীদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তারকা ও গ্রহরাজির "অবস্থান ক্ষেত্র" সমূহের শপথ করে বলা হচ্ছে, এটি একটি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ, আল্লাহর সুরক্ষিত লিপিতে তা লিপিবদ্ধ আছে। কোনো সৃষ্টির পক্ষে তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তা এমন পদ্ধতিতে নবির প্রতি নাযিল হয় যে, পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শও করতে পারেনা।

মুফাস্সিরদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لَا শব্দটিকে 'না' অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আয়াতের অর্থ করেছেন "পাক পবিত্র নয় এমন কোনো ব্যক্তি যেনো তা স্পর্শ না করে।" কিংবা "এমন কোনো ব্যক্তির তা স্পর্শ করা উচিত নয়, যে না পাক।" আরো কতিপয় মুফাসসির যদিও لَا শব্দটিকে 'না' অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ করেছেন এই গ্রন্থ পবিত্র ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করেনা। কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে 'না' শব্দটি ঠিক তেমনি নির্দেশ সূচক যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী اَلْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ (মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করেনা) এর মধ্যে উল্লেখিত 'না' শব্দটি নির্দেশসূচক। এখানে যদিও বর্ণনামূলকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমান মুসলমানের ওপর যুলুম করেনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মুসলমান যেনো মুসলমানের ওপর যুলুম না করে। অনুরূপ এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, পবিত্ররা ছাড়া কুরআনকে কেউ স্পর্শ করেনা। কিন্তু তা থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যেনো তা স্পর্শ না করে।

www.nagorikpathagar.org

তবে প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাখ্যা আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে খাপ খায়না। পূর্বাপর বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ বাক্যের এরূপ অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু যে বর্ণনাধারার মধ্যে কথাটি বলা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে রেখে একে বিচার করলে এ কথা বলার আর কোনো সুযোগই থাকেনা: 'পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ যেনো এ গ্রন্থ স্পর্শ না করে।" কারণ, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফিরদেরকে। তাদের বলা হচ্ছে, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, শয়তানরা নবিকে তা শিখিয়ে দেয়। কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা ছাড়া এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবেনা শরিয়তের এই নির্দেশটি এখানে বর্ণনা করার কি যুক্তি ও অবকাশ থাকতে পারে? বড় জোর যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যদিও আয়াতটি নাযিল হয়নি। তবে বাক্যের ভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর দরবারে যেমন কেবল পবিত্র সত্তার-ই এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে অনুরূপ দুনিয়াতেও অন্তত সেসব ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় এ গ্রন্থ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুক, যারা এ গ্রন্থ আল্লাহর বাণী হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে।"[৭]

● **তাদাব্বুরে কুরআন: আমীন আহসান ইসলাহী:** لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এই অংশটুকু থেকে আমাদের ফকীহগণ পবিত্রতা সংক্রান্ত কোনো কোনো বিধি-বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তাদের মতে কুরআন মজীদ স্পর্শ এবং পাঠ করার ক্ষেত্রে সেসব বিধি বিধান রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু যে পূর্বাপর বিষয়বস্তুর মাঝখানে কথাটি বলা হয়েছে, তা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, সেসব বিধি বিধানের সাথে এর সরাসরি কোনো সম্পর্কে নেই। সেকারণে ফকীহগণের গবেষণালব্ধ এসব বিধি নিষেধ তাদের পেশকৃত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে গ্রহণ বা বর্জন করুন। সে বিষয়টি আমাদের এখানে আলোচ্য নয় বিধায় আমরা এখানে তাদের আরোপিত সেসব বিধি নিষেধের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হতে চাইনা। তবে এতোটুকু কথা অবশ্যি আরয করবো, যেসব ফকীহ্ কুরআন তিলাওয়াত এবং স্পর্শ করার জন্যে সেরকম পবিত্রতা অর্জনের শর্ত শারায়েত আরোপ করেছেন,

---

৭. অতপর তিনি কুরআন পাঠ ও স্পর্শের জন্য অযু ও পবিত্রতা প্রয়োজন আছে কি নেই - সে সংক্রান্ত হাদিস, সাহাবিগণের মতামত এবং বিভিন্ন মাযহাব ও মনীষীর মতামত তুলে ধরেন।

www.nagorikpathagar.org

যেরকম পবিত্রতা প্রয়োজন হয় নামাযের জন্যে, তারা তাদের মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং অতিরঞ্জন করেছেন।

কুরআন আল্লাহ তায়ালার কিতাব। তাই সর্বদিক থেকেই-এ কিতাব সম্মানযোগ্য। কিন্তু এ মহাগ্রন্থ তো প্রতি কদমে আমাদের জন্যে হক ও বাতিল এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ জানার উৎস। এ কিতাবই তো আমাদের যাবতীয় গ্রহণ-বর্জন, চিন্তা-গবেষণা ও কার্যক্রমের মূল সূত্র ও যুক্তি-প্রমাণের কেন্দ্র। যদি এই গ্রন্থটিকে স্পর্শ করা, কিংবা এর কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করা, অথবা বক্তব্যে উল্লেখ (quote) করার জন্যে পবিত্র হওয়া এবং অযু করা জরুরি ঘোষণা করা হয়, তবে তো তা মানুষের জন্যে এক অসম্ভব ও অসাধ্য বিষয়ে পরিণত হবে এবং তা হবে প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের মেযাজের সাথে সাংঘর্ষিক।

কুরআনের ব্যাপারে এধরনের অস্বাভাবিক বিধি নিষেধ আরোপ করলে কুরআনের তাযীমের ক্ষেত্রে মানুষের মনে সেই ধরনের ধারণাই সৃষ্টি হবে- যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন:

"তোমাদের প্রদীপ দেয়া হয়েছে ঘরের উঁচু জায়গায় রাখতে, যাতে করে তার আলোতে আলোকময় হয়ে উঠে পুরো ঘর। অথচ তোমরা তাকে ঢেকে রেখেছো পান পাত্রের নিচে।"

৪. এ আয়াতকে বিশেষ মতের পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ভুল:

এ যাবত আমরা বিভিন্ন তফসির থেকে আয়াতটির তফসির, তাৎপর্য, পূর্বাপর সম্পর্ক এবং প্রেক্ষাপট উল্লেখ করলাম। এখানে আমাদের কাছে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেলো:

১. শুধু এই ৭৯ নম্বর আয়াতটি নয়, বরং সূরা ওয়াকিয়ার ৭৫ থেকে ৮২ আয়াতগুলো সবই একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত।

২. একটি আয়াতকে পূর্বাপর আয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাসংগিক বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র কোনো অর্থ দাঁড় করানো একেবারেই ভুল।

৩. এই ৮টি আয়াত কুরআন সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের ভ্রান্ত অভিযোগের জবাব ও প্রতিবাদ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. এই আয়াতগুলোতে 'কিতাবিম মাকনূন-সুরক্ষিত কিতাব' বলে লওহে মাহফুযকে বুঝানো হয়েছে।

৫. لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ এই আয়াতে 'মুতাহ্হারূন' বা 'পবিত্রতা' বলে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে, মানুষকে নয়।

৬. 'পবিত্রতা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা'- বলে- লওহে মাহফুযে এবং লওহে মাহফুয থেকে রসুলের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ফেরেশতারা ছাড়া কেউ এই কিতাবকে স্পর্শ করতে পারেনা, বুঝানো হয়েছে।

৭. মানুষ কোন্ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে পারবে আর কোন্ অবস্থায় স্পর্শ করতে পারবেনা - এধরনের কোনো বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি নাযিল হয়নি।

৮. এ আয়াতকে 'অযু ও পবিত্রতা ছাড়া কেউ কুরআন পাঠ বা স্পর্শ করতে পারবেনা' -এ মতের পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা একেবারেই ভুল, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

- আমাদের সম্মানিত সল্ফে সালেহীন ইমাম, মুজতাহিদ ও ফকীহগণ এ আয়াতকে 'অযু ও পবিত্রতা ছাড়া কেউ কুরআন পাঠ বা স্পর্শ করতে পারবেনা' -এ মতের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি। যারা উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন, তারা এ সংক্রান্ত দুয়েকটি হাদিস (যেগুলো সম্পর্কে আমরা এগ্রন্থে বিশ্লেষণ পেশ করেছি) এবং নিজেদের চিন্তা গবেষণা ও আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

- অবশ্য কেউ কেউ আয়াতটিকে আলোচ্য বিষয় থেকে আলাদা করে ব্যাকরণগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন পাঠ ও স্পর্শের জন্যে পবিত্রতার জরুরতের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

- মুফতি শফী সাহেব তাঁর মা'আরেফুল কুরআনে লিখেছেন: 'আবার অনেকেই এ ব্যাপারে (কুরআন পাঠ ও স্পর্শের জন্যে পবিত্রতার জরুরতের ব্যাপারে) শুধু হাদিসকেই দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। সাহাবিগণের মতভেদের কারণে তাঁরা এ আয়াতকে এ বিষয়ের দলিল হিসেবে পেশ করা থেকে বিরত থেকেছেন।"

- 'কুরআন পাঠ ও স্পর্শের জন্যে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আয়াতটির এ ধরনের তফসির রসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হয়নি। রসুলুল্লাহ সা. থেকে যেসব আয়াতের তফসির

বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ আয়াত সম্পর্কে তাঁর এ ব্যাখ্যা কোথাও উল্লেখ হয়নি।

- সাহাবায়ে কিরামের কেউই এ আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা করেননি।

৯. বিনা অযুতে কুরআন মজীদ দেখা, শুনা, পড়া ও স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

প্রশ্ন ৯: কুরআন মস্তিষ্কে ধারণ করা, কানে শুনা, চোখে দেখা, মুখে উচ্চারণ করা এবং হাতে স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? উল্লেখ্য, এসবগুলো একই ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংগ।

জবাব: আসলে এ প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়েছে কোনো কোনো ফকীহ্‌র কিছু কিছু মতামতের প্রেক্ষিতে। কোনো কোনো ফকীহ্ বলেছেন, 'অযু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু স্পর্শ করা যাবেনা।" - এ মতটির কারণেই উপরের প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

যেসব ফকীহ এই মত প্রকাশ করেছেন, তাঁরা তা প্রকাশ করেছেন, দুটি হাদিসের ভিত্তিতে। হাদিস দুটির দুর্বলতার কথা আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি। এমতের পক্ষে সহিহ হাদিস ও প্রমাণিত সুন্নত থাকলে এ সম্পর্কে আমাদের 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম' ছাড়া আর কিছুই বলার ছিলনা। কিন্তু এ মতের পক্ষে সেরকম কিছু নেই।

বাকি থাকলো যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধির কথা।

- যুক্তি বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা বলে, যে জিনিসটি অযু ছাড়া শুনা, দেখা ও পড়া যাবে, তা অযু ছাড়া স্পর্শ করতে না পারার কোনো কারণ নেই।

- যুক্তি বলে, আমার মস্তিষ্ক যাকে ধারণ করে আছে, আমার চোখের দৃষ্টি যাকে স্পর্শ করছে, আমার যবান যাকে উচ্চারণ করছে, আমার হাত তাকে কেন স্পর্শ করতে পারবেনা? নিষিদ্ধ হলে তো এসবগুলো কাজই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত যেমন পরনারী ও পরপুরুষের পর্দার ক্ষেত্রে এসবগুলোই নিষিদ্ধ। আর বৈধ হলে এসবগুলো কাজই বৈধ হওয়া উচিত, যেমন পুরুষের জন্যে নিজ স্ত্রীর ক্ষেত্রে এসবগুলো কাজই বৈধ।

১০. অপবিত্রাবস্থায় কুরআনের কিছু অংশ আর বেশি অংশ পাঠ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

প্রশ্ন-১০: অপবিত্র অবস্থায় কুরআনের একটি আয়াতাংশ কিংবা

www.nagorikpathagar.org

একটি পূর্ণ আয়াত অথবা দুই আয়াত পাঠ করার মধ্যে আর গোটা কুরআন পাঠ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

জবাবঃ এ প্রশ্নটিও সৃষ্টি হয়েছে কোনো কোনো ফকীহ্‌র কিছু গবেষণা মূলক মতামতের প্রেক্ষিতে। তাঁরা বলেনঃ 'হায়েয নিফাস ও জুনুবি অবস্থায় কুরআন বা কুরআনের কোনো পূর্ণ আয়াত পড়া জায়েয নয়। তবে আয়াতের অংশ বা অসম্পূর্ণ আয়াত পড়া জায়েয।"[৮] আবার কেউ কেউ বলেছেন, দুয়েক আয়াত পড়া জায়েয।

- এ মতটি কুরআন সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত নয়, সাহাবায়ে কিরামের আছার দ্বারাও প্রমাণিত নয়। এমত যারা প্রদান করেছেন, তাঁরা কুরআনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে নিতান্তই ব্যক্তিগতভাবে তা প্রদান করেছেন।

তবে যুক্তি বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনার দিক থেকে এমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

ক. একটি আয়াতের অংশ বা একটি আয়াতের মধ্যে আর গোটা কুরআনের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন-একটি আয়াত বা আয়াতের অংশ অস্বীকার করা আর গোটা কুরআন অস্বীকার করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই উক্ত অবস্থায় কুরআন পাঠ না জায়েয হতে হলে আয়াতাংশ এবং কুরআনে উল্লেখিত তসবীহ-তাহলীলও পাঠ করা না জায়েয হওয়া উচিত।

খ. কুরআনে অনেক লম্বা লম্বা আয়াত আছে, যেমন সূরা বাকারার ১৭৭, ১৮৭, ১৯৬, ২৮২ আয়াত, আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াতও আছে। এমনকি এক দুই শব্দের অনেক আয়াতও আছে। যেমন: كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ (মুতাফ্‌ফিফীন-২০)। فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ (সূরা বুরুজ-১৮)। وَاَكِيْدُ كَيْدًا (সূরা তারিক-১৬)। كِرَامٍ بَرَرَةٍ (আবাসা-১৬)। قُمْ فَأَنْذِرُ (মুদ্দাসসির-২)। عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ (ঐ - ৪১)। اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান-১)। حُوْرٌ عِيْنٌ (ওয়াকিয়া-২২)। الم، اَلْقَارِعَةُ، وَالْعَصْرِ।

এখন প্রশ্ন হলো, অর্ধ পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত একটি অপূর্ণাংগ আয়াত পড়া জায়েয, আর এক বা দুই শব্দের একটি পূর্ণ আয়াত পড়া জায়েয নয়-এটা কেমন যুক্তি? আসলে এমত বিবেক-বুদ্ধির খেলাফ।

---

৪ দ্রষ্টব্যঃ আল মুগনিঃ ইবনে কুদামা।

www.nagorikpathagar.org

১১. শিখা, হিদায়াত লাভ করা এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

প্রশ্ন ১১: এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করলো শিখার উদ্দেশ্যে, আরেকজন পাঠ করলো হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে, অন্যজন পাঠ করলো সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে। এখন প্রশ্ন হলো, পবিত্রতার সাথে পাঠ ও স্পর্শ করার ক্ষেত্রে এই তিনজনের মধ্যে তারতম্য করা কি যুক্তিসংগত?

জবাব: এই প্রশ্নটিও সৃষ্টি হয়েছে কিছু সংখ্যক ফকীহ্‌র মতামতের প্রেক্ষিতে। কোনো কোনো মযহাবের ফকীহগণ বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র ও শিক্ষক বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে, এমনকি ঋতুবতীও শিক্ষার উদ্দেশ্যে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে।[৯]

- ফকীহগণের এ মতটিও কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কারণ, তারা কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র, শিক্ষকের জন্যে বিনা অযুতে কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা এমনকি ঋতুবতীর জন্যে পাঠ ও স্পর্শ করাকেও জায়েয রেখেছেন। হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে, কিংবা সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাঠ করাকে জায়েয রাখেননি।

যে ফকীহগণ এ মতামত দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই শিক্ষক ছিলেন। তাই কুরআন শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব তাঁরা আন্তরিকতার সাথে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

- তাঁরা একথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, যারা কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয়, তাঁদের পক্ষে সবসময় 'বা-অযু' থাকা এবং 'বা-অযু' কুরআন শিখা এবং শিক্ষা দেয়া অস্বাভাবিক এবং অসাধ্য ব্যাপার। সেকারণেই তাঁরা ছাত্র, শিক্ষক এবং ঋতুবতীদের কুরআন পাঠ ও স্পর্শের ক্ষেত্রে অযু ও পবিত্রতার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন।

আমাদের মতে- তাঁদের এই ছাড় দেয়াটা যুক্তিসংগত এবং স্বভাব ধর্ম ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে চিন্তা, গবেষণা, উদ্ধৃতি দেয়া, হিদায়াত লাভ এবং সওয়াব হাসিলের জন্যে যারা কুরআন পাঠ করবে, তাদের জন্যে অনুরূপ ছাড় না দেয়াটা অযৌক্তিক। তাছাড়া এটা কুরআনের সার্বজনীনতা এবং স্বভাবধর্মিতার সাথেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৯.দ্রষ্টব্য: আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া।

www.nagorikpathagar.org

আসলে ফকীহগণ যে কুরআন পাঠ ও স্পর্শের জন্যে অযু ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে কাউকেও ছাড় দিয়েছেন, আর কাউকেও ছাড় দেন নাই-এই উভয়টাই তাঁদের নিজস্ব আরোপিত বিধিনিষেধ, কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক আরোপিত নয়।

কোনো কিছু শিখা ও শিক্ষাদানের সময় তার সাথে এক রকম আচরণ অবলম্বন করা হবে, আর শিক্ষা সমাপন করার পর আরেক রকম রীতি ও আচরণ অবলম্বন করা হবে- এমনটি আদৌ ইসলামের নীতি নয়। বরং ঐ বিষয়ে যা কিছু কর্তব্য, তা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের সময়ই অনুশীলন করা ইসলামের নীতি এবং সার্বজনীন নীতিও।

তাছাড়া কেবলমাত্র মাদ্রাসায় পড়া বা পড়ানো, কিংবা শিক্ষকের কাছে পড়ার সময়টাই কুরআন শিখা বা শিক্ষাদানের সময় নয়; বরং একজন মুমিনকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা জীবনই কুরআন শিখা, অনুধাবন করা এবং কুরআন নিয়ে ভাবনা চিন্তার জন্যে কুরআন পড়তে হবে। মুমিন জীবনের সকল কাজেরই 'মাস্টার কী' হলো আল কুরআন।

আসল কথা হলো, কারো জন্যে যদি কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিনা অযুতে পড়া ও স্পর্শ করা, এমনকি মাসিক চলাকালেও পড়া ও স্পর্শ করা জায়েয হয়ে থাকে, তবে অন্য যেকোনো নেক ও মহত উদ্দেশ্যেই তা বিনা অযু ও অপবিত্র অবস্থায় পড়া ও স্পর্শ করা জায়েয। কারণ কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের গুরুত্বের মধ্যে আর কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের গুরুত্ব, কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার গুরুত্ব, কুরআন থেকে সওয়াব হাসিল করার গুরুত্ব এবং কুরআনের বাণীর ব্যাপক প্রচার ও চর্চা করার গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ রকম পার্থক্য করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো নির্দেশ দেন নাই।

১২. ফিক্হ ও তফসির গ্রন্থ আর কুরআন শরিফ স্পর্শ করার মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

প্রশ্ন ১২: যেসব গ্রন্থে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে সেসব গ্রন্থ, তফসির গ্রন্থ এবং শুধু কুরআনুল করিম স্পর্শ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তাছাড়া কুরআনুল করিম কাপড় মুড়ি দিয়ে স্পর্শ করা আর বাঁধাইর বোর্ডের উপর স্পর্শ করার মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

www.nagorikpathagar.org

জবাবঃ এই প্রশ্নগুলোও সৃষ্টি হয়েছে ফকীহ্দের কিছু অস্বাভাবিক মতামতের কারণে।

● হানাফি ফকীহ্রা বলেছেন, বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা বিনা অযুতে নামায পড়ার মতোই না জায়েয। তবে গেলাফের উপর দিয়ে স্পর্শ করা যাবে। গেলাফ হলো চামড়া বা কাপড়ের সেই থলে যা দিয়ে কুরআন শরিফ ঢেকে রাখা হয় এবং যা থেকে খুলে পড়া হয়।

- তাঁদের মতে বিনা অযুতে তফসির গ্রন্থও স্পর্শ করা যাবেনা।
- কোনো কিছুতে কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে সেটাও স্পর্শ করা যাবেনা।
- কুরআনের অক্ষর স্পর্শ করা যাবেনা, খালি জায়গা স্পর্শ করা যাবে।[১০]

● শাফেয়ী মযহাবের মতে গেলাফের উপর দিয়েও বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা। কোনো বাক্স বা থলেতে কুরআন শরিফ থাকলে তাও বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবেনা।[১১]

● হাম্বলি মযহাবের মতে বিনা অযুতে তফসির গ্রন্থ এবং গেলাফের উপর দিয়ে কুরআন শরিফ স্পর্শ করা জায়েয। ফিকহের গ্রন্থসহ যেসব বই পত্রে কুরআনের আয়াত লেখা থাকে, সেগুলোও স্পর্শ করা জায়েয।[১২]

● যাহেরি মযহাবের মতে সকলের জন্যে সর্বাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয।[১৩]

উপরের প্রশ্নগুলো ফকীহ্দের এইসব মতামতের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। ফকীহ্দের এ মতামতগুলো সবই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

১. যারা কুরআন স্পর্শের জন্যে অযু ও পবিত্রতার শর্তারোপ করেন, তাঁদের মতামত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।
২. এ বিষয়ে ফকীহ্দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।
৩. ফকিহ্দের মতভিন্নতাসমূহ চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত অযু ও পবিত্রতার শর্ত যুক্তির ধোপে টেকেনা। ফকিহ্রা নিজেরাই একদল আরেকদলের আরোপিত শর্ত-শরায়েত খন্ডণ করে দিয়েছেন।

---

১০. ইমাম আলাউদ্দিন আল কাশানিঃ আল বাদায়ে ওয়াস্ সানায়ে।
১১. ইমাম নববীঃ আল মিনহাজ।
১২. ইমাম ইবনে কুদামাঃ আল মুগনি।
১৩. ইমাম হাযমঃ আল মুহাল্লা ১ম খন্ড।

www.nagorikpathagar.org

৪. এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতামত বিচিত্র। আর বিচিত্র মতামত দ্বারা শরিয়তের নির্দিষ্ট বিধান নির্ণীত হয়না। দেখুন ফকীহ্দের বিচিত্র মতামতের ধরণ। কুরআন স্পর্শের ব্যাপারে অযু ও পবিত্রতা ছাড়া-

- একদল ফকীহ্ বলেন, সরাসরি এবং গেলাফের উপর দিয়েও স্পর্শ করা যাবেনা।

- একদল বলেন, সরাসরি স্পর্শ করা যাবেনা, তবে গেলাফের উপর দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।

- একদল বলেন, তফসির গ্রন্থ স্পর্শ করা যাবেনা, আরেকদল বলেন যাবে।

- একদল বলেন, যেসব বইতে ও চিঠিপত্রে কুরআনের আয়াত লেখা থাকে, সেগুলোও স্পর্শ করা যাবেনা। আরেকদল বলেন, স্পর্শ করা যাবে।

- একদল বলেন, গেলাফ, এমনকি বাঁধাইর বোর্ডের উপর দিয়েও স্পর্শ করা যাবেনা। আরেকদল বলেন, পৃষ্ঠার অক্ষর বাদ দিয়ে সাদা জায়গায় স্পর্শ করা যাবে।

- আরেকদল বলেন, অযু, বে-অযু, পবিত্র, অপবিত্র সর্বাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয।

দেখা গেলো, ফকীহ্রাই ফকীহ্দের সমস্ত বিধি নিষেধ ও শর্ত শরায়েত খন্ডণ করে দিয়েছেন। আর এটা একারণেই হয়েছে যে, এসব বিধি নিষেধ কুরআন সুন্নাহ্র ভিত্তিতে আরোপিত হয়নি।

১৩. তিলাওয়াতের সাজদার জন্যে কি অযু শর্ত?

প্রশ্ন ১৩: বিনা অযুতে কুরআন পাঠের সময় তিলাওয়াতের সাজদা এলে, বিনা অযুতে সাজদা করা যাবে কি? নাকি সিজদা করার জন্যে অযু করতে হবে?

জবাব: এ প্রশ্নটি সৃষ্টি হয়েছে ফকীহ্দের মতামত দুই দিকে থাকার কারণে। বিনা অযুতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাজদার আয়াত পাঠ করলে বিনা অযুতেই সাজদা দেয়া যাবে বলে একদল ফকীহ্ মত দিয়েছেন। তবে আরেকদল ফকীহ্ বলেছেন, বিনা অযুতে সাজদা দেয়া যাবেনা।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ্ বুখারিতে 'তিলাওয়াতের সাজদা' অধ্যায়ে একটি অনুচ্ছেদের মুখবন্ধ লিখেছেন নিম্নরূপ:

بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ •

"অনুচ্ছেদ: মুসলিম ও মুশরিকদের একত্রে (তিলাওয়াতের) সাজদা দেয়া প্রসংগ। অথচ মুশরিকরা অপবিত্র। তাদের অযুর প্রশ্ন অবান্তর। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বিনা অযুতেই তিলাওয়াতের সাজদা প্রদান করতেন।"

অনুচ্ছেদের এই মুখবন্ধ লিপিবদ্ধ করার পর ইমাম বুখারি এই অনুচ্ছেদে প্রথমেই নিম্নোক্ত হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ •

"ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সা. (মক্কায় থাকাকালে) সূরা আন নাজম (-এর সাজদার আয়াত [শেষ আয়াত] তিলাওয়াত কালে) তিলাওয়াতের পর তিলাওয়াতের সিজদা প্রদান করেন। এসময় তাঁর মুসলিম, মুশরিক এবং জ্বিন-ইনসান সবাই সাজদা করে।" (সহিহ বুখারি)

সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাতা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি তাঁর বিখ্যাত ফতহুল বারি গ্রন্থে এ হাদিসটি প্রসংগে বলেন: 'বিনা অযুতে তিলাওয়াতের সাজদা করা জায়েয'- হাদিসটিকে ইমাম বুখারি একথার দলিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতপর ইমাম ইবনে হাজর এ প্রসংগে ইবনে আবি শায়বার গ্রন্থ থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো:

عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ السُّلَمِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يَمْشِي يُوَمِّئُ إِيْمَاءً •

"হযরত আবু আবদুর রহমান সুলামি বিনা অযুতে কিবলামুখী না হয়ে পথ চলতে চলতে ইশারা-ইংগিতে তিলাওয়াতের সাজদা করতেন।"

উপরোল্লেখিত হাদিস ও আছার থেকে প্রমাণ হয়, তিলাওয়াতের সাজদার জন্যে অযু জরুরি নয়। তবে বায়হাকিতে ইবনে উমর রা.-এর থেকে উপরোক্ত মতের সাথে সাংঘর্ষিক একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলোঃ

• عَنْ ابْن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَا يَسْجُدِ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِر

"ইবনে উমর রা. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যেনো অযু ছাড়া (তিলাওয়াতের) সিজদা না করে।"

- কিন্তু এ বক্তব্যটি বুখারিতে এ বিষয়ে হযরত ইবনে উমর রা.-এর যে রীতির কথা উল্লেখ হয়েছে, তার সাথে সাংঘর্ষিক।

তিলাওয়াতের সাজদার ব্যাপারে আল উস্তায সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহ. তাঁর তাফহীমুল কুরআনে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সেটাই তিলাওয়াতের সাজদা সম্পর্কে সর্বোত্তম বক্তব্য। মাওলানা মওদূদী লিখেছেনঃ

"কুরআন মজীদের চৌদ্দটি স্থানে সিজদার আয়াত এসেছে। এ আয়াতগুলো পড়লে বা শুনলে সাজদা করতে হবে, এটি ইসলামী শরিয়তের একটি বিধিবদ্ধ বিষয়, এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে এ সিজদা ওয়াজিব হবার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলাইহি তিলওয়াতের সাজদাকে ওয়াজিব বলেন। অন্যান্য উলামা বলেন, এটি সুন্নত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় একটি বড় সমাবেশে কুরআন পড়তেন এবং সেখানে সাজদার আয়াত এলে তিনি নিজে তৎক্ষনাৎ সাজদা করতেন এবং সাহাবিগণের যিনি যেখানে থাকতেন তিনি সেখানেই সাজদানত হতেন। এমনকি কেউ কেউ সাজদা করার জায়গা না পেয়ে নিজের সামনের ব্যক্তির পিঠের ওপর সাজদা করতেন।

হাদিসে এ কথাও এসেছে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরআন পড়েন। সেখানে সাজদার আয়াত এলে যারা মাটির উপর দাঁড়িয়েছিলেন তারা মাটিতে সাজদা করেন এবং যারা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন তারা নিজেদের বাহনের পিঠেই ঝুঁকে পড়েন।

কখনো নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে সাজদার আয়াত পড়তেন, তখন মিম্বর থেকে নেমে সাজদা করতেন তারপর আবার মিম্বরের ওপর উঠে খুত্‌বা দিতেন।

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত তিলাওয়াতের সাজদার জন্যও তাই নির্ধারিত। অর্থাৎ অযু সহকারে কিবলার দিকে মুখ করে নামাযের সাজদার মতো করে মাটিতে মাথা ঠেকাতে হবে। কিন্তু তিলাওয়াতের সাজদার অধ্যায়ে আমরা যতগুলো হাদিস পেয়েছি সেখানে কোথাও এ শর্তগুলোর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। সেখান থেকে তো এ কথাই জানা যায় যে, সাজদার আয়াত শুনে যে ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে সে যেনো সে অবস্থায়ই সাজদা করে- তার অযু থাক্ বা না থাক, কিবলামুখী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হোক বা না হোক, মাটিতে মাথা রাখার সুযোগ পাল বা না পাক -তাতে কিছু আসে যায়না। প্রথম যুগের আলেমদের মধ্যেও আমরা এমন অনেক লোক দেখি যারা তিলাওয়াতের সিজদা করেছেন এভাবেই।

ইমাম বুখারি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি অযু ছাড়াই তিলাওয়াতের সাজদা করতেন। ফাত্হুল বারিতে আবু আব্দুর রহমান সুলামী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি পথ চলতে চলতে কুরআন মজীদ পড়তেন এবং কোথাও সাজদার আয়াত এলেই মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন। অযু সহকারে থাকুন বা না থাকুন এবং কিবলার দিকে মুখ ফিরানো থাক বা না থাক, তার পরোয়া করতেন না।

এসব কারণে আমি মনে করি, যদিও অধিকাংশ আলেমের মতটিই অধিকতর সতর্কতামূলক, তবু কোনো ব্যক্তি যদি অধিকাংশ আলেমের বিপরীত আমল করে তাহলে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারেনা। কারণ অধিকাংশ আলেমের মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নত নেই। আবার প্রথম দিকের আলেমদের মধ্যে এমন সব লোকও পাওয়া গেছে যাদের রীতি ছিলো পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেমদের থেকে ভিন্নতর।”[১৪]

১৪. কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সঠিক পন্থা কী?

প্রশ্ন ১৪: কুরআন পাঠ ও স্পর্শের জন্যে অযু ও পবিত্রতা জরুরি না হয়ে থাকলে তবে কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সঠিক পন্থা কী?

জবাব: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সাধারণভাবে এ প্রশ্নটির সঠিক

১৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী: তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ,টীকা-১৫৭।

www.nagorikpathagar.org

সমাধান জানা না থাকার কারণেই লোকেরা কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভুল পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

তাই, কুরআনকে তা'যীম ও তাকরীম করার এবং কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করার সঠিক তাৎপর্য ও পন্থা কী, প্রথমেই সে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। প্রসংগক্রমে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কুরআনের প্রতি প্রকৃত অবিচার, অসম্মান ও অমর্যাদা কী?

দুনিয়াতে সাধারণভাবে সকল সম্মানিত ব্যক্তি ও সম্মানিত বস্তুর প্রতি যে পন্থায় সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, কুরআনের প্রতিও সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা সেটাই। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যে ধরনের আচরণ করলে সম্মানিত ব্যক্তি ও সম্মানিত বস্তুর প্রতি অসম্মান-অশ্রদ্ধা করা হয় বলে ধরে নেয়া হয়, সেই ধরনের আচরণ দ্বারাই আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

সাইয়েদ শামছী সাহেব একজন সৎ, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী। তাঁর পাঁচ ছেলে- সালমান, সা'আদ, সাবের সানজীদ ও সাদী। পাঁচ ছেলেই যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। শামছী সাহেব নিজ সন্তানদের ইহকালীন পরকালীন সর্বাংগীন মঙ্গল চান। তিনি চান তাঁর ছেলেরা যেনো মার্কিন বস্তবাদী পরিবেশের সাথে মিশে একাকার হয়ে না গিয়ে আদর্শ মুসলিম হিসেবে উন্নত জীবন যাপন করে।

জনাব শামছী নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় একটি অসিয়তনামা লেখেন। অসিয়ত নামায় নিজের মহত ইচ্ছা ব্যক্ত করার পর তিনি কতগুলো কল্যাণকর কাজের বিবরণ দিয়ে সে কাজগুলো রীতিমতো প্রতিপালন ও সম্পাদন করার জন্যে ছেলেদের অসিয়ত করেন। অতপর কতগুলো ক্ষতিকর কাজের বিবরণ দেন এবং সেগুলো থেকে দূরে থাকার জন্যে তাদের অসিয়ত করেন। তিনি কতিপয় শত্রুর বর্ণনাও দেন, যারা হিতাকাংখীর বেশে তাদের ক্ষতি সাধন করতে আসবে।

অসিয়তনামা কপি করে প্রত্যেক ছেলের কাছে তিনি এক কপি করে পাঠিয়ে দেন।

শামছী সাহেব নিজেও দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে অবগত। তার ছেলেদের জন্মও যুক্তরাষ্ট্রেই। তারা সেখানেই পড়ালেখা করে চাকুরি-বাকরি করছে। বাংলা ভাষা তারা ভালো বুঝেওনা, ভালো পড়তেও পারেনা।

পিতার অসিয়তনামা পেয়ে ছেলেরা পাঁচজনে অসিয়ত নামার সাথে পাঁচ রকম আচরণ করে।

- সাদী পিতার অসিয়তনামা পেয়ে তোষকের নিচে রেখে দেয়। পড়েও দেখেনা পিতা তাতে কী লিখেছেন? পড়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করেনা। এর প্রতি তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে না বুঝে না ভেবেই বলে দেয় এগুলো সব সেকেলে কথা।

- সানজীদ পিতার অসিয়তনামা পেয়ে তা পড়ার চেষ্টা করে। নিজে ভালো পড়তে না পারার কারণে একজন বাংলা জানা লোকের কাছ থেকে পাঠ শিখে নেয়। কিন্তু অসিয়ত নামার বক্তব্য বুঝতে পারেনা। বুঝার চেষ্টাও করেনা। তবে সম্মানিত পিতার অসিয়ত নামা হবার কারণে প্রতিদিনই একবার খুলে তাতে চোখ বুলায়। তারপর সম্মানার্থে তাতে চুমু খেয়ে দামি ইনভেলাপে ঢুকিয়ে তাকের উপর রেখে দেয়।

- সাবেরও পিতাকে দারুণভাবে ভক্তি করে। সে বাংলা কিছু কিছু পড়তে পারে। কিন্তু বুঝেনা। পিতার প্রতি অতিভক্তির কারণে সে গোসল করে পবিত্র হয়ে পিতার চিঠি পাঠ করে। পাঠ শেষে তাতে চুমু খেয়ে উন্নত মানের মোড়ক দিয়ে ঢেকে সে তা শোকেজে রেখে দেয়। পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এমনটি সে প্রতিদিনই করে। কিন্তু সে পিতার বক্তব্য বুঝার চেষ্টা করেনা এবং সেটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা।

- সালমান বাংলা পড়তে পারেনা। তার অফিসে একজন বাংলাভাষী চাকরি করেন। সালমান তাকে চিঠিটি পড়ে বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করে। তিনি তাকে তার পিতার চিঠির বক্তব্য ও অসিয়তসমূহ বুঝিয়ে দেন। সালমান পিতার অসিয়তসমূহ নোট করে নেয় এবং পিতার

অসীয়ত মুতাবিক নিজের জীবনে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেয়। পিতার অসিয়ত মুতাবিক সে জীবন যাপন করে।

- সাআদও বাংলা পড়তে পারেনা। তেমন বুঝেওনা। কিন্তু পিতার চিঠি পাবার পর চিঠিতে পিতা কী লিখেছেন তা বুঝার জন্যে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। সে দ্রুত একজন বাংলাভাষী অধ্যাপকের কাছে ছুটে যায়। তাঁর কাছে চিঠির বক্তব্য শুনে নেয়। পিতার অসিয়ত ও উপদেশগুলো শুনার পর সে এগুলোকে তার নিজের জন্যে তার ভাইদের জন্যে এবং পরিবার পরিজনের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর মনে করে। মর্ম বুঝার পর সে সিদ্ধান্ত নেয়:

"১. আমি আমার পিতার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ও মেনে চলবো।

২. চিঠির ভাষা ভালোভাবে শিখবো এবং সরাসরি পিতার অসিয়ত-উপদেশগুলো জানবো ও উপলব্ধি করবো।

৩. যেহেতু এ উপদেশগুলো সবাইর জন্যেই কল্যাণকর এবং এগুলো মেনে চললে এবং বাস্তবায়ন করলে গোটা সমাজ উপকৃত হবে, তাই আমি আমার সন্তানদের, ভাইদের এবং সমাজের অন্য সবাইকে এ উপদেশগুলো মেনে চলার আহবান জানাতে থাকবো।"

- সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাআদ পেরেশানির সাথে পিতার চিঠির ভাষা ও বক্তব্য শিখছে এবং উপলব্ধি করছে। নিজে মেনে চলছে এবং অন্যদেরকেও এগুলো মেনে চলার আহবান জানাচ্ছে।

- নিজে শিখা, বুঝা এবং অন্যদের বুঝানোর জন্যে সে পিতার চিঠিটি সর্বাস্থায় নিজের সাথে রাখছে এবং প্রয়োজন দেখা দিলেই খুলে পাঠ করছে, পিতার অসিয়ত উদ্ধৃত করছে।

এখন প্রশ্ন হলো, শামছী সাহেবের পুত্রদের মধ্যে কে বা কে কে তাঁর প্রতি এবং তার পত্রের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, আর কে কে করছেনা, তাকি বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে পরিষ্কার নয়? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে যে কোনো সুস্থ বিবেকের অধিকারী ব্যক্তি একান্ত

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিকভাবেই বলে উঠবেন:

- একমাত্র সা'আদই তার পিতা ও পিতার পত্রের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা, সম্মান ও তাযীম-তাকরীম প্রদর্শন করছে।

- সালমানও মোটামুটি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করছে।

- সাবের ও সানজীদ পিতার চিঠির প্রতি সম্মান দেখাতে পারেনি। বরং পিতার চিঠি এবং অসিয়ত-উপদেশের প্রতি বিদ্রুপ করছে।

- সাদী তার পিতা ও পিতার পত্রের প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ দেয়ারই প্রয়োজন মনে করেনা। সে পিতা ও পিতার পত্রের প্রতি পুরোপুরি অবিচার ও অমর্যাদা করেছে।

এই উপমার আলোকে বিচার করলে সহজেই স্পষ্ট হয়ে যাবে- আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের প্রতি কোন্ ধরনের লোকেরা সম্মান প্রদর্শন করছেন আর কারা করছেনা?

এ উপমা থেকে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের সঠিক পন্থা কী? আর কোন্ ধরনের লোকেরা কোন্ কোন্ পন্থায় কুরআনের প্রতি অবিচার, অসম্মান ও অমর্যাদা করে থাকে?

• • •

www.nagorikpathagar.org

অপবিত্র ও বে-অযু অবস্থায় কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা প্রসংগে আল্লামা ইবনে হাযমের বলিষ্ঠ বক্তব্য

আমরা এখানে অপবিত্র ও বে-অযু অবস্থায় কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযমের বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। আল্লামা ইবনে হাযম ইসলামের ইতিহাসে সেরা জ্ঞানীদের অন্যতম।[১] তিনি ছিলেন হিজরি পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ। কুরআন, হাদিস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হের তিনি শ্রেষ্ঠ আলিম। কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলিল এবং যুক্তি প্রয়োগের বলিষ্ঠতা ও অকাট্যতার দিক থেকে তাঁর স্থান শীর্ষে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের ইমাম ইবনে তাইমিয়াই কেবল তাঁর সমকক্ষ। কুরআন-সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া এবং দলিলের বিপরীত কোনো কিছুই তিনি শরিয়তের মধ্যে গ্রহণ করতে রাজি নন। তাঁর দলিল ও যুক্তি প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতার কাছে অনেক বড় বড় মনীষির মতামতকেও নস্যি মনে হয়। ইসলামী জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আল মুহাল্লা' এক বিরল ও অনুপম সৃষ্টি। এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড থেকে আমরা উপরোল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত অংশটির অনুবাদ পেশ করছি:

মাসআলা ১১৬: কুরআন পাঠ করা, তিলাওয়াতের সাজদা দেয়া, কুরআন স্পর্শ করা এবং আল্লাহ্ তায়ালার যিকর করা- এসবই বৈধ অযুর সাথে, বিনা অযুতে, গোসল ফরয হয়েছে এমন লোকের জন্যে এবং ঋতুবতী মহিলার জন্যে।

এ মতটি সুপ্রমাণিত। কারণ, এগুলো সবই উত্তম ও পছন্দনীয় কাজ। যিনি এ কাজগুলো করবেন, তিনি পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ করবেন।

যাঁরা কোনো কোনো অবস্থায় এ কাজগুলো 'করতে মানা' বলে দাবি করেন, তাঁরা তাঁদের দাবির পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

---

১. আল্লামা ইবনে হাযম তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কেন্দ্র আন্দালুসে (স্পেনে) ৩৮৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সায়ীদ ইবনে হাযম। তবে তিনি ইবনে হাযম নামে খ্যাত। ৪৫৬ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। রচনা করেছেন অসংখ্য গ্রন্থ। তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র জ্ঞানীদের সমাবেশ কেন্দ্র আন্দালুসের (স্পেনের) কোনো জ্ঞানীই তার দলীল ও যুক্তির সামনে টিকতে পারতোনা। তাই তিনি ছিলেন অসাধারণ একমহান আলেমে দীন।

www.nagorikpathagar.org

ক. কুরআন পাঠ

অযু, বিনা অযু, পবিত্র, অপবিত্র সর্বাবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ। অবশ্য ভিন্ন মত পোষণকারীগণ বিনা অযুতে কুরআন পাঠ বৈধ হবার ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত। তবে গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি আর ঋতুবতী মহিলাদের কুরআন পাঠ বৈধ হবার ব্যাপারে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন।

তাঁদের একদল বলেন, ঋতুবতী এবং জুনুবি (গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি) কুরআনের কিছু অংশও পাঠ করবেনা। - এটা উমর ইবনুল খাত্তাব রা., আলী ইবনে আবি তালিব রা. এবং হাসান বসরি, কাতাদা ও ইব্রাহীম নখয়ীর মত বলে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁদের অপর দল বলেন, ঋতুবতী কুরআন থেকে যতোটুকু ইচ্ছে পড়তে পারে। তবে, জুনুবি শুধু দুই আয়াত বা এর সমপরিমাণ পড়বে। -এটা হচ্ছে মালিক র.-এর মত।

তাঁদের মধ্যে আরেকজনের বক্তব্য হলো জুনুবি পূর্ণ এক আয়াত পড়বেনা। -এটা হলো আবু হানিফা র.-এর মত।

যারা মনে করেন, জুনুবি কুরআনের কোনো অংশই পাঠ করবেনা, তারা আবদুল্লাহ ইবনে সালামার সূত্রে বর্ণিত আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর এই বক্তব্যটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেনঃ জুনুবি অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই রসুলুল্লাহ সা.-কে কুরআন থেকে বিরত রাখতোনা।"[২]

- আসলে এ বক্তব্যটিতে তাদের মতের পক্ষে কোনো দলিল নেই। কারণ, এতে জুনুবিকে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়নি। এটা তো রসুলুল্লাহ সা.-এর একটি ব্যক্তিগত রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা জুনুবির কুরআন পাঠের উপর কোনো বিধিনিষেধ বা বাধ্যবাধকতা অর্পিত হয়না। তাছাড়া জানাবত (অপবিত্রতা)-এর কারণে কুরআন পাঠ নিষেধ হয়ে যায়, এমন কথাও তিনি এখানে বর্ণনা করেননি।

- মূলত, রসুলুল্লাহ সা. জানাবতের কারণে কুরআন পাঠ নিষেধ বলে ঐসময় কুরআন পাঠ থেকে বিরত থাকতেননা। বরং এমতাবস্থায় কুরআন পাঠ থেকে বিরত থাকাটা ছিলো তাঁর একটা রীতি। এই রীতিটি

২. তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর অন্যান্য রীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, তিনি রমযান মাস ছাড়া কখনো পূর্ণ একমাস রোযা রাখতেন না, তিনি কখনো রাতের নামায তের রাকাতের অধিক পড়তেন না[৩], তিনি কখনো টেবিলে (ডাইনিং টেবিলে) খেতেন না এবং কখনো হেলান দিয়ে খেতেন না। -একথাগুলো সবই বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত।

তাহলে এসব বর্ণনার ভিত্তিতে কি ধরে নিতে হবে- রমযান মাস ছাড়া পূর্ণ একমাস রোযা রাখা হারাম? কোনো ব্যক্তির রাত্রের নামায তের রাকাতের বেশি পড়া নিষিদ্ধ? ডাইনিং টেবিলে খাওয়া হারাম? হেলান দিয়ে খাওয়া হারাম? কিন্তু না, এগুলোকে তাঁরা হারাম বলেননা। রসুলুল্লাহ সা.-এর এ ধরনের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও রীতির উদাহরণ বহু আছে।

জুনুবি এবং অযুবিহীন লোকদের কুরআন পাঠ নিষেধ হওয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু আছারও (সাহাবাগণের বক্তব্য) উল্লেখ করা হয়। এসব আছারের কোনোটিই সহীহ্ নয়। এগুলোর সূত্রগত দুর্বলতার কথা আমরা বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি। এগুলো যদি সহিহ্ হতো, তবে এগুলো তাদেরই বিরুদ্ধে দলিল হতো, যারা এক আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ পাঠ করাকে বৈধ বলেছেন। কারণ এগুলোতে জুনুবির জন্যে কুরআন পাঠই (কুরআনের উচ্চারণই) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

এবার আসুন তাদের কথায়, যারা বলেন জুনুবি কুরআনের এক আয়াত বা তৎপরিমাণ পাঠ করতে পারবে, অথবা যারা বলেন এক আয়াত পূর্ণ পড়বেনা, অথবা ঋতুবতীর জন্যে পাঠ করা বৈধ কিন্তু জুনুবির জন্যে অবৈধ।

- আমরা বলবো, এসব কথাই ভ্রান্ত-বাতিল। কারণ, এসব মতের দাবিদাররা তাদের মতের পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেননি-না কুরআন থেকে, না সহীহ্-শুদ্ধ সুন্নাহ থেকে, না ইজমা থেকে, না কোনো সাহাবি থেকে, না যথার্থ কিয়াস থেকে আর না সঠিক রায় থেকে। কেননা কুরআনের অপূর্ণাংগ আয়াতও কুরআনই, আর পুরো একটি আয়াতও কুরআনই। সুতরাং জুনুবির জন্যে এক আয়াত পাঠ বৈধ হওয়া এবং একাধিক আয়াত বৈধ হওয়ার মধ্যে কোনো

---

৩. রাসুলুল্লাহ সা. বিতির সহ রাত্রের নামাজ (তাহাজ্জুদ, তারাবি ইত্যাদি) তের রাকাতের বেশি পড়েননি। অথচ সাহাবায়ে কিরামও বেশি পড়েছেন, এখনো বেশি পড়া হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে একাধিক আয়াত পাঠ করা নিষেধ হওয়া আর আয়াতাংশ নিষেধ হওয়ার মধ্যেও কোনো পার্থক্য থাকেনা।

এই মতের লোকেরা মতানৈক্য করতে গিয়ে এমন ব্যক্তিদের অপবাদ দিচ্ছেন, যাদের মতের বিপক্ষে কারো মত ছিলনা। এই লোকেরা মূলত উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবি তালিব এবং সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সাথেই মতবিরোধ করছেন। অথচ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউই তাঁদের সাথে মতবিরোধ করছেন বলে জানা যায়না।

এছাড়া তাঁদের বক্তব্যের আরো একটি বিস্ময়কর দিক রয়েছে। তাহলো, তারা যে বলছেন, জুনুবি আয়াতাংশ বা এক আয়াতের বেশি পাঠ করতে পারবেনা, এক্ষেত্রে তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন যে, কুরআনে এমন বহু আয়াত আছে যেগুলো মাত্র এক শব্দ দ্বারা গঠিত হয়েছে? যেমন - ওয়াদ্দোহা (وَالضُّحَىٰ) মুদহাম্মাতান (مُدْهَامَّتَانِ), ওয়ালআসর (وَالْعَصْرِ), ওয়াল ফাজর (وَالْفَجْرِ) প্রভৃতি। অপরদিকে রয়েছে বিরাট বিরাট আয়াত। যেমন - আয়াতুদ্দাইন (লেনদেন সংক্রান্ত আয়াত)।[৪]

তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিশাল কলেবরের আয়াতটি বা আয়াতুল কুরসি পাঠ করা জুনুবির জন্যে জায়েয, কিংবা এ আয়াতগুলো পূর্ণ না করে কিছুটা বাকি রেখে পাঠ করা জায়েয।

অপরদিকে মাত্র কয়েকটি শব্দওয়ালা তিন-চার আয়াত পাঠ করা না জায়েয। যেমন সূরা ফাজর[৫]-এর প্রাথমিক তিন-চার আয়াত -'ওয়াল ফাজ্‌র ০ ওয়া লাইয়ালিন আশ্‌র ০ ওয়াশ্‌ শাফয়ে ওয়াল বিতরে' পাঠ করা না জায়েয।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এক শব্দের একটি আয়াত 'মুদহাম্মাতান' পূর্ণ পাঠ করা না জায়েয।

- তাঁদের যুক্তি প্রমাণহীন এসব মত ও দাবি সত্যিই আজীব-বিস্ময়কর।

জুনুবি ও ঋতুবতীর মধ্যে পার্থক্য করার ভ্রান্তি: আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এমতের লোকেরা মাসিক চলাকালীন অবস্থা আর জুনুবি অবস্থার মধ্যে এক যুক্তিহীন পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের মতে জুনুবির জন্যে কুরআন পাঠ করা জায়েয নয়, তবে ঋতুবতীর জন্যে জায়েয।

---

৪. আয়াত নম্বর ২৮২, সূরা আল বাকারা। এ আয়াতটি প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

৫. সূরা নম্বর ৮৯।

www.nagorikpathagar.org

তাঁরা বলেন, যেহেতু মাসিক কয়েকদিন ধরে চলে, সেহেতু মাসিক চলাকালে মহিলাদের জন্যে কুরআন পাঠ করা জায়েয, তা না হলে তারা কুরআন ভুলে যাবে।

- অথচ একথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, ঋতুবতীর জন্যে যদি কুরআন পাঠ অবৈধই হয়ে থাকে, তবে ঋতুকাল কয়েকদিন চলার কারণে তা কিছুতেই বৈধ হতে পারেনা। আর যদি তার জন্যে কুরআন পাঠ বৈধই হয়ে থাকে, তবে এর কারণ হিসেবে দীর্ঘ সময়ের কথা বলাটা অর্থহীন।

আমার কাছে এই সূত্রে (সনদে বর্ণিত হয়েছে > মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ ইবনে নাবাত > আবদুল্লাহ ইবনে নসর > কাসিম ইবনে আসবাগ > মুহাম্মদ ইবনে ওদাহ্ > মূসা ইবনে মু'আবিয়া > ইবনে ওহাব > ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ > রবীয়া। রবীয়া বলেছেন: জুনুবির জন্যে কুরআন পাঠ করতে বাধা নেই।"

একই সূত্রে আমার কাছে মূসা ইবনে মু'আবিয়ার বর্ণনা পৌঁছেছে। মূসা শুনেছেন ইউসুফ ইবনে খালিদ সামতি থেকে, তিনি ইদরীস থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে। হাম্মাদ বলেছেন, আমি সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে জুনুবি কুরআন পাঠ করতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: যার হৃদয়পটে কুরআন রয়েছে, সে কেমন করে তা পাঠ না করে থাকবে?'

একই সূত্রে আমার কাছে ইউসুফ সামতির বর্ণনা পৌঁছেছে। তিনি শুনেছেন নসর আল বাহেলি থেকে। তিনি বলেছেন: ইবনে আব্বাস রা. জুনুবি অবস্থায় সূরা বাকারা পাঠ করতেন।"

আমার কাছে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে > মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ ইবনে নাবাত > আহমদ ইবনে আউনুল্লাহ > কাসিম ইবনে আসবাগ > মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম খুশানি > মুহাম্মদ ইবনে বাশশার > গন্দর > শু'বা > হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান। হাম্মাদ বলেন, আমি সায়ীদ ইবনে জুবায়েরকে জুনুবি কুরআন পড়বে কিনা জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেছেন: জুনুবির কুরআন পাঠে কোনো দোষ নেই।" তিনি আরো বলেছেন: সে কেন কুরআন পাঠ করবে না? তার স্মৃতিতে কি কুরআন নেই?'

- দাউদ যাহেরির মতও এটাই। তাছাড়া আমাদের সকল সাথিরই এটাই মত।

www.nagorikpathagar.org

খ. তিলাওয়াতের সাজদা

কুরআন পাঠকালীন সাজদা বা তিলাওয়াতের সাজদা তো মূলতই নামায নয়। রসুলুল্লাহ সা.-এর হাদিসই এর প্রমাণ। আমার কাছে বিশুদ্ধ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা পৌঁছেছে, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:

صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى -

"রাত ও দিনের সব নামাযই দুই রাকাত দুই রাকাত।"

اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ -

এছাড়া রসুলুল্লাহ সা.-এর এ কথাটিও সহিহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

"বিতির নামায এক রাকাত শেষ রাতে পঠিতব্য।"

ব্যস, রসুলুল্লাহ সা. থেকে একথা প্রমাণ হয়ে গেলো, যা পূর্ণ এক রাকাত কিংবা দুই রাকাত বা তদোর্ধ নয়, তা নামায নয়। আর একথা তো পরিষ্কার, তিলাওয়াতের সাজদা এক রাকাতও নয়, দুই রাকাতও নয়, সুতরাং তা নামায নয়। আর এটা যখন নামাযই নয়, তখন তা অন্য সকল যিকর-আযকারের মতো বিনা অযুতেও জায়েয, জুনুবির জন্যেও জায়েয, ঋতুবতীর জন্যেও জায়েয এবং কিবলা ছাড়াও যেকোনো দিকে ফিরেই জায়েয। এক্ষেত্রে অন্যান্য যিকর-আযকারের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। অযু এবং পবিত্রতা তো কেবল নামাযেরই শর্ত, অন্য কিছুর জন্যে নয়।

- নামায ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে অযু ও পবিত্রতার বিষয়টি না কুরআনে আছে, না সুন্নায় আছে, না এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে আর না কিয়াস এমনটি বলে।

যদি কেউ বলেন: 'সাজদা তো নামাযেরই অংশ, আর নামাযের অংশও নামাযই।"

কেউ এমনটি বলতে চাইলে আমরা তৌফিক দাতা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে বলবো: একথা ঠিক নয়, একথা ভুল ও বাতিল। কারণ, নামাযের কিছু অংশ নামায বলে গণ্য হয়না, যতোক্ষণ না নামাযী তার নামায পূর্ণ করে, যেভাবে পূর্ণ করার জন্যে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে নামায শুরু করলো, সূরা-কিরাত পড়লো, রুকুও করলো, অতপর আর সামনে অগ্রসর না হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এখানেই নামায ভেংগে ফেললো, এ

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো মুসলিমই একথা বলবেনা যে, সে নামায পড়েছে, বা কিছু নামায পড়েছে। বরং সকলেই সর্বসম্মতভাবে বলবেন, সে নামাযই পড়েনি।

সে যদি বিতির নামায এক রাকাত পূর্ণ করে, কিংবা জুমার নামায, ফজরের নামায, সফরের নামায বা নফল নামায দুই রাকাত পূর্ণ করে, তখন সকলেই বলবেন, সে নামায পড়েছে। তখন এ ব্যাপারে কেউই দ্বিমত করবেন না।

এবার এমতের লোকদের একটি প্রশ্ন করতে চাই। সেটা হলো, যেহেতু কিয়াম নামাযের অংশ, আল্লাহু আকবার বলা নামাযের অংশ, সূরা ফাতিহা পাঠ করা নামাযের অংশ, জলসা (বসা) নামাযের অংশ, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ বলা নামাযের অংশ-তাহলে কি এটা বলবেন যে, বিচ্ছিন্নভাবে কারো জন্যে অযু ছাড়া কিয়াম করা না জায়েয? আল্লাহু আকবর বলা না জায়েয? সূরা ফাতিহা পাঠ করা না জায়েয? বসা না জায়েয? আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ বলা না জায়েয?

- না, এগুলোকে তারা না জায়েয বলেননা। তবে কেন তারা বিচ্ছিন্ন সাজদার জন্যে অযুর শর্তারোপ করেন?

- তাদের বক্তব্য যে যুক্তিহীন-অসার, তা প্রমাণ হয়ে গেলো। তাই তাদের এসংক্রান্ত যুক্তি ও মতামত বাতিল। আমরা আল্লাহ তায়ালার তৌফিক কামনা করছি।

তাঁরা যদি বলেন, এ ব্যাপারে 'ইজমা' হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা তাঁদের বলবো: আপনারা ইজমার শুদ্ধতা দ্বারা আপনাদের দলিল-প্রমানের ভ্রান্তি ও বাতুলতা স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি।

গ. কুরআন স্পর্শ করা

যারা মনে করেন, জুনুবির কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়, তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে যেসব আছার[৬] দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন, তার কোনোটিই বিশুদ্ধ নয়। কারণ, সেগুলোর কোনোটি হয়তো মুরসাল[৭]

৬. 'আছার' মানে সাহাবি বা তাবেয়ির বক্তব্য।

৭. কোনো তাবেয়ী কর্তৃক সাহাবির মাধ্যম বা সূত্র ছাড়াই কোনো কথা বা বিষয়কে রাসুল সা.-এর সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করাকে 'মুরসাল বর্ণনা' বলা হয়। ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনা, আবার কোনোটি হয়তো সূত্রবিহীন পত্র, কোনোটি অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা, আবার কোনোটি জয়ীফ ব্যক্তির বর্ণনা। তাই এগুলো দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এসব বর্ণনার দুর্বলতাসমূহ আমরা বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছি।

অপবিত্রদের কুরআন স্পর্শ করা সংক্রান্ত সহিহ বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এ বর্ণনা আমাদের কাছে যাদের মাধ্যমে পৌঁছেছে তাঁরা হলেন: আবদুল্লাহ বিন রবী > মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মাফরাজ > সায়ীদ ইবনে সুকান > আল ফারবারী > মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারি > হাকাম ইবনে নাফে > শুয়াইব > ইবনে শিহাব যুহুরি > উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা > ইবনে আব্বাস রা.। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তাঁকে আবু সুফিয়ান এ সংবাদ জানিয়েছেন, তিনি (আবু সুফিয়ান) রোম সম্রাট হেরাকেল-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। রসুলুল্লাহ সা. হেরাকেল-এর কাছে পৌঁছাবার জন্যে দিহ্ইয়া কালবি রা.-এর মাধ্যমে বসরার শাসনকর্তার কাছে যে পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি হেরাকেল-এর কাছে পৌঁছানো হয়। আমাদেরকে তাঁর দরবারে ডেকে নিয়ে আমাদের উপস্থিতিতে হেরাকল (হিরোক্লিয়াস) সেটি পাঠ করান। চিঠিটি ছিলো নিম্নরূপ:

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর দাসও রসুল মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হেরাকেলের প্রতি। যে সঠিক পথের (হিদায়াতের) অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আম্মা বা'দ (অতপর বলছি), আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। এতে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। কিন্তু আপনি যদি ইসলামের পথে আসতে অস্বীকার করেন, তবে সম্রাজ্যের প্রজার (ইসলাম থেকে দুরে থাকার) পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে।" (চিঠির শেষাংশে উল্লেখ ছিলো কুরআনের এই আয়াত):

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن

মুরসাল বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে আবু হানিফা ও মালেক র. মুরসাল বর্ণনাকে বিবেচনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ •

“হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি কথা মেনে নাও, যেটা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই রকম। সেকথাটি হলো: ‘আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও দাসত্ব করবোনা, আমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই অংশীদার বানাবোনা আর আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ কাউকেও রব হিসেবে গ্রহণ করবোনা।” -এ আহবান যদি তারা গ্রহণ না করে, তবে পরিষ্কার বলে দাও: তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যি মুসলিম শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগত দাস।” (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ৬৪)

- এটি হলো স্বয়ং আল্লাহর রসুল সা. কর্তৃক প্রেরিত পত্র[৮], যাতে লেখা ছিলো কুরআনের আয়াত এবং যেটি তিনি প্রেরণ করেছিলেন খৃষ্টানদের কাছে। আর একথা তো নিশ্চিত যে, খৃষ্টানরা এই পত্রখানা স্পর্শ করেছে।

এই মতের লোকেরা যদি দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদিসটির কথা বলেন, যেটি বর্ণনা করেছেন ইবনে উমর রা.। তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ সা. কুরআন সাথে নিয়ে শত্রুদের ভূ-খন্ড সফর করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আশংকা করেছেন শত্রুরা কুরআনের অবমাননা করতে পারে।”[৯]

- আমরা বলবো, এটি সহিহ হাদিস। এটি মান্য করা অপরিহার্য। কিন্তু এ হাদিসে তাদের জন্যে কোনো দলিল নেই। এতে জুনুবি বা কাফিরকে কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়নি। এখানে তো কেবল মুসলমানদেরকে সতর্কই করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রুপক্ষ যেনো কুরআনকে অবমাননা করতে না পারে। এ হাদিসের অর্থ এ নয় যে, কাফির মুশরিকদের স্পর্শ করার আশংকা থাকলে কুরআন নিয়ে অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবেনা। না, রসুলুল্লাহ সা. এখানে এমন কথা বলেননি।

‘অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা’- এ মতের লোকেরা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের এ আয়াতগুলোকেও দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন:

---

৮. সহিহ বুখারির কিতাবুল জিহাদ (জিহাদ অধ্যায়)-এ এই পত্র সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে।

৯. হাদিসটি বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা হতে উল্লেখ হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ • فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ • لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ •

"নি:সন্দেহে এটি মহাসম্মানিত কুরআন। সুরক্ষিত গ্রন্থে (লওহে মাহফুযে)। কেউই তা স্পর্শ করেনা পবিত্ররা ছাড়া।" (সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া: আয়াত ৭৭-৭৯)

কিন্তু একথা তো একেবারেই পরিষ্কার যে, এখানে তাঁদের মতের পক্ষে কোনো দলিল নেই। কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ নয়, বরং এখানে তিনি কুরআনের ব্যাপারে একটি খবর (সংবাদ বা তথ্য) প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যা বলেন, তা নিশ্চিত সত্য। কোনো সংবাদ প্রদান মূলক শব্দ থেকে কিছুতেই নির্দেশের অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারেনা। তবে তা দ্বারা নির্দেশমূলক অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে যদি কোনো নস্‌সে জলি[১০] (সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ) কিংবা নিশ্চিত ইজমা[১১] থাকে, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানে প্রদত্ত এই সংবাদকে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো দলিল প্রমাণ বা ইজমা কিছুই নেই।

অপরদিকে আমাদের কাছে একথাও পরিষ্কার যে, কুরআন পবিত্ররা এবং অপবিত্ররা সবাই স্পর্শ করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: 'কেউ তা স্পর্শ করেনা পবিত্ররা ছাড়া।"

- এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো, আমাদের কাছে কুরআনের যে লিখিত গ্রন্থ রয়েছে, এখানে আল্লাহ তায়ালা সে গ্রন্থটি স্পর্শ করার বিষয় উল্লেখ করেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন কিতাব রসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট পৌঁছার পূর্বের ঘটনা। একথার প্রমাণ অনেকগুলো বিশুদ্ধ বর্ণনা:

১. আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ ইবনে নাবাত, তাঁর কাছে আহমদ ইবনে আবদুল বাসীর, তাঁর কাছে কাসিম ইবনে আসবাগ, তাঁর কাছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম খুশানি, তাঁর কাছে মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না, তাঁর কাছে আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দি, তাঁর কাছে সুফিয়ান সওরি, তাঁর কাছে জামে ইবনে আবি রাশেদ। তিনি বলেন, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের র. আল্লাহর বাণী: لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ-কেউ তা স্পর্শ করেনা পবিত্ররা ছাড়া'- সম্পর্কে বলেছেন: এখানে পবিত্ররা মানে ফেরেশতারা অর্থাৎ ফেরেশতারা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করেনা।"

---

১০. কুরআনের স্পষ্ট আয়াত কিংবা প্রমাণিত সুন্নাহ।

১১. সাহাবায়ে কিরামের মতৈক্য।

২. আমাদের কাছে নিম্নরূপ সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ হাম্মাদ ইবনে আহমদ > ইবনে মাফরাজ > ইবনুল আরবি > আদ্ দুবুরি > আবদুর রাযযাক > ইয়াহইয়া ইবনুল আলা > আ'মাশ > ইব্রাহীম নখয়ী > আলকামা। আলকামা র. বলেনঃ আমরা একবার সালমান ফারসি রা.-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমরা তাঁর বাড়ি পৌঁছলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। আমরা তাঁকে অনুরোধ করলামঃ হে আবদুল্লাহর পিতা! আপনি যদি দয়া করে অযু করে আমাদের অমুক সূরাটি পাঠ করে শুনাতেন!' আমাদের বক্তব্য শুনে সালমান রা. বললেনঃ

فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ • لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ •

(তা রয়েছে সুরক্ষিত গ্রন্থে। কেউ তা স্পর্শ করেনা পবিত্ররা ছাড়া) এটা তো পৃথিবীর ব্যাপার নয়, আসমানের ব্যাপার। সেখানে ফেরেশতারা ছাড়া কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করেনা।"

৩. আমাদের কাছে নিম্নরূপ সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ ইবনে নাবাত > আহমদ ইবনে আবদুল বাসীর > কাসিম ইবনে আস্‌বাগ > মুহাম্মদ ইবনে আবদুস্ সালাম খুশানি > মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার > মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর > শু'বা > মনসুর ইবনে মু'তামার > ইবরাহীম নখয়ী। তিনি বলেন প্রখ্যাত মুফাসসির তাবেয়ী আলকামা র. যখন কুরআনের কোনো অংশ লিখতে চাইতেন, তখন একজন খৃষ্টানকে নির্দেশ দিতেন, সে তাঁকে তা লিখে দিতো।

আবু হানিফা রহ. বলেছেনঃ জুনুবি ঢাকনার (গেলাফের) উপর হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ ও বহন করতে পারবে। তবে ঢাকনা (গেলাফ) বিহীন কুরআন স্পর্শ করতে পারবেনা। তাঁর মতে বিনা অযুতেও সরাসরি কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা।

মালিক রহ. বলেছেনঃ জুনুবি এবং অযুবিহীন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করবেনা- সরাসরিও নয়, ঢাকনার উপর দিয়েও নয়। তবে কুরআন যদি থলে বা বাক্সে থাকে, সেক্ষেত্রে সেটার উপর হাত দিয়ে ইহুদি, খৃষ্টান, জুনুবি কিংবা অযুবিহীন ব্যক্তির স্পর্শ করা বা ধরে বহন করাতে কোনো দোষ নেই।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত ব্যক্তিগণের বক্তব্যসমূহের ব্যাপারে আমরা বলবো: কুরআন স্পর্শ করার ক্ষেত্রে তাঁরা যেসব বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন, সেগুলো সঠিক ও শুদ্ধ হবার ব্যাপারে কোনো দলিল-প্রমান নেই- না কুরআনের দলিল আছে, না সহীহ্ সুন্নাহ্র দলিল আছে, না গায়রে সহীহ্ সুন্নাহ্র দলিল আছে, না ইজমা আছে, না একজন সাহাবিরও বর্ণনা (মত) আছে, আর না সুস্থ কিয়াস (যুক্তি) তা সমর্থন করে।

দেখুন, যদি থলে বা ঢাকনাই (গেলাফ ইত্যাদি) স্পর্শকারী এবং কুরআনের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, তবে বাঁধাইর বোর্ড আর পৃষ্তানির কাগজও অবশ্যি কুরআন আর স্পর্শকারীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এগুলোর মধ্যে কোনোই ফারাক নেই। সুতরাং সর্বাবস্থায় সবার কুরআন স্পর্শের ব্যাপারে তাঁদের এসব বিধি নিষেধ আরোপ একেবারেই যুক্তিহীন। মহান আল্লাহ্ই তৌফিকদাতা।[১২]

সমাপ্ত

১২. আল্লামা ইবনে হাযমের এ দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে ইসলামের উপর তার সোনালী গ্রন্থ আল মুহাল্লা প্রথম খন্ড ৭৭-৮৪ পৃষ্ঠা এবং মাসআলা নম্বর ১১৬ থেকে। মুদ্রণঃদারুল আফাক আল জাদিদা, বৈরুত।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

০১. আল কুরআন
০২. ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীরঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীরে ইবনে কাসীর)
০৩. মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত্তাবারিঃ জামেউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরে তাবারি)
০৪. জালালুদ্দীন মাহেল্লি ও জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ তাফসীরে জালালাইন
০৫. আহমদ ইবনে আলি আল জাস্সাসঃ আহকামুল কুরআন
০৬. সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসাইন আত্ তাবাতাবায়ীঃ তাফসীর- আল মীযান
০৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ তাফসীর- তাফহীমুল কুরআন
০৮. সাইয়েদ কুতুবঃ তাফসীর- ফী যিলাযিল কুরআন
০৯. মুহাম্মদ শফীঃ তাফসীর- মা'আরিফুল কুরআন
১০. আশরাফ আলী থানবিঃ তাফসীর- বয়ানুল কুরআন
১১. আমীন আহসান ইসলাহীঃ তাফসীর- তাদাববুরে কুরআন
১২. A Yusuf Ali: The Holy Qur'an
১৩. Taqi-ud-Din Al-Hilali & Muhsin Khan: The Noble Qur'an
১৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ তরজমায়ে কুরআন মজীদ
১৫. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকীঃ মু'জামুল কুরআনুল করীম
১৬. গাস্সান হামদূনঃ তাফসীর মিন নাসামাতিল কুরআন
১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা
১৮. মুহাম্মদ আলী আস্ সাবূনিঃ তাফসীর- সফওয়াতুত তাফাসীর
১৯. জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন
২০. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াঃ উসূলুত তাফসীর
২১. শাহ অলি উল্লাহ দেহলবিঃ আল ফাওযুল কবীর
২২. মুহাম্মদ আলী আস্ সাবূনিঃ আততিবয়ানু ফী উলুমিল কুরআন।
২৩. শাব্বির আহমদ উসমানিঃ তাফসীরে উসমানি
২৪. Islamic Foundation Bangladesh: Scientific Introduction in the Holy Quran.
২৫. ড. মরিস বোকাইলিঃ বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান
২৬. আবদুস শহীদ নাসিমঃ আল কুরআন আত তাফসীর
২৭. খুররম মুরাদঃ কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা
২৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা
২৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারিঃ আল জামেউস্ সহিহ (সহিহ বুখারি)

www.nagorikpathagar.org

৩০.মুসলীম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরি: সহিহ্ মুসলিম
৩১.আবু দাউদ আশআস্ ইবনে সুলাইমান সিজিস্তানি: সুনানে আবু দাউদ
৩২.আবু ঈসা তিরমিযি: সুনানে তিরমিযি/জামে তিরমিযি
৩৩.আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী: সুনানে নাসায়ী
৩৪.মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ: সুনানে ইবনে মাজাহ
৩৫.অলিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতিব: মিশকাতুল মাসাবীহ
৩৬.ইমাম নববী: রিয়াদুস সালেহীন
৩৭.জলীল আহসান নদভী: যাদে রাহ্
৩৮.আবদুল গাফফার হাসান নদভী: এন্তেখাবে হাদিস
৩৯.আবদুস শহীদ নাসিম: সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
৪০.মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব: সীরাতুর রসুল সা.
৪১.ইবনে ইসহাক: সীরাতু রাসূলিল্লাহ (সীরাতে ইবনে ইসহাক)
৪২.ইবনে হিশাম: সীরাতু রাসূলিল্লাহ (সীরাতে ইবনে হিশাম)
৪৩.শিবলী নুমানি: সীরাতুন্নবী
৪৪.সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী: সীরাতে সরওয়ারে আলম
৪৫.নঈম সিদ্দীকি: মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ
৪৬.আবদুস শহীদ নাসিম: রসুলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার
৪৭.Milton Cowan: A Dictionary of Modern Written Arabic
৪৮.ইবনে হাযম: আল মুহাল্লা
৪৯.ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মা'আদ
৫০.Hamuda Abdalati: Islam in Focus.
৫১.Dr. Mohammad Hamidullah: Introduction to Islam.
৫২.Sayyed Abul A'la Maudoodi: Towards Understanding Islam.
৫৩.Sadruddin Islahi: Islam at a glance.
৫৪.মুহাম্মদ কুতুব: আমরা কি মুসলমান?
৫৫.Muhammad Qutb: False Gods of Twentieth Century.
৫৬.Sayyed Abul A'la Maudoodi: Fundamentals of Islam.
৫৭.ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল: হায়াতু মুহাম্মদ
৫৮.নূর মুহাম্মদ আযমী: হাদীসের তত্ত্ব
৫৯.মুহাম্মদ আবুর রহীম: হাদিস সংকলনের ইতিহাস
৬০.ইয়াহইয়া ইবনে হুবায়রা: কিতাবুল ইফসাহ আল মু'আনিস সিহাহ
৬১.ড. মাহমুদ তাহান: তাইসিরু মুস্তালিহুল হাদিস
৬২.খতিব আল বুগদাদী: আল জামে' লিআখলাকির রাবি
৬৩.আবদুর রহমান আযযাম: আর রিসালাতুল খালিদাহ
৬৪.সৈয়দ আমির আলী: দ্য স্পিরিট অব ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

লেখক সম্পর্কে

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও কুরআন গবেষক আবদুস শহীদ নাসিম ইসলামি জ্ঞান চর্চার জগতে একটি সুপরিচিত স্বনামধন্য নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলেছেন: 'আশির দশকেই মাস্টার্সে তাফসির পরীক্ষায় সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে তাঁর বই পড়েছি।'

পরবর্তীতে তিনি অনেক অনেক ইসলামি সাহিত্য রচনা করেছেন। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন অনেকগুলো গ্রন্থ। আবদুস শহীদ নাসিম শুধু একজন সুসাহিত্যিকই নন, সেইসাথে তিনি একজন সুবক্তা এবং দক্ষ সংগঠকও। তিনি বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। প্রায় তিন দশক আগে তিনি কুরআনুল কারীমের শিক্ষা ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া প্রায় চার দশকব্যাপী তিনি একটি নামকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দুই যুগেরও অধিককাল ইসলামি ব্যাংক শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনো কোনো কোনো ব্যাংকের শরিয়া কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট শরিয়া বিশেষজ্ঞ।

বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম -এর জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জে। ১৯৭০ ও ১৯৭২ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সেশনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুদিন পড়ালেখা করেন।

আবদুস শহীদ নাসিম ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামি সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুসাহিত্যিক আবদুস শহীদ নাসিম একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সৃজনশীল লেখক। এ যাবত তিনি ছোট বড় প্রায় ১০০টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি কুরআন মজিদের সহজ বাংলা অনুবাদ করাসহ প্রায় ৪০টি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। সম্পাদনা করেছেন অনেক গ্রন্থ।

-প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি প্রকাশনীর অন্যান্য বই

মৌলিক রচনা

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ (৬ প্রকার সাইজে প্রকাশিত)
আল কুরআন: সহজ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ
The Quran (English Meaing)
তাদরিসুল কুরআন (একটি সেরা দারসুল কুরআন গ্রন্থ)
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
আল কুরআন কি ও কেন?
জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন
আল কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়
Ways to Pay Homage to Al- Quran
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
তাদরিসুল হাদিস (একটি অনন্য সহিহ হাদিস সংকলন)
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল
সিহাহ সিত্তার হাদিসে কুদসি
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
উম্মুস সুন্নাহ হাদিসে জিবরিল
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্ব নবীর চুক্তি ও ভাষণ
ঈমানের পরিচয়
ঈমান ও আমলে সালেহ
ইসলাম: পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
নামাযের সহীহ পদ্ধতি
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
ইসলাম ও মানবতা
ইসলামের পারিবারিক জীবন
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
মুসলিম পুরুষ ও নারীর পোষাক
নফস কলব হাওয়া
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি
ইসলামে জ্ঞান চর্চা
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
যিকির দোয়া ইস্তেগফার
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি জাহান্নামের দৃশ্য
শাফায়াত
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি: কারণ ও প্রতিকার
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
বিভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
জানতে চাই (১ম ও ২য় খণ্ড)
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
জীবন যৌবন সাফল্য
মানব সৃষ্টির সূচনা ও হযরত আদম আ.
হাজার বছরের সংগ্রামী নবী হযরত নূহ আ.
কাবা নির্মাতা হযরত ইবরাহিম আ.
মিশর শাসক হযরত ইউসুফ আ.
প্রিয় নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম আ.
যাকাত সাওম ইতিকাফ
যাকাত কী? কেন? কিভাবে?
কুরআন ও রমযান
সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল
রমযানের শিক্ষায় সুন্দর জীবন গড়ার উপায়
মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর
সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা
মানব কল্যাণের ধর্ম ইসলাম
সুন্দর চরিত্র
সবরের পথ
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
বিপ্লব হে বিপ্লব (কাব্যগ্রন্থ)
শ্রেষ্ঠ জীবনের পথ
জীবনের স্বপ্ন চাই
কথার সৌন্দর্য

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদিস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)
ঝরে পড়া এক শেফালির কথা

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ
এন্তেখাবে হাদিস
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
মহিলাদের রোযা ও ই'তেকাফ
মহিলাদের হজ্জ ও উমরা
ফিকহুন নিসা (মহিলা ফিকহ্)
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়
চার ইমামের মতৈক্য ও মতপার্থক্য
শুভ শেষ পরিণাম
আল কুরআনে পৃথিবী ও মহাকাশের বৈজ্ঞানিক বিস্ময়
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াতে ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
শাহাদাতে হক ও দাওয়াত ইলাল্লাহ
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামে দাওয়াতে নারী

এছাড়াও আরো অনেক বই

প্রাপ্তিস্থান

বর্ণালি বুক সেন্টার
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬

বই মেলা
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০১৭৫৩৪২২২৯৬